THE BAGBAZAR READING LIBRARY
ESTD 1883
CALCUTTA.

গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী—১৩

গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গ

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কবিরত্ন জ্যোতির্ব্বিশারদ

প্রথম সংস্করণ

মাঘ, ১৩৩০

গৃহস্থ পাব্‌লিসিং হাউস

২৪ নং, মিডিল রোড, ইটালী,

কলিকাতা।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।]

[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক

শ্রীরামরাখাল ঘোষ

স্বত্বাধিকারী

"গৃহস্থ পাব্‌লিশিং হাউস্"

২৪ নং, মিডিল রোড, ইটালি,

কলিকাতা।

Acc 22226
D 12006

প্রিণ্টার

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দে

ইণ্ডিয়া প্রেস,

২৪ নং, মিডিল রোড, ইটালি,

কলিকাতা।

লেখকের নিবেদন

"গৃহস্থ পত্রে"র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রামরাখাল ঘোষ মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে আমি আমার লিখিত প্রবন্ধ "গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গে"র অবশিষ্টাংশ লিখিয়া তাঁহাকেই উহার স্বত্ব দিলাম। তিনিই উহা প্রকাশ করিয়া প্রচারিত করিতেছেন।

যখন ইহা "গৃহস্থে"র প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রচারিত হয়, তখন আমার এরূপ আশা ছিল না যে উহা আবার কোনও দিন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। তখন "গৃহস্থ" পরিচালনের গুরু ভার আমার উপর ছিল; কাজেই উহাতে আমাকে নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছিল। আমি আত্মপ্রকাশে একান্ত অসম্মত ছিলাম। তাই আমার প্রবন্ধের অধিকাংশই **অকিঞ্চন** স্বাক্ষরিত—কয়েকটি প্রবন্ধ **শ্রীহীন পাগল**, এবং কয়েকটি প্রবন্ধ **প্রেমানন্দ** নামেও স্বাক্ষরিত আছে। কেবল এই "গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গে" আমার নামের আদ্য অক্ষর **শ্রীশ** দেওয়া আছে। নানা প্রতিবন্ধকে আমি আমার অভিলাষানুরূপ শিক্ষালাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হইতেছি না বলিয়াই আমি আমার অধিকাংশ লেখাই অকিঞ্চন বলিয়া স্বাক্ষর করিতাম।

পনর ষোল বছর বয়স হইতেই আমার পদ্য ও গান লিখিবার বাতিক আছে। লোকে আমায় শৈশব হইতেই **পাগল** বলে। এ সুখ্যাতিটা আমি প্রথমেই পাঠশালায়, পরে বিদ্যালয়ের সহপাঠিগণের নিকটই পাইয়াছিলাম। আমার প্রথম শিক্ষাদাতাগণের অনেকে

আমায় এই মধুর নামে ডাকিতেন, আমি তাহাতে কোনও দিন কাহারও উপর বিরক্ত নহি। বরং একদিন আমার সমবয়সী ক্রীড়াস্থলে আমায় "পাগল" বলায় আমি এই গানটি উপস্থিত রচনা করিয়া তাহাদিগকে শুনাইয়া দিয়াছিলাম—

আমায় সবাই পাগল বলে।
পাগল বলে গো আনন্দময়ি
আমায় সবাই পাগল বলে।
বলুক তাতে ক্ষতি কি মা
আমি ত তোদের পাগলা ছেলে॥
বাবা পাগল মাও পাগল
কি দোষ ছেলে পাগল হলে—
আমি মনের সাধে তারা বলে
বেড়াব মা হেসে খেলে।

এ গানটি পরে আরও বাড়াইয়া আমার একখানি পুস্তকে দিয়াছি।

আমার পাগল নামের ইতিবৃত্ত এই। এখন "প্রেমানন্দ" নামের ইতিবৃত্ত শুনুন। ১২৮৫ সালের পূজার পর আমার এক বন্ধুর সহিত বিতর্ক হয়। তিনি "লোকে কষ্ট পায়" এজন্য শ্রীভগবানকে নির্দ্দয় বলিতে চান। আমি বলিতে চাই ওরূপ কষ্ট তার নিজকৃত কর্ম্মফল। শ্রীভগবানের বিধিবশে কষ্ট পেয়ে, যাতে আর না কষ্ট পেতে হয় এমন অবস্থায় তারে আনিবার জন্য। বাপ মায়ে রুগ্ন ছেলেকে যেমন ঔষধ খাওয়ান কিন্তু মিষ্টান্ন দেন না, ও সেইরকম দয়ার চিহ্ন বই নির্দ্দয়তার লক্ষণ নয়। তিনি প্রেমময়। বন্ধুটি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমায় পুনঃ পুনঃ তাঁর নির্দ্দয়তার প্রমাণ দিতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু আমি শ্রীভগবানের কৃপায় সেই আপাততঃ নির্দ্দয়তাই যে শ্রীভগবানের করুণময়ত্ব—প্রেমময়ত্বেরই

নিদর্শন তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সেই বিতর্ক স্থলে আমার বন্ধুর একজন খুল্লতাত উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁহাকে চিনিতাম না, এখন বেশ ভালরূপেই চিনিয়াছি। তিনিই আমার তৃতীয় জ্যোতিষ-গুরু পরম পণ্ডিত ও সাধক শ্রীযুক্ত মহেশ্বর জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য। তিনি বলিলেন, "সারদা বাবা, আর অনর্থক বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন; তুমিই পরাস্ত হয়েছ, শ্রীভগবান্ প্রেমময়, একথা নিশ্চয়।" তার পর আমায় বলিলেন "বাবা তোমায় চিনি না কিন্তু তোমাদের তর্কমধ্যে শুন্‌লাম তুমি কবিতা ও গান টান লিখে দিয়ে কিছু কিছু উপার্জ্জন কর। আমার ওশক্তি নাই। আমি তোমায় 'কমলার ব্রত' বিবরণ দিব। তুমি দু' পাঁচ দিনের মধ্যেই পাবে। তুমি সেই ব্রতকথা পদ্যে রচনা করে, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের পাঠযোগ্য একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখে আমায় দেখিও, তার পর প্রকাশও করবার চেষ্টা ক'রো। আজ থেকে আমি তোমায় 'প্রেমানন্দ' উপাধি দিলাম।"

আমি বলিলাম, "আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁর প্রেমানন্দে বিভোর হয়েই জীবনটা কাটাতে পারি।" তাঁর আদিষ্ট ব্রতকথাতেই আমি ঐ নাম প্রথমেই ব্যবহার করিয়া ছিলাম। বই খানি লিখিয়াছি, তাঁহাকে দেখাইয়াছি, কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় জীবিত থাকিলে ছাপাইতেও পারিতাম। কিন্তু ছাপা হয় নাই, কখনও হইবে কি না জানি না। প্রেমময়ের কথা লিখিলে প্রায়শঃ ঐ প্রেমানন্দই আমার স্বাক্ষর কিন্তু আমার প্রচলিত নাম—

হরিনাভি ১৩৩০ সাল গৌণচন্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।	শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।

সূচীপত্র

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২১	অবিপ্লত	অবিপ্লুত
"	২৩	অপত্যস্তথাপত্যং	অপত্যস্থৈবচাপত্যং
৫	১৩	তাহা	তাহা
৭	৪	রসাং স্নিগ্ধং	রসান্ স্নিগ্ধঃ
"	৫	সর্ব্বানি	সর্ব্বাণি
"	"	হিংসণং	হিংসনং
"	৬	অত্যম্বঞ্জন	অত্যম্বঞ্জন
"	"	রূপাহ্বত্রধারনং	রূপানহ্বত্রধারণং
"	৮	প্রেক্ষণলম্ভম্	প্রেক্ষণালম্ভম্
"	১০	রেত	রেতঃ
৯	৯	জিজ্ঞসা	জিজ্ঞাসা
২৩	৫	এবং	এবং
"	১৮	ভায	ভাব
২৪	১৭	দশাচায্য	দশাচার্য্য
"	১৮	গৌরবেনাতিরিচ্যতে	গৌরবেণাতিরিচ্যতে
"	২২	যোঽধ্যাপয়তি	যোঽধ্যাপয়তি
"	২৬	বিযেশতঃ	বিশেষতঃ
২৫	১৬	যৎ	যং
"	১৯	তপ	তপঃ
"	২০	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
„	২১	ধর্ম্মমস্তৎ	ধর্ম্মমন্তং
„	২২	আশ্রমা	আশ্রমাঃ
„	২৩	স্রয়োগ্রয়ং	স্রয়োগ্যয়ং
২৭	২১	জাজলি	জাবালি
৩৩	২	অপনাপন	আপনাপন
৩৮	৯	মানসম্রব	মানসম্ভ্রম
৫৯	২২	শ্রীশুরুদেবের	শ্রীগুরুদেবের
৬৪	১৪	বিবদমান	বিবাদমান
„	১৭	বিভিন্নাঃ	বিভিন্নাঃ

গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গ

ছাত্রজীবন ও ব্রহ্মচর্য্য

শিষ্য। প্রভো, আমার বর্ত্তমান ছাত্রজীবনে কর্ত্তব্য কি, তাহার নির্দ্দেশ করুন। যেরূপে জীবন যাপন করিলে চিরজীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারিব, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন।

গুরু। সুখ মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য সন্দেহ নাই। নিরন্তর সুস্থ থাকিতে যত্ন কর, তাহা হইলেই সুখে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে।

শিষ্য। কিন্তু, প্রভো, সুস্থ থাকা কি আমার ইচ্ছাধীন?

গুরু। হাঁ তোমারই ইচ্ছাধীন। কিন্তু আগে ইচ্ছাকে আপনার অধীন করিতে হইবে।* ইচ্ছাকে আত্মাধীন করিতে পারিলে, যাহা স্ব তাহাতে নিরন্তর থাকিতে পারিবে অর্থাৎ সুস্থ থাকিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

শিষ্য। আজিও ত আমি, ইচ্ছাকে নিজের অধীন করিতে পারি নাই। সুতরাং সুস্থ থাকিবার জন্য জীবনে আমার নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য কি, তাহাই বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করুন।

গুরু। বৎস, বাল্যাবধি গুরুগণের নিকট কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথাই ত শ্রবণ করিয়াছ। পিতা মাতা ও শিক্ষকগণের নিকট যে সকল

---

* ইচ্ছাকে আপনার অধীন করা সাধনসাপেক্ষ। তাহা গুরু সন্নিধানে কার্য্যতঃ শিক্ষা করিতে হয়। এজন্য প্রবন্ধে নির্দ্দিষ্ট হইল না।

কর্ত্তব্য বিষয়ের উপদেশ পাইয়াছ, তদনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিও। প্রাচীন-পরম্পরা-প্রচলিত আচার পালন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য।† ছাত্র-জীবনে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যধারণ প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। সে কালে ছাত্রজীবনে ব্রতধারণ পূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিবার বিধি ছিল; এখন আর সে রীতি প্রায় দেখা যায় না। উহা অন্ততঃ প্রকারান্তরে সর্ব্বত্রই পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য।‡ মানব জীবন চারি আশ্রমে বিভক্ত।§ সেই চারি আশ্রম, যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চারি আশ্রমই গৃহস্থাশ্রমসম্ভূত। প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্যধারণ পূর্ব্বক জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইবে।¶ তাহার পর বিবাহিত হইয়া গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন

---

† "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এবচ।
তস্মাদস্মিন সদা যুক্তঃ নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥" (মনু ১।১০৮

‡ বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে, ছাত্রজীবনের ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা ও গুরুকুল-বাস-জনিত সুশিক্ষার পুনঃ প্রচলনের জন্য উপযুক্ত বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ঐরূপ বিদ্যামন্দিরের বহুল প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। ছাত্র-জীবনে পিতামাতা হইতে দূরে থাকিয়া সদ্‌গুরু-পরিচালিত হইলে, যে সুশিক্ষা হয়, তাহার ফল অতি মধুর ও মানব সমাজের পুষ্টির হেতুভূত।

§ "ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্থ প্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ॥" (মনু ৬।৮৭)

¶ "বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥
গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্য তথাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥
বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ॥"

করিতে হইবে। পরে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট পুত্রের উপর সংসারের ভার দিয়া, পরমার্থ চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পরমার্থ-তৎপর অবস্থায় ক্রমে আসক্তির নাশ হইলে, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন কর্ত্তব্য। এই সমুদয় বিষয় আর এক দিন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে ছাত্রজীবনে কিরূপ ভাবে থাকা উচিত তাহাই আলোচনা করা যাউক।

ছাত্রজীবন বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অতি পবিত্র অবস্থা। যখন শিশুর মনে কোনও চিন্তা প্রবেশ করে নাই—সাংসারিক ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি যখন তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করে নাই—সেই সময়ে, কিছু দিনের জন্য, তাহাকে সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, সংসারের কঠোরতার জন্য প্রস্তুত করাই, এই আশ্রমের প্রধান প্রয়োজন।

ব্রহ্মচারীর অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করা কর্ত্তব্য।* বস্তুতঃ, প্রাতরুত্থানের মত স্বাস্থ্যসাধন অতি অল্পই আছে। একটু চেষ্টা করিলেই প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ অভ্যাস করা যাইতে পারে। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র, নাসিকার কোন্ ছিদ্রে শ্বাস বহিতেছে লক্ষ্য করিবে এবং যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, সেই দিকের হস্ত মুখে বুলাইতে বুলাইতে, ভগবানকে স্মরণ পূর্ব্বক শয্যার উপর উপবেশন করিবে।

---

* সচরাচর চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, নিত্যকর্ত্তব্য সাধনের বিধি দেখা যায়। স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থে "ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত" এই নির্দেশ-বাক্য তাহার প্রমাণ। এবং যাহাতে ব্রহ্মচারী প্রাতরুত্থানে শিথিলযত্ন না হন, এই জন্য—

"তঞ্চেদভ্যুদিয়াৎ সূর্য্যঃ শয়ানং কামচারতঃ।
নিম্লোচেদ্বাপ্যবিজ্ঞানাজ্জপন্নুপবসেদ্দিনং ॥"

এই বিধান দৃষ্ট হয়।

শিষ্য। প্রভো, সর্ব্বদাই কি নাসিকার দুই ছিদ্রে শ্বাস বহে না?

গুরু। না, শ্বাস বহনের ক্রম আছে। সে কথা আর এক দিন আলোচনা করা যাইবে। আজ প্রস্তাবিত বিষয়ই শেষ করা যাউক।

শয্যায় উপবেশন সময়ে, কোনও একটি আসনবদ্ধ হইয়া বসিলে, নিদ্রাজনিত জড়তা সহজেই অপগত হইবে ও শরীরে বিশেষ স্ফূর্ত্তি বোধ হইবে।* এইরূপে বদ্ধপদ্মাসনে বসিতে পারিলেই ভাল হয় (চিত্র ১)।



(চিত্র ১) (চিত্র ২) (চিত্র ৩)

---

* আসন অভ্যাস করিলে, চিরজীবন সে অভ্যাস রাখা উচিত। ঐগুলি ব্যায়ামবিশেষ, সুতরাং উহা দ্বারা শারীরিক শক্তির বৃদ্ধি হয়, স্নায়ুমণ্ডল কার্য্যশীল থাকে। অভ্যাস বন্ধ করিলে, বাত প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক ১২।১৩ বৎসর বয়স হইতে ১৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বদ্ধপদ্মাসন অভ্যাস করিতেন। তখন তাঁহার শরীরে বিশেষ শক্তি ছিল এবং ৬।৭ বর্ষ তাঁহার কোনও পীড়াই হয় নাই। তারপর সে অভ্যাস ত্যাগ করায় তুন্দিল ও বাতগ্রস্থ হইয়াছেন। এজন্য তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, কেহ যেন ব্যায়ামশীল থাকিয়া অধিকবয়সে ব্যায়াম ত্যাগ না করেন। শুনিয়াছি, জগদ্বিখ্যাত বলশালী অধ্যাপক রামমূর্ত্তি নায়ডু এই সকল আসনাদি যথারীতি সাধন করিয়াই ঐরূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

এই আসন অভ্যাস করিলে দেহ রোগশূন্য হইবে।* যাহাদের হাত পা ছোট তাহাদের পক্ষে ঐ আসন সহজ নহে। তাহারা এইরূপে (চিত্র ২) মুক্তপদ্মাসন অথবা এইরূপে (চিত্র ৩) বীরাসনে উপবিষ্ট হইবে। উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিবে, তুমি সেই ভগবানের অভীষ্ট সাধনের জন্যই এ সংসারে আসিয়াছ। তাঁহার অভীষ্ট সাধন বই তোমার অন্য কার্য্য নাই। তিনি পিতা, মাতা, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু প্রভৃতি রূপে নিরন্তর তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার প্রতি তোমার অত্যধিক শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাঁহাকেই ভগবদ্ভাবে ধ্যান করিবে। দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে দীক্ষাগুরুকেই ঐরূপ ভাবনা করা কর্ত্তব্য। ঐ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাঁহার মূর্ত্তিতে মনস্থির করিতে যত্ন করিলে, ক্রমেই মনের একাগ্রতা বর্দ্ধিত হইবে। চিন্তা করিবে, ভগবান তোমার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ সংসারে যাহা কিছু করিতেছ বা করিবে, তাহা তাঁহারই প্রীতির জন্য। তোমার জীবনে, তাঁহার প্রীতিসাধন বই, অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই।

এই ছাত্রজীবনে অশন বসনাদির পরিপাট্য বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন নাই। তোমার গুরুগণ অপেক্ষা নিজের বেশ ভূষাদি উৎকৃষ্টতর করিতে যত্ন করিও না। তাই বলিয়া যে মলিন বেশে থাকিতে হইবে

---

* বদ্ধ পদ্মাসন সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তথা
দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিনা ধৃত্বা করভ্যাং দৃঢ়ম্।
অঙ্গুষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েৎ
এতদ্ব্যাধিবিনাশকারণপরং পদ্মাসনঞ্চোচ্যতে।"

অন্য আসনের প্রমাণ বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। স্বস্তিকাদি অনেক প্রকার আসন আছে।

তাহাও নয়। প্রত্যূষে স্নান অভ্যাস করা ভাল। কদাচ গুরুভোজন করিও না। অত্যাহার রোগের মূল।* প্রচুর কায়িক ও মানসিক শ্রম করিবে। যখন যে আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিবে, তাহাতেই একাগ্রচিত্ত হইবার চেষ্টা করিবে। মনের বিক্ষেপ—অর্থাৎ এক সময়ে মনে নানা চিন্তার স্থান দেওয়া, বড়ই দোষাবহ। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা আশ্রয় করিও না। স্বাধীন শব্দের অর্থ কি? স্ব+অধীন অর্থাৎ নিজের অধীন। ভাবিয়া দেখ, তোমার দেহ, মন, অহঙ্কার বা ইন্দ্রিয়গণের কেহই তুমি নও। তাহারা তোমার নিজত্ব হইতে অপর পদার্থ। সুতরাং তাহারাই পরপদবাচ্য। তাহাদের অধীন হইলে অর্থাৎ মনে যাহা আসে তাহা করিলে, অথবা দৈহিক স্বচ্ছন্দ বর্দ্ধনের জন্য নিয়ত ব্যাগ্র হইলে অথবা ইন্দ্রিয়নিচয়ের তৃপ্তিকর ব্যাপারের জন্য ব্যস্ত থাকিলে, নিশ্চয়ই তুমি পরাধীন। প্রকৃত স্বাধীন হইতে হইলে, অগ্রে স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, তাহার অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। সে কথা আর এক সময়ে বলিব। ছাত্র-জীবনে তুমি যদি গুরুজনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া নম্রতা ও সৎকার্য্যতৎপরতা আশ্রয় কর, তবেই তুমি স্বাধীন। বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানার্জ্জন ও গুরু-আনুগত্যই তোমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন—

"নোদিতো গুরুণা নিত্যমপ্রণোদিত এব বা।
কুর্য্যাদধ্যয়নে যোগমাচার্য্যস্য হিতেষু চ॥"

ভাবিয়া দেখ, যাঁহারা তোমার গুরুজন, তাঁহারা বহুদর্শনজনিত জ্ঞানে জ্ঞানী। তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলে, অনায়াসেই সেই জ্ঞানলাভে

---

* "অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যং চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ॥"
(মনু)

সমর্থ হইবে। এক্ষণে ছাত্রজীবনে কি কি অকর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। মনু বলিয়াছেন—

"বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধমাল্যং রসাং স্ত্রিয়ং।
শুক্তানি চৈব সর্ব্বানি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসণং॥
অভ্যঙ্গঞ্চাঞ্জনঞ্চাক্ষোরুপাঙ্কুত্রধারনং।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্॥
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ।
দ্যূতং চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতং॥
একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেত স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥"

উপরের শ্লোককয়টি, ছাত্রজীবনে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এজন্য আমি এই কয়টি পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলাম। তোমায় বলিতেছি শ্রবণ কর—

গুরুর আদেশে কিম্বা বিনাদেশে
সদা পাঠে রবে রত,
তাঁর হিতকর কার্য্য যে সকল
করিবে তাহা সতত।
মদ্য, মাংস আর গন্ধ, মাল্য, রস,
নারী সহ আলাপন,
শুক্ত নামে যত অতি অম্ল দ্রব
ত্যজহ করি' যতন।
তৈলাভ্যঙ্গ আর নয়নে অঞ্জন,
উপানৎ ছত্র আর,

কাম, ক্রোধ, লোভ, বাদ্য, গীত, নাট,
যত্নে কর পরিহার।
দ্যুতক্রীড়া আর বৃথা আলাপন,
পরনিন্দা, মিথ্যাবাণী,
কামিনী দর্শন কিম্বা পরশন
ত্যজ অকর্ত্তব্য জানি।
পরের পীড়ন করহ বর্জন,
একাকী কর শয়ন,
ছাত্রজীবনেতে রহ সাবধানে
না কর রেতঃ স্কন্দন।
কামবশে যেই, রেত নাশ করে,
ব্রত নাশ হয় তার,
আয়ুঃ, বল আর, স্মৃতিনাশ হয়
জ্ঞানলাভ হয় ভার।

বর্ত্তমান সময়ে অঞ্জন ধারণের রীতি নাই এবং সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তনে ছত্র পাদুকা ত্যাগও রীতিবিরুদ্ধ বোধ হইবে। অবশিষ্টগুলি যে ছাত্রজীবনে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। এতদ্ব্যতীত গুরুজনের বাক্য সর্ব্বদা পালনে যত্নবান থাকিবে। কোনও বিষয়ে কোনও সন্দেহ উপস্থিত হইলে, জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লইবে। প্রয়োজন হইলে বিচারও করিতে পার; কিন্তু যখনই নিঃসন্দেহে কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তখন হইতেই তদনুসারে প্রাণপণে কার্য্য করিবে। যদি আপাততঃ কষ্ট বোধও হয়, তথাপি অবহেলা করিও না। কারণ, যাহা আপাততঃ কষ্টকর হইলেও পরিণামে সুখকর, তাহাই ভাল। তুমি

যদি বালক হইতে তাহা হইলে বিনা বিচারেই গুরুজনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে বলিতাম। কারণ শৈশব ও কৌমারে তাহাই কর্ত্তব্য।

শিষ্য। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনি বলিলেন, গুরুকে ভগবান বোধে পূজা করিতে হইবে; ইহাতে কি ভগবানের কাছে অপরাধী হইতে হইবে না?

গুরু। বৎস, তোমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে শিক্ষিত হইয়াছ। ঐ তত্ত্ব তোমাদের নিকট অযৌক্তিক বোধ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে, তোমার ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান হইয়াছে?

শিষ্য। শৈশব হইতেই পড়িতেছি, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন।"

গুরু। তাহা হইলে, তুমি বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর বায়ুর মত নিরাকার অথচ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনুস্যূতভাবে বর্ত্তমান আছেন; কি বল?

শিষ্য। হাঁ সেইরূপ হওয়াই সম্ভব।

গুরু। আমাদের শাস্ত্রেও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে ঐরূপই বর্ণিত আছে। এখন স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ, তিনি তোমার আমার এবং বিশ্বের সমুদায় পদার্থেই এমন কি ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যেও অনুস্যূতভাবে বর্ত্তমান আছেন। বেশ স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ—তোমার আমার মধ্যে না থাকিলে—তাঁহার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকা ঘটে না। শুনিয়া রাখ এবং স্মরণ করিও যে, তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুতে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছেন, সুতরাং তোমার গুরুজনের মধ্যে তাঁহার সত্তার অসদ্ভাব নাই। সর্ব্বদেহে তিনিই দেহী। দেহ তাঁর পরিচ্ছদ মাত্র। সুতরাং গুরুদেহে তাঁহাকে চিন্তা করায় বিন্দুমাত্রও অপরাধ নাই। কালে সাধন-ফলে সর্ব্ব ঘটেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া, নিরন্তর আনন্দনীরে নিমজ্জিত

থাকিবে। কিন্তু এখন তোমার অধিকার অল্প—সাধনাবসর অল্প—এখন তাঁহাকে গুরুকেন্দ্রেই ভাবনা কর। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যায় বসিয়া ভাব যে, তোমার মস্তক মধ্যে একটি শুক্লবর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম রহিয়াছে, তাহার উপর তোমার অভীষ্ট ইষ্টদেব মহাদেব। তাঁহাকে কখনও দেখ নাই—কিন্তু তোমার গুরুদেবকে দেখিয়াছ। মনে কর, সেই মহাদেবই এই গুরুরূপে অবতীর্ণ—তিনি শিরস্থিত শ্বেতপদ্মে আসীন। তাঁহার দু'টি চক্ষু, দু'টি হাত, যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখ, সে মূর্ত্তিও সেইরূপই। সেই মূর্ত্তিতে যতক্ষণ পার মন স্থির রাখিতে চেষ্টা কর। প্রথম প্রথম অনেকক্ষণ পারিবে না—মন পুনঃ পুনঃ অন্যদিকে যাইবে—তুমিও যত্নপূর্ব্বক মনকে পুনঃ পুনঃ সেই চিন্তায় নিয়োজিত করিও।

তারপর ভাবিও তাঁহারই আদেশ পালন তোমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য।—ভাবিয়া দেখ, সমস্ত দিনে তোমায় কি করিতে হইবে। সেই কার্য্যগুলি তাঁহারই অভীষ্ট বোধে সুসম্পন্ন করিতে যত্ন কর। যদি কিছু ত্রুটি হয়, রাত্রে শয়নের সময়, আবার শয্যায় সেইরূপ স্থিরভাবে বসিয়া, নিজের সেই ত্রুটিগুলি তাঁহাকে জানাইয়া, হৃদয়ের ভার লাঘব করিও। তাঁহার কৃপায় তোমার শক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইবে।

বৎস, এই রহস্য সম্বন্ধে আর একদিন একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইবে। আজ যাহা আলোচনা করা যাইতেছে, সেই সম্বন্ধেই আর কিছু শ্রবণ কর———

সংযতভাবে পরিমিত আহার করা কর্ত্তব্য। অনর্থক লঙ্ঘন দিবে না। বিনা প্রয়োজনে উপবাস করিতে নাই। আহার্য্যের সারভাগ যথাক্রমে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি ও মজ্জার পুষ্টিসাধন পূর্ব্বক শুক্রধাতুতে পরিণত হয়। শুক্রধাতুর পরিণতিতে ওজঃ পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই ওজঃই শরীরের ধারক এবং বুদ্ধি, স্মৃতি ও

সত্ত্বাদির বৰ্দ্ধক জানিবে। এই জন্য ছাত্রজীবনে শুক্রধাতুর নাশকর কার্য্য হইতে বিরত থাকা একান্ত কৰ্ত্তব্য। পিতা মাতার কৰ্ত্তব্য— যাহাতে বালকগণ, ছাত্রজীবন সমাপ্তির পূর্ব্বে, কামবৰ্দ্ধক আলাপাদি দর্শন বা শ্রবণ করিতে না পায়। ছাত্রজীবন শেষ হইলে, তবে পুত্রের বিবাহ-সংস্কার করা কৰ্ত্তব্য। বৰ্ত্তমান সময়ে, ছাত্রগণ আপনাদের উন্নতি সাধনের জন্য যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তবে নিশ্চয়ই তাহার চিরজীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারিবে। ইতঃপূর্ব্বে মনুসংহিতার যে কয়টি শ্লোক ও তাহার বাঙ্গালা পদ্য বলিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া রাখিলে, তোমার ছাত্রজীবনে যাহা কৰ্ত্তব্য, তাহা স্মৃতিপথে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিবে। আজ এই পর্য্যন্ত থাক।

মনুষ্য কি পশুর অধম ?

শিষ্য। প্রভো, আমি আপনার উপদেশ মত, সেই দিন হ'তে বদ্ধ-পদ্মাসন অভ্যাস কর্‌চি।

গুরু। দেখ, বৎস, শুধু বদ্ধ-পদ্মাসন হ'লেই হ'বে না। বদ্ধ-পদ্মাসন দ্বারা ক্রমে শরীর রোগশূন্য হ'বে বটে, কিন্তু আরও কিছু চাই। আসন প্রভৃতি অভ্যাসে যে শরীর নিরোগ হয়, তা'র প্রমাণ, তুমি প্রত্যক্ষ ক'রেছ। তোমাদের পরিবার মধ্যে, একজন অষ্টমবর্ষ বয়স হ'তে তাঁর পিতার উপদেশ মত যোগাঙ্গ অভ্যাস কর্‌ছেন। তুমি গত চারি বৎসর তাঁ'কে দেখ্‌ছো, কোনও দিন বোধ হয় একটু সামান্য অসুখও হ'তে দেখ নাই। আমি কা'র কথা বল্‌ছি তা' বুঝ্‌তে পার্‌ছো না ? —যাঁর সাহায্যে তুমি আসন অভ্যাসে সমর্থ হয়েছ, তোমার সেই পত্নীর কথাই বল্‌ছি। তুমি এত অল্প বয়সে বিবাহিত হ'য়েছ, তা' আমি আগে বুঝ্‌তে পারি নাই। তুমি মনে কর্‌চো আমি এ সংবাদ পেলাম কোথায় ? দেখ, বৎস, যদিও তোমাদের বাটী এখান থেকে প্রায় দু' ক্রোশ হ'বে—যদিও আমার এই স্থূল দেহ তোমাদের গ্রামে কখনও প্রবেশ করে নাই—যদিও তোমার পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা অন্য কাহাকেও আমি কখনও চর্ম্মচক্ষে দেখি নাই—তথাপি তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, প্রভৃতি সকলকেই আমি সূক্ষ্ম দেহে প্রত্যক্ষ করেছি। কিরূপে ? তা' বল্‌ছি। তোমায় কিছুই জিজ্ঞাসা কর্‌তে হ'বে না, স্থির হ'য়ে শ্রবণ কর।

আমাদের এই জড় দেহ, পরস্পর অনুস্যূত কয়েকটি আবরণ দ্বারা

গঠিত। সেই অনুস্যূত ভাবটি বোঝবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। যেন একটা বাটিতে কতকটা পরিষ্কার জল আছে, তা'তে কোন কিছুই মিশান নাই, তথাপি তা'তে তা'র উপাদানগুলি অবশ্যই পরস্পর অনুস্যূত ভাবে আছে। তুমি বল্‌তে যাচ্ছিলে, আক্সিজেন আর হাইড্রোজেন্ জলের উপাদান। বেশ, সেই কথাই ধর। আক্সিজেন্ আর হাইড্রোজেন্ যে অনুপাতে অনুস্যূতভাবে মিলিত হ'লে জল উৎপাদনের কারণ হয়; সেই অনুপাতে তাহা জলের প্রত্যেক সূক্ষ্মতম বিন্দুতেও বর্ত্তমান আছে। কি বল ?

শিষ্য। হাঁ।

গুরু। আমরা কিন্তু জলের উপাদান কারণ অন্যরূপ স্বীকার করি। ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতই, আর্য্য মনীষিগণের মতে ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় পদার্থের উপাদান কারণ। এখন এই পঞ্চভূত যে কি পদার্থ, তা বুঝাবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করবো। একটু ধীরভাবে শ্রবণ কর।

যত পদার্থ তুমি প্রত্যক্ষ ক'রেছ, সেই সমুদায়ে **শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ** এই পাঁচটিগুণ ব্যতীত আর কিছু পেয়েছ কি ? বেশ ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখো, এতদ্ব্যতিরিক্ত যদি কিছু দেখ্‌তে পাও, আমায় ব'লো। আপাততঃ যা' বলি তা' শোনো, যতক্ষণ না ভাল করে বুঝ্‌তে পার্‌বে, ততক্ষণ জিজ্ঞাসা কর্‌তে কুণ্ঠিত হ'য়ো না। তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জ্ঞানলাভের উপায়। **গন্ধতন্মাত্রাদি পঞ্চ তন্মাত্রই জগতের যাবতীয় পদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানভূত পঞ্চভূতের সূক্ষ্মতম অবস্থা।**

শিষ্য। তন্মাত্র কি ?

গুরু। তৎ-মাত্র অর্থাৎ যে উপাদান থাকাতে পদার্থমাত্রেই অল্পাধিক

গন্ধ আছে, তাহাই গন্ধতন্মাত্র বা ক্ষিতিতত্ত্ব। যাহা থাকাতে পদার্থমাত্রেই অল্পাধিক রস বর্ত্তমান আছে, তাহাই রস-তন্মাত্র বা অপতত্ত্ব। যে উপাদান রূপের হেতু, তাহাই রূপ-তন্মাত্র বা তেজস্তত্ত্ব। যাহা থাকাতে পদার্থমাত্রই স্পর্শগ্রাহ্য, তাহাই স্পর্শতন্মাত্র বা বায়ুতত্ত্ব। পদার্থমাত্রের শব্দোৎপাদিকা শক্তির উপাদানই ব্যোমতত্ত্ব বা শব্দতন্মাত্র। ইহাদের সত্ত্বা, জড়েন্দ্রিয়ের পূর্ণ-বিকাশ দ্বারা প্রত্যক্ষ হ'তে পারে।

শিষ্য। জড়েন্দ্রিয়ের পূর্ণ-বিকাশ কি ?

গুরু। যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য, তাহা সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পূর্ণরূপে সাধিত হবার শক্তি লাভের নাম, সেই ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ-বিকাশ।

শিষ্য। সে ত মানুষের বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে আপনা-আপনি হ'য়ে থাকে।

গুরু। তা' হয় না বাবা! তা'র প্রমাণস্বরূপ এই তুমিই আমার সম্মুখে রয়েছ। তোমার দর্শন-ইন্দ্রিয়ের যদি পূর্ণ-বিকাশ হ'তো, তা' হ'লে আজ তোমায় পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানাবিষ্কৃত কাচ-চক্ষুর সহায়তা গ্রহণ কর্‌তে হ'তো না। অন্য কোন্ ইন্দ্রিয়ের কি অবস্থা, তা'ও আমি প্রত্যক্ষ কর্‌ছি, কিন্তু সে কথা এখন বল্‌বো না। সে কথা সময়ান্তরে হবে। আমরা কথা-প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় হ'তে অনেক দূরে এ'সে পড়েছি। এখন শোনো, জলে যেমন সব উপাদানগুলি পরস্পর অনুস্যূতভাবে থেকে জলের হেতু হয়েছে; সেইরূপ ঐ উপাদানপঞ্চই পরস্পর অনুস্যূতভাবে বর্ত্তমান থেকে, তোমার স্থূল দেহের হেতু হ'য়েছে। এতদ্ব্যতীত আরও কিছু এই জলে ও তোমাতে আমাতে এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থে বর্ত্তমান আছে। সে কথাও আর একদিন হ'বে। এখন শোনো, তারপর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ-বিকাশ সাধন ক'রে, প্রত্যক্ষ ক'রো।

আমাদের দেহ যে পরস্পর অনুস্যূত আবরণ বা কোষসমষ্টি, এ কথাটা আপাততঃ শোনাই থাক্। সকল বিষয়ইত আর প্রত্যক্ষ ক'রে বিশ্বাস কর নাই। তাজমহল আছে, এ কথা শুনে আর ছবি দেখেই ত বিশ্বাস ক'রেছ,—কেন না যাঁ'রা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁ'রাই ও সব লিখেছেন। তেমনি আমিও যে সব কথা বল্‌ছি, সে সব কথা আর্য্য মনীষিগণ প্রত্যক্ষ ক'রে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি তাঁ'দের আদিষ্ট উপায়ে ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি ক'রে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করেছি। আর সমুদয়ও প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌বো বিশ্বাস করি। তুমিও চেষ্টা কর্‌লে পার। জগতের সকলেই পারে। যা' দেখ্‌তে পাওনি বা বুঝিতে পার না, তা' ভুল মনে না করে, দেখ্‌বার বোঝ্‌বার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। হ'তে পারে না এ কথা বলো না। উপযুক্ত গুরুর কাছে উপায় জেনে, যত্ন ক'রে দেখো, বুঝ্‌তে পার্‌বে, হয় কি না?

এখন শোনো—আমাদের সেই আবরণগুলির মধ্যে স্থূলাবরণের শক্তি অতি অল্প এবং জড় প্রতিবন্ধকে তা' অবরুদ্ধ এবং সহজে নষ্টও হ'য়ে যেতে পারে। যেমন চক্ষু,—এই দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তির যতই পূর্ণতা সাধিত হোক না কেন, অনন্ত আকাশের অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখ্‌বার ক্ষমতা হ'তে পারে না। কিন্তু অপর কোষসমূহে তত্তৎ ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশে ঐ শক্তির অনন্ত বিকাশ অসম্ভব নয়। প্রমাণ আমার সূক্ষ্ম দেহে কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, তোমার অপেক্ষা কিছু বেশী হ'য়েছে, তা'রই ফলে, আমি সেই সূক্ষ্ম দেহ আশ্রয় ক'রে দূরস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারি এবং তা'দের মনোভাবও অবগত হ'তে পারি। প্রমাণ চাও?—শোনো। গত শুক্রবারের কথা স্মরণ কর্‌তে পার্‌বে কি?

শিষ্য। গত শুক্রবারের কখন?

গুরু। যখন রাত্রি শেষে তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়,—তারপর—যখন

তোমার শয়ন-কক্ষের ঘড়িটিতে দু'টা বাজে, তখন থেকে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত।

শিষ্য। স্মরণ আছে।

গুরু। তুমি কয়দিন এখানে এসোনি ব'লে, ঐ দিন নিশীথ-সাধনান্তে, তোমার কথা স্মরণ হয়। তখনই আমি সূক্ষ্ম দেহে তোমার শয্যার পার্শ্বে উপনীত হ'লাম। দেখ্লাম—তুমি ও তোমার পত্নী শয়ন ক'রে রয়েছ। তখন যদিও আলো ছিল না, কিন্তু, সূক্ষ্ম দেহের দর্শন-ক্রিয়ায় আলোকের অপেক্ষা রাখে না। আমি আগে তোমাকে অবিবাহিত ব'লেই মনে কর্‌তাম। এখন দেখ্লাম স্বতরাং—তোমার পিতৃদেব তোমাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় বিবাহিত করেছেন। তা'রই বিষময় ফলস্বরূপ তুমি এই অল্প বয়সে চারি বৎসর পত্নীসহবাস দ্বারা নিজের স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি নাশ কর্‌ছো। সে কথা ভেবে আমার বড়ই কষ্ট হ'লো। ভাবলাম, **ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য ধারণ ক'রে শিক্ষা সমাপন কর্‌তে হয়** এ শাস্ত্রবাক্য ভুলে বঙ্গীয় হিন্দুসন্তানেরা দেশের কি দুর্দ্দশাই ঘটিয়েছে! এমন সময়, তোমার পত্নী তোমায় একটি কথা বল্‌লেন, কথাটি বড় মধুর—বড় সার-গর্ভ। তিনি বল্লেন, "মিছি মিছি এ সব আমোদে কি হয়?" ভাবলাম, এ দেবী কে? অমনই বুঝ্‌তে পার্‌লাম, আমার সতীর্থ মহেন্দ্রনাথের কন্যা। অমনই মহেন্দ্রনাথকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হলো। দেখ্লাম, তিনি আত্মানন্দে বিভোর হয়ে যোগাসনে আসীন। আবার তোমাদের দিকে দৃষ্টি কর্‌লাম। তখন তোমার পত্নী বল্‌লেন, আজ আসন অভ্যাস কর্‌বে না?—দু'টো ত অনেকক্ষণ বেজে গেছে, বোধ হয় তিনটে বাজে। তুমি 'হাঁ উঠচি' ব'লে উঠে বস্‌লে। তিনি তোমার চরণ-ধূলি নিয়ে, বদ্ধপদ্মাসনে ব'সে, তোমারই মূর্ত্তি চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

শিষ্য। আমার মূর্ত্তি ?

গুরু। হাঁ। স্ত্রীলোকের যে স্বামীকে নারায়ণের সহিত অভিন্ন-বোধে চিন্তা কর্ত্তব্য, এ কথা তিনি তাঁ'র পিতার নিকট শিখে, এই সাধনায় বিশেষ পরিপক্ব হয়েছেন। দেখ্‌লাম, তুমি কতবার ঘর থেকে বাইরে গেলে—আলো জ্বাল্‌লে—বিছানার উপর বসে, কতবার বদ্ধপদ্মাসনে বস্‌বার চেষ্টা দেখ্‌লে, কিন্তু তিনি প্রায় আড়াইটে থেকে সাড়ে চারটে পর্য্যন্ত বদ্ধপদ্মাসনে। নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপশিখার ন্যায় নিশ্চল হ'য়ে একতানমনে পতি-নারায়ণ ধ্যানে মগ্ন রহিলেন; আর আমি, মায়ের অবোধ সন্তান, নিশ্চল হ'য়ে, লীলাময়ীর লীলা দেখ্‌তে লাগলাম। আর মনে মনে চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লাম—মা, আনন্দময়ী, মা গো, আবার কতদিনে বঙ্গের ঘরে ঘরে, এমনি দেবী মূর্ত্তিতে বিরাজ কর্‌বে মা ? যাবো বাবা, তোদের বাড়ীতে একদিন যাবো, এ দেবী মূর্ত্তিটি চর্ম্মচক্ষে দেখে চক্ষু সার্থক করবো। বহুদিন মায়ের এমন মূর্ত্তি দেখি নাই। ও কথা থাক।

এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে কি বাবা—'হয়', একজন মানুষে যা' কর্‌তে পারে, তা' আর একজন পার্‌বে না কেন ? এখন তোমাকে একটি কথা বলি, তোমাকে একটি কদভ্যাস ত্যাগ কর্‌তে হ'বে, নইলে এ দুর্ল্লভ মানব জন্ম ধারণ করা বৃথা হ'বে। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চারি দিকে চেয়ে দেখ, বাবা, সামান্য কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষীরাও বিনা প্রয়োজনে নারীসহবাস ক'রে না। প্রয়োজন, জীব-প্রবাহ রক্ষা। মানুষ হ'য়ে, তুমি কেন পশুর অধম হ'বে বাবা ? বাবা, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়েছ, জীবনের অপব্যবহার ক'রো না। শরীর পোষণের ক্রম সে দিন বলেছি। চরম ধাতু অপচয়ের ফলে, ক্রমে ক্রমে এক একটি রোগ এসে আক্রমণ কর্‌ছে—হয়ত সে নিরপরাধিনী বালিকাটির দেহও ভগ্ন ও রুগ্ন হবে।

এই বেলা সাবধান হও। যা' বল্‌ছি তা' করা সহজ নয় সত্য; কিন্তু একেবারে অসম্ভবও নয়। আজ আর বেশীক্ষণ কথোপকথনের সময় নাই, আমায় কার্য্যান্তরে যেতে হবে। শীঘ্র এসো, কি কর্ত্তব্য, বিচার করা যাবে। এখন তোমার পরীক্ষার সময় নিকট হয়ে এসেছে সত্য; কিন্তু, তুমি যে ভাবে জীবন ক্ষেপন করছো, তা'তে পরীক্ষায় সুফল লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। এখন মনকে কেবল স্বীয় কর্ত্তব্যেই নিয়োজিত রাখা উচিত। কারণ, এখন জ্ঞানার্জ্জনের সময়, এখন সংসার-সুখ-স্পৃহা ত্যাগ করে, কায়-মন জ্ঞানার্জ্জনে নিয়োজিত রাখ্‌তে হ'বে। আজ যা' বললাম, যদি তা'র কোনও অংশ বুঝ্‌তে না পেরে থাকো, জিজ্ঞাসা ক'রো, মীমাংসা করা যা'বে। তোমার পত্নী তোমার সহায় আছেন, সুতরাং তোমার মঙ্গল হ'বে, সন্দেহ নাই।

শিষ্য। তবে এখন আসি, প্রণাম।

গুরুজনের প্রতি ব্যবহার

প্রথম অধ্যায়

বহুদিন পরে প্রিয় শিষ্যকে দেখিয়া গুরু বলিলেন, "বৎস, অনেক দিনের পরে তোমাকে আবার দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। তুমি যে আমার কথামত, এতদিন কায়মনে পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছ, ইহাও অতি আনন্দের বিষয়। খুব সম্ভব এবার তুমি, শ্রীগুরু-দেবের কৃপায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় কোনও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করিতেছি না। বিবাহিত অবস্থায় বিদ্যার্জ্জন একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। একেবারে যে হয় না, এমন বলিতেছি না, কিন্তু সেরূপ ঘটনা অতি বিরল। ছাত্রজীবন আর গার্হস্থ্য-জীবন দু'টি স্বতন্ত্র অবস্থা কি না? আমাদের চক্ষে উভয়ের একত্র সম্মিলন যেন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। যাই হৌক তোমার পিতৃদেবের অভিপ্রায় কি? এল, এ, বি, এ, পড়াইবেন? না, এই বেলা চাকরী বাকরী করিবার পরামর্শ দিতেছেন?"

শিষ্য বলিলেন, "বাবার ইচ্ছা চাকুরী করা। তিনি বলেন 'আর কেন? ক্রমেই চাকুরীর বাজার যেরূপ হইতেছে, ললিত এই সময় হইতেই আমার সঙ্গে আফিসে চলুক,' মা আমাকে এই কথা বলিলেন। আমি কিন্তু কিছুই বলি নাই। আমার ইচ্ছা যদি পাশ হই, তাহা হইলে অন্তত এল, এ-টা পড়ি।"

গুরু। যদি পাশ হইয়া এল, এ, পড় তাহাতে ফল কি? হয়ত

উত্তীর্ণই হইতে পারিবে না। কেন জান?—যখন বিবাহিত হইয়াছ, তখন একটু একটু সংসার-চিন্তা যে না আসিয়াছে এমন নয়। বধূমাতার সামান্য সামান্য অভাব দূর করিবার জন্য তোমার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেজন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা তুমি নিশ্চয়ই পিতা মাতার কাছে চাহিতে পার না। কাজেই তোমার নিজের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া, তাঁহারা তোমাকে জলখাবার প্রভৃতির জন্য যে অর্থ দেন তাহা হইতেই ঐ অভাব দূর করিতে চেষ্টা কর। এই যে অর্থাভাব-জনিত চিন্তা এটা বড় সহজ শত্রু নয়। ইহা মানুষের হৃদয় অধিকার করিয়া বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলে। ছাত্রজীবনে সে চিন্তা উদয় হইলে, পাঠ স্মরণ রাখা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। কারণ পড়িবার সময়ে এই সকল চিন্তা মনকে বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া পাঠে যথোচিত মনঃসংযোগের অভাব ঘটে। এইজন্য আমিও বলি, বিদ্যালয়ে আর না গিয়া অর্থার্জ্জনে যত্নবান হওয়াই উচিত। সংসারী লোকের ছাত্রজীবন বিড়ম্বনা বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাদের জ্ঞানার্জ্জন অসম্ভব, এমন মনে করিও না। জ্ঞানস্পৃহা থাকিলে জ্ঞানার্জ্জন অতি সহজ ব্যাপার। যদি তুমি কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা স্বীকার কর, তাহা হইলে, এল, এ, বি, এ, পরীক্ষা দেওয়াও অসম্ভব নয়। যদি সে সুযোগ না ঘটে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এল, এ, পরীক্ষা দেওয়া, আর জ্ঞানার্জ্জন করা, দু'টি স্বতন্ত্র ব্যাপার। সনাতন ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইলে জ্ঞান অতি সুলভ পদার্থ। আর যদি জড় বিজ্ঞানাদি শিখিবার স্পৃহা থাকে, তাহাও অসাধ্য নয়। তাই বলি, তোমার পিতার পরামর্শই ভাল। তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতে, যদি তুমি উপার্জ্জনক্ষম হইতে পার, তবে সে তোমার পক্ষে সুবিধার বিষয়। তাঁহার অবর্ত্তমানে সংসার পরিচালনের জন্য অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। ইতিমধ্যে আমি তোমার শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আজ তাঁহার

গ্র: ৪৪২
Acc ১৯৯৭৬
০৫|০৭|২০০৬

এখানে আত্মীয়ার কথা আছে। তোমার পিতা বাটীতে আছেন কি?

ললিত। হাঁ আছেন।

গুরু। তবে চল, সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করা যাক্। কি বল?

ললিত। আপনার যেরূপ অভিরুচি।

গুরু। বৎস, মনঃক্ষুণ্ণ হইও না। কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করা, নিশ্চয়ই জ্ঞানার্জ্জন নহে। যাহা পাঠ করিলে—যাহা শিক্ষা করিলে,—তাহা যদি প্রয়োজন সময়ে প্রয়োগ করিতে না পার, তবে ভারবাহী বলীবর্দ্দের ন্যায় স্বেচ্ছায় কতকগুলি গুরুভার স্কন্ধে করিবার প্রয়োজন কি? অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাই, আমাদের দেশের বিদ্যাশিক্ষা কেবল ভুলিবার জন্য। গণিত বল, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ইতিহাস বল, বিদ্যালয় ছাড়িবার পর ক্রমে সমুদয় বিষয়ই কষ্টার্জ্জিত অন্নের সঙ্গে পরিপাক হইয়া যায়। তাই বলিলাম যে, আমাদের দেশের বিদ্যাশিক্ষা ভুলিবার জন্য। এটা কি একটা বিড়ম্বনা নয়?"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় ললিতমোহনের শ্বশুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, ললিত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন।

নমস্কার প্রতিনমস্কারাদি যথারীতি শেষ হইলে, মহেন্দ্রনাথ উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাই, অচ্যুতানন্দ, তুমি ত শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সর্ব্ব-সঙ্গ বিনির্মুক্ত হয়েছ, তবে পুণ্য তীর্থগুলির কোনওটিতে বাস না করিয়া এরূপ স্থানে রহিয়াছ কেন?"

অচ্যুতানন্দ। দাদা, এ কথা আমিও ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি। আমি যে সর্ব্ব-সঙ্গ-বিনির্মুক্ত তাহার কোনও প্রমাণ

নাই, বিপরীত অবস্থার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু, আপনি যে নিরন্তর আত্মানন্দে বিভোর! তা সে কথা যাউক। এই যে বালকটি একে আপনারা এত অল্প বয়সে সংসারী করিলেন কেন?

মহেন্দ্র। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল! আপনার চরণাশ্রয় করিবার জন্য যে এ বালক ব্যাগ্র হইয়াছে, ইহাও তাহার কর্ম্মফল। এখন একে পথ দেখাইয়া লইয়া চলুন।

অচ্যুতানন্দ। এঁর পিতার ইচ্ছা ইনি এখন হইতে অর্থ উপার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন। আপনি সে বিষয়ে কি পরামর্শ দেন?

মহেন্দ্র। বাবাজী যখন সংসারী হইয়াছেন তখন অর্থ-উপার্জ্জন করা চাই বইকি। কিন্তু পার্থিব ধনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যধন অর্জ্জনেও মনঃ প্রাণ নিয়োগ করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমি আর অধিক কি বলিব। মানবের পক্ষে পিতামাতার আদেশ অবিচার্য্য।

অচ্যুতানন্দ। বিচার করিবার স্থল কি একেবারেই নাই? যদি তাঁহারা না বুঝিয়া অন্যায় আদেশ করেন?

মহেন্দ্র। সেরূপ হওয়া অসম্ভব। আপাততঃ আমার চক্ষে অন্যায় বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু গুরুজনের যে ভ্রমপ্রমাদ হইতে পারে একথা লঘুজনের মনে উদয় হওয়াও কর্ত্তব্য নয়। মনে করিতে হইবে, তাঁহাদের জন্যই আমরা আছি।—আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী জনগণের নিকট এই কথার উদাহরণের অভাব নাই। ভগবদবতার পরশুরাম, পিতার আদেশে স্বীয় গর্ভধারিণীর মস্তক ছেদন করিয়া ছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, বিমাতার বাক্যে স্বীয় প্রাপ্য রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া জটা, বল্কল ধারণ পূর্ব্বক অরণ্যাশ্রয় করিয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা শিখি যে, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের আদেশ বিনা বিচারে পালন করিতে হইবে। কেবল এক বিষয়ে তাঁহাদের মতের

প্রতিকূল ব্যবহার করিবার বিধি শাস্ত্রে দেখা যায়। তাঁহারা যদি পরমার্থ সাধনের প্রতিকূল হন, কেবল তখনই তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াও সেই পরমগুরুর অনুগত হইতে হইবে। ভক্তশিরোমণি প্রহ্লাদ, পিতা এবং গুরুগণের আদেশ উপেক্ষা করিয়া, ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, যখন বুঝিতেছি যে, শ্রীমান ললিত বাবাজীর জন্যই আপনার এ প্রশ্ন, তখন একটু বিস্তৃত ভাবেই এ কথা বলি।

এ জগতে **প্রেমই পরম পদার্থ। তিনি প্রেমময়!** তাঁহাকে পাইতে হইলে প্রেমের সাধনা চাই। তাহা কিরূপে করিতে হইবে, সে কথা আপনি বাবাজীকে বুঝাইবেন—কারণ অধিকারী ব্যতীত অন্যকে সে কথা নিষিদ্ধ। বাবাজীর আজিও তাহাতে অধিকার হয় নাই। বাবাজীর মনে এক অপূর্ব্ব চিন্তা-স্রোত চলিতেছে। আমি তাঁহাকে প্রেম-সাধনার অনধিকারী বলিয়াছি বলিয়া তিনি দুঃখিত হইতেছেন। কিন্তু তিনি প্রেম বলিতে যাহা বুঝেন—**প্রেম** যদি তাহাই হইত তাহা হইলে তাঁহার সমক্ষে সে কথা উচ্চারণও করিতে পারিতাম না। **প্রেম মহাযজ্ঞ—প্রেম নিষ্কাম কর্ম্মের নামান্তর।** প্রেম ভগবানে আত্মসমর্পণ—প্রেমের চরম অবস্থাই অদ্বৈত ভাব। ও কথা এখন থাক্। যদি কখনও আপনি দেখেন যে, বাবাজীর সে পরম পদার্থ লাভের অধিকার হইয়াছে তাহা হইলে যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় তাহা করিবেন।

সেই **প্রেম সাধনার** প্রথম সোপান—বিনাবিচারে গুরুজনের আজ্ঞা পালন। আজকাল বিদ্যালয়ে যে ড্রিল শিখান হয়, তাহা ঐ প্রথম সোপানে আরোহণের একটি ক্ষুদ্র আয়োজন। আমাদের শাস্ত্রকারগণ গুরুগণকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—আচার্য্যই পরমাত্মা—পিতা হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি, মাতা

স্বরূপ। ভ্রাতা নিজেরই অপর-স্বরূপ।* অন্যত্র বলিয়াছেন, দশজন উপাধ্যায় হইতে আচার্য্য-গৌরবযুক্ত; একশত আচার্য্য অপেক্ষা পিতা মাননীয় এবং পিতা অপেক্ষা জননী সহস্রগুণে মাননীয়া।† এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এখন বাবাজী জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আচার্য্য আর উপাধ্যায় শব্দের পার্থক্য কি? সুতরাং সে কথা বলা উচিত। যিনি শিষ্যের উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন করিয়া কল্প ও রহস্য সমেত বেদ অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন তিনিই আচার্য্যপদবাচ্য।‡ বেদের এক দেশ বা বেদাঙ্গ-সমূহের কোনটি যিনি জীবিকার জন্য শিক্ষা দিয়া থাকেন, তিনিই উপাধ্যায়।§ যিনি জন্মদান বা অন্নদান করেন তিনি পিতা (গুরু)।‡ আচার্য্য, পিতা, মাতা, অগ্রজভ্রাতা, ইঁহারা উৎপীড়ন করিলেও, ইঁহাদিগের অপমান করিবে না। অজ্ঞানীলোকে যদি ক'রে কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির (ব্রাহ্মণের) এরূপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।‖ ভাবিয়া দেখ দেখি এই পিতা-

---

* "আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা স্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ॥"

† "উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৄন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥"

‡ "উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
স-কল্পং স-রহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষ্যতে॥"

§ "একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোহধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থং উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥"

‡ "নিষেকদীনি কর্ম্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে॥"

‖ "আচার্য্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্ব্বজঃ।
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ॥"

মাতা আমাদের উৎপত্তির সময় হইতে কতই কষ্ট সহ্য করিতেছেন। তাঁহাদের এই যে ঋণ, এ কি অনন্ত জীবনেও কেহ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে ?* অতএব বৎস, এই সমুদায় গুরুগণের নিরন্তর শুশ্রূষা করা ও তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।† ইহা-দ্বারাই সর্ব্ববিধ তপস্যার ফল লব্ধ হইয়া থাকে। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণে একটি উপন্যাস আছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর।—

"কোনও দেশে তপোদেব নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কৃতবোধ, পিতামাতার বিনা অনুমতিতে তপস্যায় গমন করেন। তিনি অনেক কঠোর তপস্যার পর সিদ্ধিলাভ করিলে, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া পর্য্যটন-ব্রত অবলম্বন করিলেন।

একদা এক বক আকাশে বিচরণ করিতে করিতে দৈবাৎ তাঁহার মস্তকে পুরীষ ত্যাগ করে। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে ভস্ম হইয়া যায়। অনন্তর তিনি সরস্বতীতে স্নান করিয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। সেই সময়ে গৃহ-

---

* "যৎ মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥"

† তযোর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে ॥
তেষাং ত্রয়ানাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে।
ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ ॥
ত এব হি ত্রয়ো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমা।
ত এব হি ত্রয়ো বেদাস্ত এবোক্তা স্ত্রয়োগ্নয়ঃ
পিতা বৈ গার্হপত্যোঽগ্নির্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী ॥"

স্বামী নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র, পিতার পদসেবা করিতে ছিলেন। কৃতবোধ 'আমি অতিথি' বলিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলেও সেই ব্রাহ্মণ-কুমার তাঁহার অভ্যর্থনাদি কিছুই করিলেন না। তদ্দর্শনে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'আমি অতিথি, তথাপি তুমি আমার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে না, অতএব আমি তোমাকে অভিশাপ দিব।'

ব্রাহ্মণতনয় বলিলেন, 'তাপসশ্রেষ্ঠ, আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। ভাবিয়া দেখুন এ গৃহ আমার নহে, এবং আমিও গৃহস্থ নহি। গৃহস্বামী আমার পিতৃদেব, এখন নিদ্রিত। তাঁহার অনুমতি পাইলেই আমি যথাশক্তি আপনার পরিচর্য্যা করিব। একটু অপেক্ষা করুন, আমাকে আমার কর্ত্তব্য সাধনে বাধা দিবেন না। আপনার অভিশাপে আমার কিছুই হইতে পারে না, কারণ আমি বক নহি যে কোপ দৃষ্টিতে ভস্ম করিবেন। সে অজ্ঞানতঃ অপরাধ করিয়াছিল, তাই তা'রে ভস্ম করিতে পারিয়াছিলেন। আমার কোনও অপরাধ নাই, সুতরাং আপনার কোপ-দৃষ্টিতে আমার ভস্ম হইবার সম্ভাবনা নাই।'

কৃতবোধ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন, 'আমি যে বককে ভস্ম করিয়াছি, তাহা তোমাকে কে বলিল?' ব্রাহ্মণ-কুমার বলিলেন, 'আপনি বারাণসীতে তুলাধার ব্যাধের নিকট গমন করিলে, তিনিই আপনাকে এ কথার উত্তর দিবেন। আপাততঃ একটু অপেক্ষা করুন। পিতৃদেবের নিদ্রাভঙ্গের সময় হইয়াছে। তিনি জাগ্রত হইলে আপনার যথোচিত সৎকার করিবেন, সন্দেহ নাই।' কৃতবোধ অপেক্ষা করিলেন। পরে সেই ব্রাহ্মণগৃহে সেবা গ্রহণ পূর্ব্বক বারাণসীধামে গমন করিলেন।

বারাণসীধামে তুলাধার মাংস-বিক্রয়ে নিযুক্ত; এমন সময় কৃতবোধ সেইস্থানে উপনীত হইলেন। ব্যাধ তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া নিজ

কার্য্যে পূর্ব্বাহ্ন অতিবাহিত করিল। মাংস-বিক্রয়-কার্য্য সে দিনের মত শেষ হইলে, ব্যাধ কৃতবোধকে সঙ্গে লইয়া আপনাদের বাটীতে উপস্থিত হইল এবং বলিল, 'ব্রাহ্মণ, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এই গৃহস্বামী আমার পিতৃদেবের অনুমতি লইয়া আপনার সেবার সুব্যবস্থা করিতেছি।' এই বলিয়া বাটীর মধ্যে গমন পূর্ব্বক পিতাকে অতিথির আগমন সংবাদ প্রদান করিল এবং তাঁহার আদেশে অতিথিকে আসন এবং পদধৌত করিবার জল প্রদান পূর্ব্বক পিতৃমাতৃসেবায় নিযুক্ত হইল।

তাঁহাদের সেবা সম্পন্ন হইলে, ব্যাধ একান্তে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথোপকথন-প্রসঙ্গে বলিল, 'পিতৃমাতৃসেবারূপ তপস্যার ফলে আমার এবং সেই ব্রাহ্মণ-কুমারের সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। পরম যোগিগণ কঠোর সাধনা দ্বারা যে সমুদায় শক্তি লাভ করেন, আমাদের নিকট সে সকল শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বোধ হয়। শক্তিগণ স্বেচ্ছায় আমাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে বটে, কিন্তু আমরা তাহাদের কোনও প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। দ্বিজবর, আপনার পিতামাতা গৃহে কাতর হইয়া রোদন করিতেছেন, আর আপনি তপস্যাদ্বারা অলৌকিক শক্তি লাভের জন্য ব্যস্ত। শক্তিতে কি হইবে? উহারা স্বর্গগমনেরও অন্তরায়। কিন্তু পিতামাতার আশীর্ব্বাদ মানবকে অনায়াসে সেই পরমপদ প্রদান করিয়া থাকে।"

ব্যাধের সেই বাক্যে কৃতবোধ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃমাতৃসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতাদিতে জাজলি প্রভৃতির উপাখ্যানেও এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, 'পিতৃমাতৃসেবাদ্বারা এ সকল শক্তি আসে কোথা হইতে?' পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া সেবা করা কম সাধনা মনে করিও না। বস্তুতই গুরুগণ যে এ

মর্ত্ত্যধামে জীবন্ত দেবতা সে পক্ষে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥"

তাই বলিতেছেন—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ গুরুং॥"

সুতরাং গুরুজনকে নিঃসংশয়ে ভগবদ্বোধে পূজা করিতে পার।

অচ্যুতানন্দ। দাদা, পিতা মাতা এবং অন্যান্য গুরুজন যে সাক্ষাৎ ভগবদবতার সেই সম্বন্ধে প্রমাণ দিয়ে ললিতকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন। কেন না এরা ইংরেজীপড়া পণ্ডিত, সকল বিষয়ে তর্ক যুক্তি চায়।

মহেন্দ্র। আপাততঃ চল, বৈবাহিক মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিগে; তারপরে সে সব কথার আলোচনা করা যাবে।

তখন তিনজনে ললিতমোহনদের বাটীর দিকে চলিলেন।

গুরুজনের প্রতি ব্যবহার

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। ললিতমোহনের পিতা শ্রীযুক্ত আনন্দ-মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পল্লীস্থ বৃদ্ধগণের সহিত, আপনার চণ্ডীমণ্ডপে বিশ্রম্ভালাপে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে শ্রীমদচ্যুতানন্দ স্বামী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান ললিতমোহনের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন।

স্বামীজিকে দেখিবামাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং উপবিষ্ট আর আর সকলে সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। নমস্কার প্রতিনমস্কারাদিতে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। পরে সকলে উপবিষ্ট হইলে স্বামিজী মহেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "দাদা, এইবার বল। গুরুজন যে সাক্ষাৎ ভগবদবতার তাহার প্রমাণ কি ?

মহেন্দ্র। প্রমাণ শ্রুতিবাক্য। শ্রুতি সর্ব্বত্রই বলিতেছেন একমাত্র ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বের সমুদায়ই হইয়াছে। বিশ্বের সকল পদার্থই ব্রহ্মস্ফুলিঙ্গযোগে উৎপন্ন।

বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ বলিতেছেন—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং"

কঠ বলিতেছেন—

"একস্তথাসর্ব্বভূতান্তরাত্মারূপং রূপং
প্রতিরূপং বহিশ্চ।"

ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

অচ্যুতানন্দ। থাক্, দাদা, আর বলিতে হইবে না। এখন থেকে সমস্ত রাত্রি বলিলেও শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র হইতে যত উদ্ধার করিতে পার তাহা শেষ হইবে না। এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বচনে তোমার আমার সন্দেহ দূর হইলেও সকলের সন্দেহ তত সহজে দূর হইবার নয়। সেইজন্য বলিতেছি, যদি যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পার যে গুরুজনকে ভগবান মনে করায় কিছু দোষ নাই, তবেই সে কথা সকলের গ্রাহ্য হইবে।

মহেন্দ্র। ভগবানকে প্রায় সকল দেশেই জ্ঞানীগণ নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা একবাক্যেই বলিয়া থাকেন যে, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই আছেন। যদি আপনি স্বীকার করেন, তিনি একমেবা-দ্বিতীয়ম্, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি আর কিছুই নহে, কেবল সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্মের অপরা ত্রিশী শক্তির বিচিত্র রূপ ও নাম মাত্র। শক্তিমানকে পৃথক রাখিলে, শক্তি কি কোনও পদার্থ মধ্যে গণনীয় হয়? শক্তির স্বতন্ত্র সত্ত্বা কোথায়? শক্তিমানের সত্ত্বাই শক্তির সত্ত্বা। পরব্রহ্ম সত্ত্বাই জগৎ সত্ত্বা * * * সেই শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব হেতুই পরব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। সেই পরম সত্ত্বা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বায়ুর ন্যায় অনুস্যূত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং 'বিশ্বের তাবৎ পদার্থই তিনি' একথা স্বীকার করিবার কোনও আপত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং পিতামাতা শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু প্রভৃতি সর্ব্ব ঘটেই তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজা করা যাইতে পারে।

অচ্যুতানন্দ। তাহা হইলে শুধু গুরুজন কেন, গুরু লঘু সকলকেই ত ভগবান বলিয়া পূজা করিতে হয়।

মহেন্দ্র। তাহা পারিলে ভালই। স্থিরতা লাভ হইলে, জীবের সেই অবস্থাই আসিবে, তখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ বোধ হইবে। কিন্তু পিতামাতাদি বিশেষ বিশেষ ঘটে অনুগত হইলে বিশেষ তত্ত্ব অধিগত হয় বলিয়াই তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে পূজা করা কর্ত্তব্য। যেমন মনে করা যাউক সূর্য্যদেব জ্যোতি ও উত্তাপের আধার—আলোকের প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে। যদি শুধু আলোকের প্রয়োজন হয়, যেখানে তাঁহার জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়াছে সেই খানে গমন করিলেই আলোক প্রাপ্তি ঘটিবে, সন্দেহ নাই। একটি গৃহ ঘোর নীলবর্ণ কাচ-নির্ম্মিত। তাহার মধ্যে যদি থাকি, তাহা হইলে যে আলোক পাইব তাহা অতি স্নিগ্ধ বোধ হইবে বটে কিন্তু উজ্জ্বল বোধ হইবে না। পক্ষান্তরে শ্বেতবর্ণের কাচ দ্বারা আবরিত গৃহে ঐ সূর্য্যালোকই পরিষ্কার উজ্জ্বল অথচ তৃপ্তিকর বোধ হইবে। রক্তবর্ণ কাচ দ্বারা আবৃত গৃহে আলোক অসহ্য উজ্জ্বল বোধ হইবে। কিন্তু এই সকল বা অন্য কোনও গৃহে আলোক লব্ধ হইলেও প্রচুর উত্তাপ লাভের সম্ভাবনা নাই। প্রচুর উত্তাপ লাভের প্রয়োজন হইলে, যে গৃহে প্রচুর সূর্য্যকিরণ প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই গৃহের তদংশে মাত্র গমন করিতে হইবে। আবার প্রকৃষ্ট-রূপে সূর্য্যতেজ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইলে আতসী কাচের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐ কাচে সূর্য্যকে প্রতিবিম্বিত করিয়া নিকটস্থ করা চাই, তাহা হইলেই সেই তেজে অগ্নি উৎপাদন করা যাইবে ও প্রচুর উত্তাপ লাভ করা যাইবে সন্দেহ নাই।

সেই রূপ সেই পরমতত্ত্ব সর্ব্ব ঘটে থাকিলেও আধারের নির্ম্মলত্ব

হেতু কোন কোন ঘটে পূর্ণ বিকশিত থাকেন। তাহাই দীক্ষা-গুরু-ঘট। পিতা মাতা প্রভৃতি অন্যান্য গুরু-ঘটে আবরণের তারতম্য বশতঃ তাঁহার বিশেষ বিশেষ শক্তির কার্য্য মাত্র লক্ষ হয়। কোনও ঘটে স্নেহ দয়া বাৎসল্যাদি, কোনও ঘটে জ্ঞান, ক্রিয়া প্রভৃতি, কোনও ঘটে বা অন্যবিধ গুণ পাই। এবং সেই সেই গুণ বা শক্তির প্রয়োজন ঘটিলে তত্তৎ ঘটেরই আশ্রয় গ্রহণ করি। শৈশবে জীব পিতা মাতার উপাসনা দ্বারা তাঁহাদের স্নেহ, বাৎসল্যাদির ছায়ায় বাস করে। পরে শিক্ষাগুরুর ছায়ায় জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক দীক্ষাগুরুর চরণ ছায়ায় বাস করিতে করিতে তাঁহার সাহায্যে সেই পরম তত্ত্বকে হৃদয়রূপ আতসী কাচ দ্বারা অন্তর মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সর্ব্বশক্তির সহায়তা লাভ পূর্ব্বক, ক্রমে সর্ব্বশক্তি-মত্ত্বার অধিকারী হয় ও তাঁহার নিজজন রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

অচ্যুতানন্দ। দাদা, আপনি যাহা বলিলেন, বড়ই জটিল হইল। মনে করুন, আমরা সকলেইত পণ্ডিত নই যে, আপনার হিঁয়ালির অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া লইতে পারিব। দেখিয়াছি নীল, সবুজ, লাল, হলুদে, শাদা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লণ্ঠনে আলোকের উজ্জ্বলতার তারতম্য হয়। বুঝিলাম, সর্ব্ব ঘটে তিনি দেহীরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও আধারের মলিনতার তারতম্যে সকল ঘটে তাঁহার সত্ত্বা স্ফুটতর অনুভূত হয় না। তিনি প্রেমময়, তাঁহার সেই পরিপূর্ণ প্রেম অহরহ বিবিধ আধারে বিবিধ আকারে প্রকাশ হইতেছে। "সেই শক্তি পিতা মাতা, বন্ধু সখা, স্ত্রী পুত্র, দাস দাসী, শাস্তিদাতা ও পরিত্রাতা রূপে লীলাপর হইয়া—লীলা দেহরূপে কার্য্য করিতেছে।" সুতরাং সর্ব্বত্রই তাঁহার কৃপা, সর্ব্বত্রই

তাঁহার প্রেম পাই। কিন্তু অপনাপন অজ্ঞতার জন্য পাইয়াও চিনিতে পারি না। বুঝিলাম, উজ্জ্বল সাধকে তিনি পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া জীবের পরিত্রাতা হইয়া গুরুরূপে বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু হৃদয়রূপ আতসী কাচের সাহায্যে তাঁহাকে নিকটস্থ করি কিরূপে? আমাদের এ সংশয় একটু বিশদ রূপেই ভঞ্জন করুন।

মহেন্দ্রনাথ। দাদা, আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়। তথাপি আপনি যখন আদেশ করিতেছেন তখন সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য যথাশক্তি বুঝাইতে যত্ন করি। তারপর শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা। পণ্ডিতেরা আমাদের হৃদয়কে কাচের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। হৃদয়-দর্পণ কথা অনেকে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু এই দর্পণের উৎপত্তির ক্রম, যাহা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অবগত হইয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

শৈশবে জীবের হৃদয় নির্ম্মল কাচ স্বরূপ। যেমন সুনির্ম্মল কাচনির্ম্মিত গবাক্ষ দিয়া বাহির হইতে গৃহমধ্যস্থ সমুদয় দ্রব্য সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় ——সেইরূপ শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিলে শিশুর হৃদয় মধ্যেও কি আছে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাচ জ্ঞানরসে অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পারদে আচ্ছাদিত হইয়া একখানি সুন্দর দর্পণে পরিণত হয়—এবং ঐ দর্পণ দ্বারা জীবের অন্তর আবৃত হইয়া থাকে। সুতরাং তখন আর দৃষ্টি মাত্রই তাহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারা যায় না। সে দিকে চাহিলে দর্শকের নিজেরই ছবি সেই পরের হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হয়। তাই এ সংসারে মানব আত্মবৎ মন্যতে জগৎ—জগতের সকলকেই আপনার মত দেখে। সুতরাং যে স্বার্থপর সে জগতের সকলকেই স্বার্থপর মনে করে। যিনি সাধু তিনি সকলকেই ভাল মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু এই যে

হৃদয়-দর্পণ ইহা সর্ব্বদা একাবস্থায় থাকে না। কোনও অদৃষ্ট শক্তির বলে ইহা নিরন্তর সংসার-যন্ত্রে ঘর্ষিত হইতেছে। যে হৃদয়-দর্পণ জ্ঞানরসে রঞ্জিত, তাহা যখন ঐ ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, সেই সময়ে যাহার দর্পণ সে যদি চারিধার ঠিক রাখিয়া মধ্যভাগ ঘর্ষিত হইতে দেয় অর্থাৎ যে সকল পদার্থের প্রতি তাহার মমতা বুদ্ধি আছে সেই সকলের জন্য আপনাকে ঘর্ষিত হইতে দেয় তখন ঐ দর্পণের মধ্য ভাগ ক্ষীণ হওয়াতে সৎপদার্থের প্রকৃত ছবি প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু যিনি মমতা শূন্য হইয়া চারিদিক ঘর্ষিত হইতে দেন, তাঁহার দর্পণের মধ্যভাগ স্থূল থাকাতে উহা আতসী দর্পণ হয়। তাহাতে সৎ-পদার্থের যে ছবি প্রতিফলিত হয় তাহা প্রকৃত ছবি। উহাতে প্রকৃত পদার্থের সমুদায় গুণ অণুরূপে বর্ত্তমান থাকে।

কখনও কখনও জীবের হৃদয়, দর্পণে পরিণত না হইয়াই, ঘর্ষিত হইয়া ঐ উভয়বিধ কাচে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সেরূপ ঘটিলে যাহার হৃদয়ের মধ্যক্ষীণ, তাহার হৃদয় ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ থাকে, সে কেবল চারিধার উজ্জ্বল দেখে অর্থাৎ মমতার পদার্থ সমুদয় তাহার নিকট উজ্জ্বলবর্ণে প্রতিভাত হয়। সে কেবল আমার আমার করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করে। আর যে ভাগ্যবানের হৃদয় মধ্যপুষ্ট থাকে, তাহার হৃদয়ই আতসী কাচ—এরূপ আতসী শ্রীগুরুদেবের কৃপাবারিযোগে ঘর্ষিত হইয়াই উৎপন্ন হয়। সে কাচে জ্ঞান বা অজ্ঞান মলা নাই। তাহা বড় নির্ম্মল। প্রেমময়ের প্রেমরশ্মি তাঁহার পুণ্য ধাম হইতে সেই আতসীযোগে সেই ভাগ্যবানের অন্তর কন্দরে পতিত হইয়া সেই স্থানের পূর্ব্ব সঞ্চিত মলিনতারাশি দগ্ধ করিয়া, তাঁহার প্রকৃত ছবি প্রকটিত করেন। সে ভাগ্যবান সেই অপূর্ব্ব ভাগ্যোদয়ে কৃতার্থ হয়। নিজের হৃদয়খানি

তাঁহার দিকে ফিরাইয়া রাখিয়া, তাঁহার মোহন মূর্ত্তি নিরন্তর অন্তর মধ্যে দর্শন পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়। এইরূপ নির্ম্মল ঘটেই তাঁহার পূর্ণ বিকাশ। যে সকল ভাগ্যবান এইরূপ ঘটে শ্রীগুরুতত্ত্ব দর্শন করেন তাঁহাদের ভগবদ্দর্শন সহজ লভ্য। ইহাঁরাই যথার্থ পরপারের কাণ্ডারী।

অচ্যুতানন্দ। কৈ দাদা, আপনার কথা ত এখনও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা গেল না। হৃদয় কাচই হউক্, দর্পণই হউক, আর গবাক্ষই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। হৃদয়ের মধ্যে যে হৃদয়নাথ আছেন, যাঁহাকে শাস্ত্র অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং বলিয়াছেন, তিনিই যে জীবের প্রকৃত আমিত্ব তাহার কি প্রমাণ—কি যুক্তি দিবেন?

মহেন্দ্র। কি যুক্তি আর দিব দাদা! যে জিনিষ বাক্য মনের অগোচর, সেখানে যুক্তি তর্ক চলিবে কিরূপে। তিনি অনন্ত—সেই অনন্তের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে শক্তি বিকাশের নামই সৃষ্টি। "সৃষ্টিকে পৃথক বলিলে, পরব্রহ্মের অনন্তত্ব রক্ষা পায় না,—তাঁহাকে সান্ত ও পরিমিত করিয়া ফেলা হয়। কেন না সৃষ্টির স্বতন্ত্রত্ব, পরব্রহ্মের অনন্তত্বকে পরিচ্ছিন্ন ও নিভিন্ন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। বস্তুতঃ সৃষ্টি পরব্রহ্মের অনন্তত্বের অন্তর্গত বলিয়া—তাঁহার অনন্ত স্বরূপের মধ্যগত ও সত্তাসাপেক্ষ বলিয়া, তাঁহার অনন্তত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ও অপরিচ্ছিন্ন আছে। সুতরাং পরব্রহ্ম, সৃষ্টির সমস্ত পদার্থকে—সমস্ত নামরূপকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বকীয় বিরাট অঙ্গে অঙ্গীভূত ও ধারণ করিয়াই অনন্ত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি সকলকে লইয়া অনন্ত—তোমাকে ও আমাকে লইয়া অনন্ত—কাহাকেও ছাড়িয়া নহেন। * * * সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থই সেই অনন্তের মধ্য বিন্দু হইয়া—সেই অনন্ত মহাচক্রের নাভিদেশ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। যে কোনও ক্ষুদ্র বা

বৃহৎ পদার্থের প্রতি তোমার দৃষ্টি ও ভক্তি-বিশ্বাস কেন্দ্রীভূত, সেই খানেই সেই অখণ্ড অনন্ত পরব্রহ্ম—সেই **বিরাট পুরুষ** পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত ও দণ্ডায়মান ;—যে কোনও স্থলে তোমার প্রেম ভক্তি ও নির্ভর, এবং আস্থা ও বিশ্বাস নিপতিত, সেই কেন্দ্রেই তিনি স্বয়ং তোমার ভক্তিপূর্ণ পূজোপহার গ্রহণ করিবার জন্য—তোমাকে তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ ও বরাভয় দান করিবার জন্য বিরাজমান ;—খণ্ডিত ভাবে নহে—বিচ্ছিন্ন ভাবে নহে—পরীক্ষিত ভাবে নহে—কিন্তু **পূর্ণ-ভাবে**—সেই জন্য তুমি মাতা পিতা প্রভৃতি যে কোনও ঘটেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পার—মনে রাখিও "**পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং**।"

গুরুজনের প্রতি ব্যবহার

তৃতীয় অধ্যায়

অচ্যুতানন্দ। বুঝিলাম, সকলই তাই। ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপ তাঁহার পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু সে জ্ঞান ত সাধন সাপেক্ষ। সে জ্ঞান লাভ হইবার পূর্ব্বে ভক্তি শ্রদ্ধাতেই কি কাজ হইবে? না ভগবদ্বুদ্ধির একান্তই প্রয়োজন?

মহেন্দ্র। ভগবদ্বুদ্ধিই একান্ত প্রয়োজনীয়। তাহা হইলে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রগাঢ় হইবে। দোষানুসন্ধানে ইচ্ছা হইবে না। বিশ্বে যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহারই। যেমন ধনের প্রয়োজন হইলে লোকে ধনীরই শরণাগত হয়, তেমনই সকল ধনের ধনী যিনি তাঁহার শরণাগত হওয়াই অভীষ্ট লাভের একমাত্র উপায়। যাহা আমার নাই, তাহা পাইবার প্রয়োজন হইলে যাঁহার তাহা আছে তাঁহার কাছে যাওয়াই প্রয়োজন। "ধর্ম্ম, শক্তি, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সব তাঁহাতেই পূর্ণরূপে আছে। তিনি এই সমস্ত দিবার জন্য বিবিধ গুরুঘটে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন।" "অনায়ত্ব বিষয়ের প্রাপ্তি-কামনা অন্তরে ঐকান্তিক বলবতী হইলে, মানুষের মনে স্বভাবতঃই ঐকান্তিক দৈবনির্ভর—ভগবৎনির্ভর প্রকাশ পায়। যেখানে আত্মনির্ভর, স্তম্ভিত, সেই খানেই দৈবশক্তির উপর—ভগবৎশক্তির উপর—নির্ভর স্বতঃই পূর্ণভাবে উদয় হয়।" * * * তখন "বিশ্বাস ও ভক্তিযোগে ভগবৎশক্তি ও কৃপা সেই গুরু-আধারে আবির্ভূত

হইয়া * * * অনুগত জনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে।" * * * "শিষ্য অন্তরে আপনার কাম্য লইয়া, শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে যত ভাবে দাঁড়াইতে পারে, ভগবানকে—গুরুকে—তত ভাবে—তত প্রকার কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধাবান অনুগত শিষ্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হয়। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।' তাঁহার উদার সদাব্রতে শিষ্য একাগ্রতা আস্থা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে যা চায় তাই পায়। ইহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। যে সংসারের বিপদ-জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধনজন ও মানসম্ভ্রম প্রাপ্তীচ্ছু হইয়া, বিধি-পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হয়, তাহার ভক্তিযোগে আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করেন। যে পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইহলোকে সুমতি ও পরলোকে সুগতি প্রাপ্তি-কাম হইয়া তাঁহার দ্বারস্থ হয়, সে যেমন তাহা প্রাপ্ত হয়, আর যে অকাম অন্তরে কোন প্রকার বিষয় কামনা—কোনও প্রকার সুখ বা সিদ্ধি কামনা অন্তরে পোষণ না করিয়া তাঁহার সন্নিধানে শুদ্ধা প্রেম বা অকাম-সঙ্কল্পে উপনীত হয়, তাহার সেই অকাম-কামনাও তিনি সেই রূপ পূর্ণ করিয়া থাকেন। তাহা পূর্ণ করিতে হইলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাঁহার আত্মস্বরূপ—সৎস্বরূপ সেই প্রেমার্থীর নিকট অগ্রে প্রকাশ করিয়া, ভক্তের সেই প্রেম-সাধ পূর্ণ করিতে হয়।

ভক্তের নিকট সর্ব্বকাল তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা আছে, ভক্তের সকল মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করিবেন—যেখানে ভক্তের মনে কোন প্রকার বাসনা না থাকাতে তাঁহা-কর্তৃক পূর্ণ হইবার স্থানাভাব হইবে, সেই খানেই তিনি ভক্তের ভজনঋণ অন্য কোনও প্রকারে পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া, তাঁহার নিকট বিক্রীত ও আবদ্ধ হইবেন। তিনি সৃষ্টির

আবরণে তাঁহার প্রেমমুখ ঢাকিয়া—তাঁহার স্বরূপ ঢাকিয়া প্রেমার্থীর সঙ্গে প্রেম করেন না। সেই জন্যই কেবল প্রেমার্থীর নিকটেই তাঁহার মুখের আবরণ উন্মোচন করিতে হয়।" প্রয়োজন অনুরোধেই তাঁহার বিবিধ গুরুঘটে আবির্ভাব—যাহার যে ঘটে তাঁহাকে পাইবার প্রয়োজন সে সেই ঘটেই পায়—অন্যে সেখানে তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পায় না।

অচ্যুতানন্দ। একটা কথা আছে। স্বীকার করিলাম, তিনি পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুঘটে আমাদিগকে কৃপা করেন। কিন্তু আপনি বলিলেন—সর্ব্বত্রই তিনি, এবং মনে মনে যুক্তিতর্কদ্বারা বুঝি সর্ব্বত্রই তিনি। তবে আমাতেও ত তিনি পূর্ণভাবে আছেন। আমি অন্যত্র তাঁহাকে না খুঁজিয়া, আপনার মধ্যে খুঁজি না কেন?

মহেন্দ্র। আপনার মধ্যেই ত তাঁহাকে খুঁজিতে হইবে। কিন্তু সে পথ তিনি অন্যত্র হইতে—গুরু দেহ হইতে দেখাইয়া দিবেন।

অচ্যুতানন্দ। গুরুর আবার অনুগত্য কেন? আমার মধ্যেই যখন তিনি আছেন, তখন আমিই সেই পদার্থ।

মহেন্দ্র। না, দাদা আপনার মধ্যে তিনি থাকিলেও আপনি তিনি নন। যতক্ষণ আত্মদর্শন না হইতেছে, যতক্ষণ প্রত্যক্ষ না করিতেছেন যে আপনার যথার্থ আমিত্ব চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের পরপারে অবস্থিত ততক্ষণ আপনি তিনি নন্। ততক্ষণ সোহহং বলা কেবল কথার কথা। ততক্ষণ স তিনি আর অহং আপনি বা আপনার অহঙ্কারতত্ত্ব। যখন ভাগ্যোদয় হইবে তখন সোহহং বলিবার আর কেহ থাকিবে না।—তাহার আগে এ জৈবিক আমি স নয়। ইহা ততদিন নিশ্চয়ই পরানুগ্রহাপেক্ষী। এই জৈবিক আমি বা অহং অভিমানী আমি—এই ক্ষুদ্রাদপি

ক্ষুদ্র আমি, ইহা কোন ক্রমেই কোন স্থানেই স্বতন্ত্র নহে। ইহার এ সংসারে উৎপত্তি ও জন্মগ্রহণ, আপনা হইতে নহে—সম্পূর্ণরূপে তোমা হইতে, তুমিই পিতৃরূপে আমার উৎপত্তির ও জন্ম পরিগ্রহের কারণ হইলে,—তুমিই মাতৃরূপে আমার বীজরূপ—জরায়ুগর্ভে ধারণ ও গ্রহণ করিয়া আমাকে অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন করিলে, সে জৈবিক পদার্থও তুমি, তাহাও আমি নহি; যে, সমস্ত উপকরণ যোগে আমার সেই অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন হইল, তাহাও আমি নহি—তাহাও তুমি। যে সমস্ত সূক্ষ্ম উৎপাদন আসিয়া সেই মৌলিক বীজের অঙ্গীভূত হইল এবং আমাকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল তাহাও আমি নহি—তাহাও তুমি। যে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বা তন্মাত্রার সত্ত্বাংশ হইতে আমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইল, তাহাও আমি নহি—তাহাও তুমি। তাহাদের যে রজঃ ভাগ হইতে আমার কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল আবির্ভূত হইল তাহাও আমি নহি,—তাহাও তুমি। এই ইন্দ্রিয়গণের সত্ত্বাংশ হইতে আমার সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন ও মনোবৃত্তিচয় উৎপন্ন হইল, তাহাও আমি নহি,—তাহাও তুমি। এই মনের সত্ত্বাংশ হইতে আমার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তি সকল আবির্ভূত হইল, তাহাও আমি নহি—তাহাও তুমি। আমার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় কোষপঞ্চও আমি নয়—তাহাও তুমি। যে পঞ্চপ্রাণ আমার দেহস্থ থাকিয়া * * * আমার দেহের জীবন হইয়া আছে, তাহাও আমি নহি,—তাহাও তুমি। যে সমান ও অপান বায়ু তদীয় বৈদ্যুতিক অধঃক্ষেপ ক্রিয়ার সাহায্যে আমাকে সেই নিবিড় অন্ধকারময় জরায়ুগর্ভ হইতে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিল, তাহাও আমি নহি,—তাহাও তুমি। ভূপৃষ্ঠে সমাগত হইবামাত্র তোমারই সংস্পর্শে আসিয়া আমার দেহের ঘুচিল। সেই মাতৃগর্ভে আমি জড়ত্ব

জড় বা উদ্ভিদ দেহের ন্যায় অজ্ঞান ও অচেতন ছিলাম, তোমাকে দেখিবামাত্র আমার দেহে চৈতন্য সঞ্চার হইল।

"আমি মরেছিলাম যেন পাইলাম চেতন
তোমার শ্রীঅঙ্গের সাক্ষাৎ পেয়ে।"

তুমি স্নেহময়ী মাতৃরূপে আমার মুখে সেই সদ্যপ্রসূত অবস্থায় সাক্ষাৎ অমৃততুল্য স্তন্যদান করিলে। সে স্তন্যও আমি নহি—তাহাও তুমি। জরায়ুগর্ভে জীবসঞ্চারের সময় হইতে এপর্য্যন্ত—এপর্য্যন্ত কেন, এই দেহের অবসানকাল পর্য্যন্ত—তুমিই বিবিধ রূপে আমার সর্ব্বস্ব ধন, আমার একমাত্র অবলম্বন ও গতি হইয়া আছ ও থাকিবে। "আমি যে অনন্য গতি, তোমা বিনে, ত্রিভুবনে, বল আমার আর কি আছে গতি? আমার মধ্য হইতে আমি আমার কোন অভাব পূর্ণ করিতে পারি নাই। তুমিই তোমার অপার স্নেহগুণে চিরদিন তাহা পূর্ণ করিয়া আসিতেছ। চিরদিনই তোমার উপর আমার নিরতিশয় নিত্য নির্ভর। রোগ-যন্ত্রনায় তুমিই আমার রোগ-নিবারক ঔষধ ও চিকিৎসক। শোকের সময় তুমিই কতরূপে আমার সান্ত্বনার স্থল। তুমিই স্বহস্তে, শত-হস্তে আমার অশ্রুজল মোচন করিয়া থাক। তোমাকে দেখিতে দেখিতে, তোমার কথা ও উপদেশ শুনিতে শুনিতে, তোমার তত্ত্ব সমালোচনা করিতে করিতে, আমার যাবতীয় জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়াছে। আমার যাবতীয় স্বতঃসিদ্ধ সহজাত সংস্কারসমূহের স্ফূর্ত্তির মূল কারণ, তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার লাভ ও পরিচয়। আমি তোমার দ্বারাই প্রতিনিয়ত পরিবেষ্টিত, প্রতিনিয়ত পরিসেবিত, প্রতিনিয়ত সমুপকৃত, প্রতিনিয়ত সুশিক্ষিত, প্রতিনিয়ত পরিরক্ষিত, প্রতিনিয়ত পরিচালিত,

প্রতিনিয়ত পরিশাসিত এবং প্রতিনিয়ত সংশোধিত হইতেছি। তুমি নড় চড় বলিয়াই আমি নড়িতে চড়িতে শিখিলাম—তোমাকে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম—তোমাকে বেড়াইতে দেখিয়া আমি বেড়াইতে শিখিলাম—কথা কহিতে দেখিয়া আমি কথা কহিতে শিখিলাম। আমি প্রতিনিয়তই তোমার দ্বারা বিমোহিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছি। তুমিই আমার নয়নের সম্মুখে শোভা ও সৌন্দর্য্য চিত্রিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছ—আমার শ্রবণদ্বারে সংগীত ও সুস্বররূপে বদ্ধিত হইতেছ—রসনামূলে কতপ্রকার মনোজ্ঞ রসে পরিণত হইয়া প্রকাশ পাইতেছ—নাসারন্ধ্রে কত প্রকার প্রাণ পরিতুষ্টি-সাধন সৌগন্ধে অভিব্যক্ত হইতেছ এবং আমার ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারে কত প্রকার সুখস্পর্শ তাপ-হরণ সুশীতল অনুভূতিতে পরিণত হইয়া সুব্যক্ত হইতেছ। আমি ত অনুদিন তোমাদ্বারা আক্রান্ত, পরাজিত ও অভিভূত হইয়া তোমার বিশাল বক্ষে—তোমার অনন্তত্বে বিলীন হইয়া যাইতেছি। তুমিই অনুদিন আমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার বারি ও জীবনের প্রাণ-বায়ু হইয়া রহিয়াছ। ও হরি! তবে আমি আর রহিলাম কোথায়? যাহা কিছু আমি ও আমার বলিয়া আমার অভিমান ছিল, সমস্তই ত তুমি স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইলে —আত্মসাৎ করিলে। আমি ও আমার বলিবার কিছুই রাখিলে না। তুমি আমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করিয়া ফেলিলে—সত্য সত্যই তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিলে। এমন একটু ক্ষুদ্র বিন্দুও রাখিলে না, যাহার উপর দাঁড়াইয়া আমার অভিমান-সম্বল—অভিমান-সর্ব্বস্ব আমিত্বকে আমি তোমার অপ্রতিহত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারি। আমার তাহা রক্ষা করিবার সাধ্য নাই। আমি নগণ্য হইয়া পড়িলাম তোমাতে বিলীন হইয়া পড়িলাম। তুমি আমার সমক্ষে

মহতোমহীয়ান্ হইয়া সপ্রকাশ হইলে আর আমি অণো-রণীয়ান্—ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র হইয়া তোমাতে আত্মসাৎ হইলাম। এই ত হ'লাম আমি। আমার নিজের অস্তিত্বের প্রমাণও তুমি। তোমার অস্তিত্বের ভূমিতে দাঁড়াইয়া 'অতএব' 'তজ্জন্যাদি' যুক্তিপথ অবলম্বনান্তর আমার নিজের অস্তিত্ব, আমাকে অনুমানমার্গে বোধগম্য করিতে হয়। আমার নিজের মুখখানিও, তুমি দর্পণ হইয়া না দেখাইলে, আমার তাহা কুত্রাপি দেখিবার শক্তি সাধ্য নাই। ও হরি! আমি যে প্রত্যেক বিষয়ে তোমার নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণগ্রস্ত। এই আমির (যাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিষয়েও অন্যাবলম্বন স্বীকার না করিলে কোনক্রমেই চলিতেছে না, তাহার) পরমার্থধনের অর্জ্জন-জন্য অন্যাবলম্বন পরিত্যাগ এবং স্বাবলম্বন-স্বীকার,—এই আমির তজ্জন্য স্বাতন্ত্র্যাভিমান—এই আমির তজ্জন্য স্বাধীনতার অহঙ্কার—এই আমির বিষয়পারাবার উত্তীর্ণ হইবার জন্য সদর্পে স্বগত ও স্বকেন্দ্রে দৃষ্টি, অবশ্যই অতীব বিচিত্র ও যুক্তিসিদ্ধ বটে।" যখন দেখিতেছি ঘটান্তরে থাকিয়া তিনি আমায় প্রত্যেক বিষয় শিখাইতেছেন, তখন পরমার্থ-পদার্থ যে তিনিই পূর্ণরূপে কোনও ঘটবিশেষ আশ্রয় করিয়া প্রদান করেন, তাহা অস্বীকার করিবার হেতু নাই। বরং এই সকল ঘটে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া নির্ভর করিতে পারিলে সহজেই কৃতার্থ হওয়া যায়। বলিলে, অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু তাহাতে লাভ কি? শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক প্রত্যেক গুরুঘটে তাঁহার বিকাশ দর্শন কর—কৃতার্থ হইবে সন্দেহ নাই। ভাবিয়া দেখ, তুমি ধনের কামনা করিলে তিনি শূন্যপথে আসিয়া তাহা দিয়া যান না, কোনও ঘটাশ্রয়ে তাহা সম্পন্ন করেন। তোমার যখন যাহা পাইবার প্রয়োজন, তাহা দেন তিনিই। কিন্তু কোনও ঘটাশ্রয়ে। সুতরাং তুমি যদি গুরুঘটে

তাঁহাকে দেখিতে না চাও, তবে প্রকারান্তরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা হইবে। অতএব যদি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তবে ভাব—শ্রীগুরুদেবই তিনি—তবে শ্রীগুরুদেহে তাঁহাকে দেখিবে—সেইখানেই সেই চিন্ময় মূর্ত্তির প্রকাশ দেখিতে দেখিতে যে দিকে চাহিবে সেই দিকেই সেই প্রাণের ধনকে দেখিতে পাইবে। ইহাই সাকার উপাসনা। অব্যক্তে মনস্থির করিবার উপায় তিনি বলিয়া দেন। তখন—

"বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভ ॥"

এই বলিয়া মহেন্দ্রনাথ নীরব হইলে, আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "একবার অন্তঃপুরে এসে মেয়েদের আশীর্ব্বাদ করুন।" তচ্ছ্রবণে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও স্বামীজী তাঁহার সঙ্গে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নারীর কর্ত্তব্য

মহেন্দ্রনাথ এবং স্বামীজী আসিবার পর, মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক-বার অন্তঃপুরে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে, তাঁহার জননী বলিয়াছিলেন, "বাবা, আনন্দ, তিনি যাওয়ার পর, আর আমাদের বাড়ীতে লোকজন খাওয়ান এক রকম হয় নি বললেও হয়। তিনি প্রতিবৎসর দুর্গোৎসব, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা, উপলক্ষ করে কত লোক খাওয়াতেন, সে কথা তোমার অবশ্যই মনে আছে। আজকাল জিনিষ-পত্র দুর্ম্মূল্য বলে, তুমি ত পূজাগুলি তুলে দিয়েছ। তা, বাবা, যদি স্বামীজীর কৃপায় এক সঙ্গে এতগুলি লোকের পদধূলি বাড়ীতে পড়েছে, তখন ওঁরা সকলে অনুগ্রহ করে যাহাতে সন্ধ্যার পর জলযোগ করেন, তাহার ব্যবস্থাটি করতে হবে। পাড়ার মেয়ে পুরুষগুলি ত সকলেই অনুগ্রহ করে এসেছেন। আমি মেয়েদের বলেছি, তুমি বাবা, পুরুষদের বল। বরং মোহিতকে ভোলানাথের সঙ্গে একবার পাড়ায় পাঠিয়ে দাও, সকলের বাড়ীতে বলে আসুক, আজ আর কাহারও বাটিতে রন্ধনের প্রয়োজন নাই।"

আনন্দ। মা, আপনি যাহা আদেশ করছেন, তাহা আমার শিরো-ধার্য্য। কিন্তু বেলা ত প্রায় শেষ হয়েছে, এ দিকে উদ্যোগও কিছুই নেই। এত লোকের পাকশাক যে কিরূপে হবে, তা' ত বুঝতে পাচ্ছি না?

মাতা। পাগলা ছেলে, কেবল ভয়েই খুন। উদ্যোগ আবার হবে কি? একবার রমানাথ ঠাকুরপোকে ডাক দেখি, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

শ্রীযুক্ত রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমোহনের গ্রাম্য সুবাদে খুল্লতাত হন। বাটিতে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি, বার মাসে তের পার্ব্বণ আছেই, শিষ্য-সেবক অনেক—সুতরাং অর্থেরও অনটন নাই। তিনি উপস্থিত হইলে, আনন্দমোহনের জননী বলিলেন, "ঠাকুর-পো, আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে, আজ এই লোকগুলির সেবা হয়, আনন্দ ভয় পাচ্চে, তুমি দাদা এর সুব্যবস্থা না করলে হবে না।"

রমানাথ। এ ইচ্ছা ত ভাল। বৌদিদি, এর আর ভাবনা কি?—আমি এখনি সব উদ্যোগ কচ্চি। কিন্তু এখন আর পাঁচ ব্যঞ্জন ভাতের উদ্যোগ করা চলবে না। লুচির আয়োজনই সুবিধা। কায়স্থ ব্রাহ্মণের কন্যা অনেকগুলি উপস্থিত আছেন, ওঁরা সকলে হাতাহাতি করে মণ দুই ময়দা অনায়াসেই তৈরী করে নিতে পারবেন। আর গোটাকতক কুমড়া আর কিছু আলু দিয়ে একটা তরকারী। চারটি ছোলা ভিজেয়ে দাও। বৌদিদি, ও সব দেখতে দেখতে হয়ে যাবে, কিছু ভাবনা নেই। বাবাজি, গোটা কয়েক টাকা নিয়ে চল, একবার বাজারের দিক থেকে বেড়িয়ে আসি। বৌদিদি, তুমি আমাদের বাড়ী থেকে আর খুড়ো মশায়ের বাড়ী থেকে কড়া টড়া গুলা আনাও তোমাদের নিজের বাড়ীর কয় খানায় ত হবে না। পাঁচটা উনুন জ্বালা চাই, তোমাদের ভিয়েন ঘরে তিনটা আছে, আমার চাকর ভোলাকে বললে সে এখনি গোটা দুই উনুন তৈরী করে দেবে। এবং অন্যান্য উদ্যোগও করে দেবে। কাঠও কিছু আনা চাই।

এই বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বাজারে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় স্বীয় পুত্রকে বলিলেন,—"বাবা, শ্যামানাথ, তুমি মহিন্তকে সঙ্গে করে এ পাড়ার সকল বাড়ীতে বলে এস যে, আজ আর কা'রও বাড়ীতে রান্না করতে হবে না।"

যাঁহারা কর্ম্ম করেন—কর্ম্ম করিতে তাঁহাদের ভয় হয় না। তাঁহারা মনে মনে যেন ঠিক জানেন, যে ভগবানের ইচ্ছায় এ কার্য্যটি অনায়াসেই সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে। যাঁহাদের এইরূপ লোক জন খাওয়ান কার্য্যে আমোদ,—তাঁহারা নাম কিনিবার জন্য নয়—একাজে বড় আনন্দ হয় বলিয়াই করিয়া থাকেন। কাজটা সেই আনন্দময়ের কি না?—আনন্দ হইবে বই কি!

আনন্দমোহনের জননী ছোলা ভিজাইয়া দিলেন এবং মেয়েদের নিকটে গিয়া বলিলেন, "মা-সকল তোমাদের এখনত কথকতা শুনলে চলবে না। সকলে মিলে, রন্ধনের আয়োজন করতে হবে। আজ আমাদের বন-ভোজন। সকলে মিলে আমোদ করে রান্না বাট্না করে খেতে হবে। ও সব লম্বা চওড়া কথায় তোমাদের দরকার মা? ও সব ন্যায়-কচ্‌কচি পুরুষেরা করুক। আমরা এসো আমাদের কাজ করি। দুর্গাদিদি, কোমর বাঁধ, তোমায় ভাই, তরকারীগুলি রাধ্‌তে হবে। আমরা সকলে লুচি তৈরী করব। তোমরা মা কেউ মনে কষ্ট ক'র না। মহেন্দ্র ত আমার ছেলে, আমি তাকে বলব, সে তোমাদের দরকারী কথা বুঝিয়ে বলবে খন, সে কথা পুরুষেরা শুনতে পাবে না, তোমরাই এইখানে বসে শুনবে। এতগুলি লোক এসেছেন, এঁরা কিছু না খেয়ে গেলে কি ভাল হয়?"

তাঁহার কথা শুনে, মেয়েরা বক্তৃতা শোনা বন্ধ করিয়া উঠিলেন। মহেন্দ্রনাথের, "গুরুজনের প্রতি ব্যবহার" শেষ হইবার পূর্ব্বেই, তিন চারিশত লোকের আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া গেল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী ও তিনটি কন্যা আনন্দমোহনের পত্নীর সাহিত লুচি ভাজিলেন, আর সকল মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন ময়দা মাখিলেন, কয়েকজন বেলিলেন, তরকারী কুটিয়া, মসলা বাটিয়া দিলেন। আনন্দমোহনের জননী, কন্যা

ও পুত্রবধূ তরকারী রন্ধন করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকল কার্য্য সমাধা হইয়া গেল।

আজ অন্তঃপুরে, গ্রামের নারীগণ সকলে একত্র হইয়াছেন। লোকের বাড়ীতে বিবাহাদি ব্যাপারেও এত স্ত্রীলোকের সমাগম হয় না। সকলেই স্বামীজীর চরণধূলি লইবার জন্য ব্যাকুলা। সকলেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈবাহিক্‌কে দেখিবার জন্য চঞ্চলা। এ অঞ্চলে মহেন্দ্রনাথের একটু নাম আছে। লোকে জানে তিনি সংসারী হইয়াও পরম যোগী। অনেকেরই বিশ্বাস, তিনি যখন যোগে বসেন, তখন তাঁহার দেহ আসন ছাড়িয়া শূন্যে অবস্থিতি করে; কিন্তু তাহারা যে তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায় কখনও থাকিতে দেখিয়াছে, তাহা নহে। কিন্তু লোকে, কোন মানুষে কোনও অমানুষিক শক্তির সত্তা দেখিলে, তাঁহাতে আরও পাঁচটা অলৌকিক শক্তির আরোপ করিয়া থাকে। ইহা মানুষের স্বভাব। কখনও কেহ কোনও রোগে কষ্ট পাইতেছে, এমন সময় যদি মহেন্দ্রনাথ তাহার গায়ে একবার হস্তার্পণ করেন তখনি তাহার সে কষ্টের অবসান হয়—অনেক সময়ে রোগ একেবারেই আরাম হয়। এই শক্তি তাঁহাতে আছে—লোকে ইহা শতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এমন কি যে রোগে চিকিৎসকে হতাশ হইয়াছে—তেমন কঠিন রোগও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি বলে দুই একবার করস্পর্শে সারিয়াছে। কাহারও মনে কোনও প্রশ্নের উদয় হইয়াছে—মহেন্দ্রনাথকে বলিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহার সদুত্তর দিয়াছেন; ইহাও অনেকেই দেখিয়াছে—তাই অন্য শক্তির কোন প্রমাণ না পাইলেও কল্পনার সাহায্যে তাঁহাতে আরোপ করিয়া লইয়াছে। কুলকামিনীগণ সে কথা শুনিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অনেকেরই ভাগ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে নাই। আজ তাহারা তাঁহাকে দেখিবে, নিজ নিজ সম্বন্ধে নানা কথা জানিয়া লইবে। কিন্তু এত লোকের মনের দু-একটা কথা বলিতে

গেলেও ত সমস্ত রাত্রে শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই।—নারীগণ ব্যাকুল-ভাবে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহারা দুইজনে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"মা, এই তাঁহারা দুইজনেই আসিয়াছেন।"

মুখোপাধ্যায় জননী বৃদ্ধা। বয়স প্রায় সপ্ততি বৎসর হইবে। কিন্তু তাঁহার দেহ আজিও কর্ম্মঠ আছে। তিনি নিজ পুত্রবধু, পৌত্রবধু ও পৌত্রী সঙ্গে, অগ্রসর হইলেন।

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন" এই বলিয়া তিনি ভুমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তার পর বলিলেন, "মা-সকল আপনারা সকলেই আমাদের দুইজনকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু বলুন দেখি, মায়ে কি কখন সন্তানকে প্রণাম করিয়া থাকে? আপনারা সকলেই সেই আদ্যাশক্তি জগজ্জননী। দুই দিনের জন্য জড়দেহ আশ্রয় করিয়াছেন—একটা চামড়ার পোষাকে স্বরূপটা ঢাকিয়া এ সংসারে খেলা করিতে আসিয়াছেন। মা-সকল, আমাদের অকল্যাণ করিবেন না। আমরা আপনাদের সন্তান। জগদীশ্বর আপনাদের মঙ্গল করিবেন। আপনারা সংসারের কাজ করিতে করিতে এক একবার তাঁহার নাম করিবেন—তাঁহাকে স্মরণ করিবেন—আপনারা সকলেই পরমা বৈষ্ণবী—আপনাদের আরাধ্য দেবতাকে ভুলিবেন না।" তৎপরে নিজ তনয়াকে বলিলেন,—"মা দুর্গা, কেমন আছ মা?—ভালই আছ।—স্বামীসেবা ভুলিও না।—এই স্বামীই সেই ভগবান—তোমার প্রয়োজন জন্য, এই সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছেন—সেই এই—এই কথাটি মনে রেখে কাজ করে যাও। স্বামীকে অকার্য্য করিতে উদ্যত দেখিলে—তাঁহার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিও। তোমার সইয়ের শরীর বড়

দুর্ব্বল—নানা রোগে কষ্ট পাইতেছেন—সারিয়া যাইবে, ভয় কি মা ?”—এই বলিয়া একটি রুগ্না বালিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“মা এদিকে আয়ত ?—বেটি, একি করিয়াছিস ?—অথবা তোরই বা দোষ কি মা ?—এ আমাদের সমাজের দোষ—শিক্ষার দোষ —মা, বস্ মা, দাঁড়াইয়া থাকিতেও যে তোর কষ্ট হইতেছে ? তোর স্বামীকে আমার কাছে এক-একবার পাঠাইয়া দিস—তাঁহাকে যা করিতে হইবে বলিয়া দিব।—ভুল—মহাভুল—নৈমিত্তিক কর্ম্মকে নিত্যকর্ম্ম মনে করা মহাভুল!—ভুলের ফল দুঃখ”—এই বলিয়া সেই বালিকার মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বালিকার শরীরটি একবার কাঁপিয়া উঠিল।—তিনি বলিলেন, “যাহা বলিলাম মনে থাকে যেন স্বামীকে আমার কাছে যাইতে বলিও।”

মুখোপাধ্যায়-জননী বলিলেন, “বাবা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি ?”

মহেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন “আমার খাইবার কথা ?—কন্যাদান করিয়াছি ? কে কাহাকে দান করিতে পারে মা ? যাঁহার জিনিষ তিনি যাহাকে দেন সেইই পায়। আমি কে ? আমি ত আপনার অকৃতি সন্তান। মায়ের হাতে দুটি ভাত না খাইলে যে জন্ম ব্যর্থ হইয়া যাইবে ? মা-সকল বসুন। বড় ক্ষুধা পেয়েছে। আপনাদের সঙ্গে আর এখন কথা কহা হইল না। সেই সকালে দুটি ভাতে ভাত দিয়াছিলেন। আপনারা আদ্যাশক্তি; এই কথাটা না ভুলিয়া, কায় মনে পতিসেবা করিতে থাকুন, সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমি যাই, মা ডাকিতেছেন খাই গিয়া।”

* * *

জলযোগ শেষ হইয়া গেল। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, “দাদা মহাশয় যখন টান দিয়াছেন, তখন সাধ্য কি যে আমি ঘরে থাকি ? তাহার উপর

মায়ের সন্তান-বাৎসল্য। আজ ত আর ঘরে যা'ব না। আজ মায়ের হাতে চারিটি ভাত খাব। কি বল মা?—আজ নয়? আজ অন্য রকম আয়োজন? আচ্ছা, কাল সকালে না হয় দু'টি ভাত খাইয়া তাহার পর বাড়ী যাইব, কি বল মা দুর্গা? মা দুর্গা, তোমার আর একটী সন্তান, আমার সঙ্গে এসেছেন, ইহাঁকে সঙ্গে করিয়া তোমাদের বাড়ী ঘর সব দেখাও গিয়ে। আর যদি কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে তাহাও জিজ্ঞাসা করিও।"

দুর্গা, অচ্যুতানন্দকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেলেন।

স্বামীজীর সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার পর, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহির্ব্বাটিতে পুনরাগমন পূর্ব্বক সভাস্থলে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য,—পরম আনন্দের দিন। এক সঙ্গে এতগুলি লোকের পদধূলি এবাটিতে অনেক দিন পড়ে নাই। যদি আপনারা পদ প্রক্ষালন করিয়া, সকলে একটু একটু মিষ্ট মুখ করেন, তবে বড় আনন্দ হয়।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, "ওহে আনন্দ, আনন্দ হওয়াই তোমার স্বাভাবিক। আমাদের পা ধোওয়া বড় কঠিন ব্যাপার নয়। আমরা ঘাটে গিয়া পা ধুইয়া, সন্ধ্যাটা সারিয়া আসিতেছি।"

বাহিরেও আনন্দভোজ চলুক। ওদিকে অন্তঃপুরে স্বামীজী ও মহেন্দ্রনাথ আহারে বসিলেন। দুর্গা পরিবেষণ করিলেন। এমন সময়ে আনন্দমোহনের জননী আসিয়া বলিলেন,—"বাবা মহেন্দ্র, পুরুষ মানুষদের ত অনেক শাস্ত্র কথা শোনালে। আরও হয়ত রাত্রে বলবে। মেয়েদের কিছু বলো। একালের মেয়েরা ত আর কা'রও কাছে কোনও উপদেশ পায় না। তুমি, বাবা, মেয়েটিকে শিখিয়েছিলে, তাই আমার দুর্গাদিদি এ সংসারে এসে সকলের দুর্গা হয়েছেন। নহিলে হয়ত ললিতের দুর্গা আর দুর্গার ললিত হ'ত।"

মহেন্দ্র। "ও সকলই ত মা, আপনার আশীর্ব্বাদের ফল।—আপনিই মনে করলে, সকলকে কত উপদেশ দিতে পারেন। মা, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের ফল অনেক বেশী। ঐ যে দ্বারের কাছে বামা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও কা'রে দেখে অমন হ'য়েছে বলুন দেখি? বামা ত গোয়ালার মেয়ে। কিন্তু অমন শুদ্ধাচার কয়জনের বলুন দেখি? সতর বৎসরের সময় বিধবা হয়েছিল। সঙ্গিনীরা অসৎপথে নিয়ে যাবার পরামর্শ করেছিল। ওর বাপ জানতে পেরে আপনাদের বাটিতে দাসী করে দিয়েছিল। আগে ও মাছ ভাত খে'ত। কর্ত্তার দেহান্তর হবার পর, যখন আপনি হবিষ্যাশী হলেন, তখন ও আপনার দেখাদেখি মাছ ভাত ছেড়ে আপনার ভুক্তাবশেষ আহার করতে আরম্ভ করল।"

বামা ঘরের ভিতর আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—"কিন্তু, দাদাঠাকুর আমি যখন সতর বছরের তখন ত আপনি জন্মাও নি। তবে এ সব কথা জান্‌লে কেমন করে?"

স্বামীজী। জানা যায়। ওটা কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। এখন দাদা, একবার দালানের দিকে চেয়ে দেখুন,—মা আনন্দময়ীর আজ কি ছলনা। যিনি বিশ্বের সকল রহস্যই জানেন, তিনি আজ অবোধ সাজিয়া অবোধ সন্তানের কাছে জিজ্ঞাসু হইয়া আসিয়াছেন। এস দাদা, মা সকলের মনস্তুষ্টির জন্য নারীর নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দাও।

অন্তঃপুরের অঙ্গনে কয়েকটি মাদুর পাতিয়া নারীগণ উপবেশন করিলেন। রোয়াকের উপর গালিচায় মহেন্দ্রনাথ ও স্বামীজী উপবেশন করিলেন।

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন—"আমি আপনাদের সমক্ষে নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গোটা কতক কথা বলিব। এ সকল কথা আপনারা সকলেই

জানেন, কিন্তু অনেকেই জানিয়াও তদনুসারে কাজ করেন না। আশা করি আজ হইতে এই অধীন সন্তানের প্রতি কৃপা করিয়া, সেই জানা বিষয়গুলি কাজে করিবেন, তাহা হইলে জগতের মঙ্গল হইবে। আপনারা গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা এবং জগতের জননীস্বরূপা এই কথাটি নিরন্তর মনে রাখিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

আমরা যেমন আপনাদিগকে জননীভাবে পূজা করিতে পারিলেই মুক্তিপদের অধিকারী হইতে পারি, অথচ পুরুষের পক্ষে সে সাধনা তত সহজ নয়, আপনাদের সাধনা তত কঠিন নয়। কেবল নিরন্তর পতি নারায়ণের ধ্যান করিতে পারিলেই মুক্তি আপনাদের করতলগত জানিবেন। নারায়ণ সর্ব্বঘটে আছেন সত্য, কিন্তু প্রত্যেকের জন্যই এক একটি বিশেষ দেহ আশ্রয় করিয়া তিনি বর্ত্তমান থাকেন। আবার যখন, পৃথিবীর দেহ ছাড়িয়া যান, তখনও যে দেহান্তরে তিনি বর্ত্তমান থাকেন, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মমূহুর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্বামী শয্যা হইতে উত্থিত হইবার পূর্ব্বে নিদ্রাত্যাগ করিয়া শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক একমনে পতিনারায়ণকে চিন্তা করিতে হয়। পতি কাছে থাকুন আর নাহি থাকুন। ভাবিতে হইবে—'নারায়ণ স্বামীদেহ ধারণ করিয়া আমায় কৃপা করিয়াছেন। আমি এ দেহে তাঁহাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া সেবা করিতে পারিলে, সেখানে তাঁহার সেবার অধিকারিণী হইয়া সুখে থাকিতে পারিব।' যতক্ষণ পারেন এইরূপ চিন্তা করিবার পর, প্রাতঃস্মরণীয় স্তোত্রাদি নিজে পাঠ করিতে হয় ও নিজের পুত্র কন্যাগুলিকে পাঠ করাইতে হয়। পুত্র-কন্যা যতই ছোট হৌক না কেন, তাহাদের সমক্ষে সদালাপ বই কখন অসদালাপ করিতে নাই। প্রাতঃস্মরণীয়গুলি পাঠ করা হইলে ধরণীকে প্রণামপূর্ব্বক বামপদ পৃথিবীতে স্থাপন করিয়া শয্যা হইতে নামিয়া, মুখ

ধুইবেন, এবং গুরুজনের চরণধূলি লইয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। যে কার্য্যই করুন না কেন, সর্ব্বদাই মনে করিবেন যে এই কার্য্য পতি-নারায়ণের তুষ্টির জন্য—প্রীতির জন্য করিতেছেন। আপনাদের মধ্যে অনেকে হয়ত মনে করিতেছেন যে, আহারটাও কি তাঁহার প্রীতির জন্য? তাঁহার প্রীতির জন্য বই কি না? আহার দ্বারা শরীর রক্ষিত হইলে, তবে ত প্রাণপণে কায়মনে তাঁহার সেবা করিতে পারিবে? ভগবান ব্যাস নারীজাতির নিত্যকর্ম্ম নির্দ্দেশ ব্যপদেশে বলিয়াছেন—

"স্বামীর শয্যা-ত্যাগের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া দেহশুদ্ধি সাধন করিবে; তৎপরে শয়নগৃহ ও অন্যান্য গৃহ ও প্রাঙ্গনাদির শুদ্ধিসম্পাদন-পূর্ব্বক পাত্রাদি যথাবিধি শুদ্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিবে; তৎপরে রন্ধনাগারের পাত্রাদি শোধন পূর্ব্বক যে পাত্রে যাহা রাখিতে হয়, যেমন তণ্ডুলপাত্রে তণ্ডুল, কলসে জল ইত্যাদি রাখিয়া, রন্ধনের আয়োজন চিন্তা করিতে করিতে মৃত্তিকাদ্বারা রন্ধনচুলি শোধন করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবে। তৎপরে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক, শয্যোত্থিত গুরুজনগণকে যথাক্রমে অভিবাদন করিয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। নারীর কায়মনবাক্যে পরিশুদ্ধ থাকিয়া পতির অনুবর্ত্তিনী থাকা কর্ত্তব্য। তিনি পতিকে সখির ন্যায় সর্ব্ববিধ শুভকর্ম্মে উৎসাহিত করিবেন, দাসীর ন্যায় নিরন্তর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ও ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী হইবেন। নারীমাত্রেরই রন্ধনকার্য্যে দক্ষতা থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি শুদ্ধান্তঃকরণে অন্নপাক পূর্ব্বক, পতিদ্বারা ভগবদুদ্দেশে নিবেদিত করিয়া, প্রথমে বালক প্রভৃতি ও অতিথিগণকে ভোজন করাইবেন, পরে স্বামী প্রভৃতি গুরুজন ও অন্যান্য পরিজনকে ভোজন করাইয়া, অবশিষ্ট অন্ন নিজে গ্রহণ করিবেন। ভোজনান্তে সংসারের আয়ব্যায় চিন্তায় দিবসের শেষভাগ যাপন করিবেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই পুনরায় সায়ংগৃহ-

মার্জ্জনাদি করা কর্ত্তব্য। দীপদান, শঙ্খধ্বনি ও অন্নাদিপাক-পূর্ব্বক সকলকে ভোজন করাইয়া, পতির শয্যা রচনা করিয়া দিবেন, এবং তিনি শয়ন করিলে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার শুশ্রূষা করিবেন। শয়নের পূর্ব্বে পতি দেবতাকে চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিতা হইবেন। যেন শয্যায় বিবস্ত্রা হইতে না হয় এরূপ সতর্ক হইয়া শয়ন করা কর্ত্তব্য। এবং শয়ন সময়ে জিতেন্দ্রিয় ও কামনাশূন্য হওয়া উচিত। উচ্চকথা, কঠোর বাক্য, বহ্বালাপ পরিত্যাগ করিবে। পতির অপ্রিয় বাক্য বলিবে না। কাহারও সহিত প্রাণান্তেও বিবাদ করিবে না। মিথ্যা বাক্য ও অনর্থক বিলাপ পরিত্যাগ করিবে। কদাপি অতি ব্যয়শীলা এবং স্বামীর ধর্ম্মকার্য্যে বিঘ্নস্বরূপ হওয়া কর্ত্তব্য নয়। অসাবধান হইবে না, চিত্তের চাঞ্চল্য পরিত্যাগে যত্নবতী হইবে। ক্রোধ, ঈর্ষা, বঞ্চনা, অভিমান, খলতা, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিকতা, ও জীবহিংসা পরিত্যাগ করিবে। যদি ভাগ্যবশে সপত্নীলাভ হয়, তাহা হইলে তাহার বিদ্বেষ করিবে না। কখনও নির্ভয় হৃদয় হইয়া কর্ম্ম করিবে না। চৌর্য্য এবং কাপট্য পরিত্যাগ করিবে। এই গুণগুলি সাধ্বী স্ত্রীর অলঙ্কার।” ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

“উপচর্য্যঃ স্ত্রীয়া সাধ্ব্যা,
সততং দেববৎ পতিম্।
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো,
ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূয়তে যেন,
তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী,
জীবিতো র্বা মৃতস্য বা।

পতিলোকমভীপ্সন্তী,
নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ং ॥
কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং,
পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ,
পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু ॥
আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা,
নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং
কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্ ॥”

পতিরে সতত দেবতার মত
সেবা করিবেক নারী,
শয়নে, স্বপনে, জীবনে, মরণে
র'বে তাঁ'র আজ্ঞাকারী।
পতি বিনা তাঁ'র যাগ যজ্ঞ আর
নাহি কিছু এ সংসারে
উপবাস, ব্রত, নিয়মাদি যত
কিছু নাই ছাড়ি' তাঁ'রে।
পতি-দেব-সেবা করে নারী যেবা
স্বর্গলাভ হ'বে তাঁর ;
শাস্ত্র-বাক্য এই সন্দ তাহে নাই
কহিলাম এই সার।

সাধ্বী নারী যেই পতিরতা সেই
থাকে জীবনে মরণে
অপ্রিয় সে তাঁর করে না ক আর
কভু কায়-বাক্-মনে।
স্বর্গে পতি সহ বাস অহরহ
করিতে বাসনা যাঁর
এই আচরণ এরূপ মনন
সতত উচিত তাঁ'র।
স্বামির মরণ হ'লে সজ্ঘটন
নিরন্তর ভাবি' তাঁ'রে
ফলমূলাহার হবিষ্যান্ন আর
সেবিবে নিবেদি তাঁ'রে।
মনেও কখন পতি-ভিন্ন-জন
নাহি করিবে স্মরণ।
পতি ধ্যান জ্ঞান পতি তাঁ'র প্রাণ
নাহি অন্যে কভু মন।
ক্ষমাশীলা হ'বে ; নিয়মেতে র'বে ;
হইবে ব্রহ্মচারিণী ;
এরূপে থাকিলে পতিলোক মিলে
সত্য এই শাস্ত্রবাণী।

মা-সকল, আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ ভাবিতেছেন, যে শাস্ত্র করিয়াছেন পুরুষেরা, তাঁহারা নিজেদের বেলা, ব্যবস্থা সোজা করিয়া স্ত্রীলোকের বেলায় যত আঁটাআঁটি করিয়াছেন। মা, আপনারা সেরূপ মনে করিবেন না। মহর্ষিগণ সমদর্শী ছিলেন, তাঁহাদের কাহারও উপর

বিদ্বেষভাব ছিল না। তাঁহারা নারীজাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই। শোন ভগবান মনু কি বলেছেন,—

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈব,
পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ,
বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥"

পিতা, ভ্রাতা, কিম্বা পতি দেবর সে আর
কল্যাণ কামনা আছে অন্তরে যাঁহার,
সংসারে না ভুলে যেন নারীর সম্মান,
বস্ত্র অলঙ্কারে পূজি' রাখিবেক মান।

আবার বলিতেছেন,—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে,
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে,
সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

যে গৃহেতে নারী থাকে সতত সম্মানে
দেবগণ সতত রহিবে সেই স্থানে।
যেই গৃহে নারীর সতত অনাদর,
ধর্ম্মকার্য্য আদি তথা সকলি বিফল।

মা-সকল, নারীজাতির প্রতি অযথা ব্যবহার আর্য্যগণ কোনও দিনই করেন নাই। তাঁহারা চিরদিনই আপনাদিগকে সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিত্যপাঠ্য দেবীমাহাত্ম্যের মধ্যেও বলিয়াছেন,—

"বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদা
স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।"

বিদ্যা সমুদায় তোমার মূরতি
জানি দেবি, সুনিশ্চয়।
এই বিশ্বমাঝে যত নারী রাজে
তুমি সেই সমুদয়॥

মা-সকল, ইহা অপেক্ষা রমণীর মান্য কি আর কোনও দেশে ছিল কিম্বা আছে? তবে আধুনিক শিক্ষার দোষে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ধারণটা কষ্টকর বিধি বলিয়া আপনাদের কাহারও কাহারও মনে উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু মা-সকল, আমাদের দেশে স্বামী আর স্ত্রী সম্বন্ধটা বড়ই গুরুতর। আমাদের দেশে পত্নী—ধর্ম্মপত্নী। জীবনে মরণে এ সম্বন্ধের ব্যত্যয় হয় না। সাত্ত্বিকভাবাপন্ন পুরুষও পত্নিবিয়োগে কখনই দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে পারেন না। আবার এক বেটি ভাবিতেছেন—"নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনও ত শাস্ত্রের?"—এই বলিয়া মহেন্দ্রনাথ একটি যুবতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই যুবতী বিধবা নহেন কিন্তু তাঁহার পতি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী, এজন্য তাঁহার পত্নীও ঐ সকল বচন ও যুক্তি শিখিয়াছেন। যুবতী মস্তক অবনত করিলেন। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মা, উচ্ছৃঙ্খল পতির ঐ সব উপদেশের ফলে আর্য্যনারীর প্রকৃত কর্ত্তব্য ভুলিও না। কিছুদিন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিত্য-কর্ম্ম করিও। মন হইতে সকল সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু যখন কথাটা তুলিয়াছ মা,—তখন শ্রীগুরুদেবের প্রসাদে যে মীমাংসা প্রাণে উদিত হয় তাই বলি। তাহাতে, বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতিগণের অবশ্য প্রীতি হইবে না। তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন ও অর্থ গা-জুরী। তা' হোক—ওই শাস্ত্রীয় বচনের যে অন্ত

অর্থ হয়, ইহা জানিলেও অনেকে সুখী হইবেন। ঐ বচন বলিতেছেন "পতি নষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত অর্থাৎ সন্ন্যাসী, ক্লীব ও পতিত হইলে, এই পঞ্চ আপৎ সময়ে, অন্য পতির বিধি রহিল।"—এই অন্য পতি কে ?—শ্রীগুরুদেব বলেন ঐ অন্যপতি সেই জগৎপতি পরমপুরুষ বা পরপুরুষ। শাস্ত্র সেই পতি আর এই পতিকে অভেদভাবে ভাবিতে বলেন। মা-সকল, আর আপনাদের বিরক্ত করিব না। আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের এই অধম সন্তান যেন চিরদিন আপনাদিগকে মাতৃভাবে পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে।"

ধর্ম্ম প্রশ্ন

মহেন্দ্রনাথ ও স্বামিজী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যদিও লোক সংখ্যা এখন অনেক কম, তথাপি পঞ্চাশ ষাইট জনের কম হইবে না। কিন্তু এ সময়ে রাত্রি অনেক হইয়াছে; সুতরাং আর বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত কথোপকথনে অতিবাহিত করা সুবিধাজনক নহে। এই জন্য, স্বামীজী বলিলেন, "দেখুন, দাদাকে আপনারা একটু বিশ্রাম করতে দিন। কালপ্রাতে আবার ওঁকে আপনাদের জিজ্ঞাস্য জিজ্ঞাসা করবেন।"

একটি যুবা বলিলেন, "মহাশয়, আমার একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন আছে। আমি সেইটির সদুত্তর না পাইয়া বড়ই ব্যাকুলভাবে দিন কাটাইতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আমায় ঐ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি করুন।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি যে কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকেরই মনে সেই প্রশ্ন উদিত হয়। তা'র কারণ আর কিছুই নয়; কেবল, পিতামাতার অমনোযোগিতা। আপনি মনে করিতেছেন, আমি আপনার প্রশ্ন শুনিলাম না, অথচ উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি। এরূপ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। আপনার মন, আমার মন, আর বিশ্ববাসীগণের মন এক বিরাট মনস্তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র। যেমন পুষ্করিণীর জলের এক স্থানে কম্পন উৎপন্ন করিলে অপর অংশে তাহা অনুভূত হয়, এমন কি ভূখণ্ডের এক দেশে ভূকম্পন হইলে সেই কম্পনের দূরত্বাদি উপযুক্ত যন্ত্র দ্বারা অন্যত্র অনুভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার মনে প্রশ্ন উদিত হইবামাত্র আমার মনেও সেই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে। আপনার জিজ্ঞাস্য এই যেমন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল, মুসল-

মানগণের কোরাণ আমাদের সেরূপ কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ নাই। কিন্তু বাইবেলে, কি আছে জানেন কি? আপনি যেমন আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কোনও খোঁজ রাখেন না, খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধেও সেইরূপ। কেবল লোকের মুখে শুনিয়াছেন, আমাদের 'ধর্ম্মশাস্ত্র নাই।' অমনি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যাহাদের সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি পাঠ করিয়া আজ আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সেই পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ আপনার দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করিয়া মোহিত হইয়াছেন এবং সেই সকল গ্রন্থ যথাশক্তি ব্যাখ্যা করিয়া জগতে প্রচার করিতে যত্ন করিতেছেন। বাইবেলখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন, উহাতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে খ্রীষ্টের জন্ম ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস পর্য্যন্ত এবং প্রসঙ্গতঃ অনেক গভীর তত্ত্বোপদেশ সঙ্কলিত আছে। আমাদের মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বহুগ্রন্থেই ঐরূপ ইতিবৃত্ত ও উপদেশসমূহ সঙ্কলিত আছে। সুতরাং তাহার যে কোনও খানিকে ইচ্ছা আপনি ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতে পারেন। আপনি মনে করিতেছেন, ঐ সকল গ্রন্থ অলৌকিক অসম্ভব উপন্যাসে পরিপূর্ণ। বাইবেলেও সেইরূপ আছে, তাহা বাইবেল পড়িলেই দেখিতে পাইবেন। অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, এরূপ আখ্যান ঐ সকল গ্রন্থে আছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, আজ রাত্রে সঙ্কুলান হইবে না। আমি আপনাদের তৃপ্তির জন্য, শ্রীগুরুদেবের মুখে যেরূপ পাইয়াছি, সেইরূপ ধর্ম্মরহস্য কাল প্রাতে বলিতে আরম্ভ করিব। যদি দাদা মহাশয়ের অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে এই খানেই দিন কয়েক উপদ্রব করিব। কিন্তু বাপু, এই রহস্য পড়িয়া বা শুনিয়া অধিগত হওয়া অসম্ভব। থিওরেটিক্যাল অপেক্ষা প্রাকৃটিক্যাল জ্ঞানটাই ভাল। তাহার প্রমাণ এই দেখুন এই সন্ন্যাসীটি আমার সতীর্থ। দাদা আমার, বাল্যে পিতৃহীন

হইয়াছিলেন। এঁর জননী ভিক্ষা করিয়া গর্ভাষ্টমে ইহাঁর উপনয়ন সংস্কার করাইয়া শ্রীগুরুদেবের হস্তে অর্পণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হন। উপনয়নের দুইবৎসর পরে ইহাঁর মাতার মৃত্যু হয়। সেই সময়ে, শ্রীগুরুদেব এঁকে সঙ্গে করিয়া, কিছুদিন শ্রীহরিদ্বারের সন্নিহিত নিজের আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া, ইনি আমাদের এই গ্রামেই আছেন। বিদ্যাশিক্ষার অবসর মাত্রও এঁর ঘটে নাই; অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। যে কোন সভায়, যে কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া দেখিবেন, ইনি তাহার সদুত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সকল সময়ে নয়। ইনি স্থির নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিবেন সেই সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন। ইনি এই জড়দেহ আশ্রয়ের পর, সামান্য সংস্কৃত পাঠ করিয়াছিলেন মাত্র। আর বাঙ্গালা ইহার মাতৃভাষা। যেখানে বাল্য ও কৌমার অতিবাহিত হইয়াছে, সেখানে কোনও বিদ্যালয় নাই। শিক্ষকের মধ্যে এক সন্ন্যাসী। তিনি আবার সর্ব্বদাই আত্মানন্দে বিভোর। কিন্তু তাঁহারই কৃপায় ইহাঁর হৃদয়ে সেই সর্ব্বজ্ঞানময়ের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। যাঁহার নিকটে এ জগতের কিছুই অবিদিত নাই—সেই পরমপুরুষই ইহার হৃদয়ে বসিয়া, সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন, কাজেই ইনি অনায়াসে সকল তত্ত্ব বলিতে পারেন। এমন কিছু আছে যাহা পাইলে জগতে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। বাবা, যদি যথার্থ জ্ঞানলাভের বাসনা থাকে, তবে সেই জিনিষটি জানিতে যত্ন কর, যাহা জানিলে সমুদায় জানা হইবে। সেটি জানিতে হইলে, শ্রদ্ধাবান হইয়া সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে হইবে। জগতে অসংখ্য ভাষা আছে। প্রত্যেক ভাষায় অসংখ্য পুস্তক আছে। যদি কেহ অসংখ্য ধনের অধিপতি হইয়া সেই সমুদায় সংগ্রহ করিতে সমর্থও হয়েন তথাপি, সমস্ত অধ্যয়ন করা মনুষ্যজীবনের কর্ম্ম নয়। তাই আমাদের শাস্ত্র বলিতেছেন—

"অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যম্
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চবিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যম্
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্ ॥"

"আছয়ে অনন্ত শাস্ত্র এই ধরা-মাঝে
জানিবার বহুতর আছয়ে বিষয়।
জীবন জীবের অতি অল্প কাল থাকে,
বহুবিঘ্নে পরিপূর্ণ তাহা সুনিশ্চয়।
সে সব শাস্ত্রের সার কর আস্বাদন,
পূর্ণকাম হ'বে তুমি নাহি কোন ভয়,
হংস যথা নীর ত্যজি' ক্ষীর পান করে
শাস্ত্র-সার সেই মত লহ এ সময় ॥"

আবার সেই শাস্ত্রসমূহ আপাততঃ পরস্পর বিবদমান বলিয়া বোধ হইবে, শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত, তাহার সুমীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তাই শাস্ত্র বলেন—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

"বেদ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, স্মৃতিও অনেকগুলি। এমন মুনিই দেখিতে পাইবে না যাহার অভিপ্রায়, আপাততঃ অপরের সহিত ভিন্ন বলিয়া বোধ না হইবে। কাজেই ধর্ম্মের তত্ত্ব ঐ দিক দিয়া পাইবার

সম্ভাবনা নাই। উহা গুহাতে* নিহিত আছে। সেই জন্ম কোনও মহাজনকে (মহাত্মাকে) আশ্রয়পূর্ব্বক, তিনি যে পথে যান, সেই পথে যাওয়াই কর্ত্তব্য। আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। কাল প্রাতেই, হাত মুখ ধুইয়া বসা যাইবে। প্রথমে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিয়া, তাহার পর আমাদের ধর্ম্মশিক্ষার বৈজ্ঞানিক ক্রম সবিস্তারে বর্ণনা করিবার জন্ম যত্ন করিব। আপনি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাখানি কয়েকবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন। কারণ এই গীতা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মশাস্ত্র। ইহা সকল শাস্ত্রের সার।

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো
দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা
দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

---

* দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা॥—(পঞ্চদশী)

সনাতন ধর্ম্ম-রহস্য

প্রভাত হইবামাত্র অনুমান পঁচিশ ত্রিশ জন লোক আসিয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বহির্বাটিতে উপনীত হইলেন। স্বামীজী গতরাত্রে আপনার আশ্রমে গিয়াছিলেন, তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল। মহেন্দ্রনাথ আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

তিনি আসন গ্রহণ করিবার পর, পূর্ব্বরাত্রের প্রশ্নকর্ত্তা যুবকটি আসিয়া তাঁহার সমক্ষে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মহেন্দ্রনাথও "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া প্রতিপ্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি আপনার নিকট প্রতিশ্রুত আছি, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় হৃদয়ে যতটুকু ধর্ম্মরহস্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যথাশক্তি বর্ণনা করিব। কারণ এই রহস্য অতি গভীর। বাক্যে সমুদয় তত্ত্ব প্রকাশ করা সহজ নয়।

যাহা চিরদিন বর্ত্তমান আছে, তাহাই সনাতন। সুতরাং যে ধর্ম্ম সর্ব্বকালে সমান ভাবে বর্ত্তমান আছে তাহাই সনাতনধর্ম্ম। যাহার উৎপত্তি আছে তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু নাশ বলিতে এখানে অত্যন্তাভাব বুঝাইতেছে না। যাহা যেরূপে ছিল তাহা সেরূপে না থাকার নাম নাশ। এই ধর্ম্মের সেরূপ নাশও কোন দিন সম্ভব নয়।

এই ধর্ম্মের স্বরূপ কি? শুনিবেন? ত্যাগ। আপন ভুলিয়া পরের প্রাণ সঁপে দেওয়া। এ ধর্ম্ম সাধনের উপায় অবশ্য শ্রীগুরুবক্ত্রগম্য। শ্রীগুরুদেবের কৃপার সঙ্গে সে সাধনপদ্ধতি প্রাপ্ত হইতে হয়। যাহার ভাগ্যে সে শুভযোগ যতদিন না ঘটে, ততদিন কান্নাই একমাত্র উপায়। শ্রীগুরুদেবকে নামই দিয়া থাকেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে নাম করিবার শক্তিও

দিয়া থাকেন। সেই শক্তিবলে অচিরেই নামের উদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পিতৃমাতৃদত্ত এই সংসাররূপ পতিটিকে পরিত্যাগ করিয়া—অথবা পরিত্যাগ না করিয়াই গোপনে—সেই পরম-পুরুষের প্রতি অনুরাগ জন্মে। সেই অনুরাগের ফলে শেষে তাঁহার চরণে সমুদায় সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হয়। তখন আর নিজের কথা মনে থাকে না। এই অবস্থাই সাধনার চরম। ইহাই বেদান্ত কথিত অদ্বৈত অবস্থা—ইহাই সোঽহম্ অবস্থা। তখন স ব্যতীত অহম্ থাকে না—তখনই সর্ব্বম্ ব্রহ্মময়ং জগৎ।"

যুবক বলিলেন, "নাম করা ত বৈষ্ণবধর্ম্মের মত।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না বাবা, শুধু বৈষ্ণবধর্ম্মের নয়, নাম করা সকল ধর্ম্মেরই মত। জগতে এমন কোনও ধর্ম্মই নাই যে ধর্ম্মে ইষ্টনাম স্মরণের রীতি নাই। কেবল নিরন্তর স্মরণ করিবার বা জপ করিবার রীতি সকল ধর্ম্মে না থাকিলেও, হিন্দুধর্ম্মের সকল শাখাতেই সেইরূপে নাম-জপের রীতি আছে। হিন্দু ভিন্ন অন্য অনেক ধর্ম্মেও আছে। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্মর্ত্তব্য নাম ভিন্ন ভিন্ন। মানুষের দেওয়া নাম অনেক থাকিলেও, নাম চিন্ময়। চিজ্জগতে তাঁহার বিকাশ। উহা জড়শব্দ মাত্র নহে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এমন একটি নাম আছে যে নামটি সকল প্রাণীই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নিরন্তর জপ করিতেছে। শুধু প্রাণী কেন? যাঁহার বহিঃকর্ণ রুদ্ধ হইয়া অন্তঃকর্ণের বিকাশ হইয়াছে, তিনিই শুনিতে পান যে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই সেই নাম নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। জেনে করাই জপ—সেই জপ সিদ্ধ হইলেই নামের উদয় হয়।"

যুবক বলিলেন 'কৈ? সে নাম কি? আমি ত কখনও সে নাম জপ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "জানিয়া কর নাই বটে, কিন্তু না জানিয়াও

নিরন্তরই সেই নাম জপ করিতেছ। সকল দেশের সকল ধর্ম্মের উন্নত সাধকমাত্রেরই হৃদয়ে সেই নামের উদয় হইয়াছে। শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া "ওমা ওমা" করিয়া কাঁদিয়া উঠে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার বর্ত্তমান জড়দেহে সেই নাম করা আরম্ভ হয়। যে দিন হইতে জানিয়া জপিতে আরম্ভ করে, সেই দিন হইতেই সে যথার্থ কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হয়। সেই নামটি পরম পবিত্র প্রণব। প্রাণীমাত্রেরই রোদন ধ্বনিতে সেই নামের আভাস পাইবে। তাঁহার আর যে সব নাম, তাহা ভক্তগণ চিন্ময়জগৎ হইতে স্ব স্ব অধিকারানুসারে প্রাপ্ত হইয়া, তাহা আশ্রয়পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া থাকেন। মনুষ্য সাধারণের নিকট মা নামটি বড়ই মধুর। সকলেই "ওমা" বলিয়া ডাকিতে পারিলেই কৃতার্থ হয়। কিন্তু প্রেমিকের নিকট কৃষ্ণও নামটি মধু হইতেও মধুর। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল—

> "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
> সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্॥"

তাই ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

> "মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্
> সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
> সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
> ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ-নাম॥"

শুনিয়াছি মাই কৃষ্ণ দেন। আমি কৃষ্ণ পাই নাই, কেবল অপরা-শক্তিগণের সাহায্যে তাঁহার পরাশক্তির আশ্রয় লাভ করিবার জন্য যত্ন করিতেছি। সেই পরাপ্রকৃতি শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণ ধনে ধনী। তিনি নিত্য তাঁহার শ্রীঅঙ্গে জড়িতা। তাঁহার কৃপা না হইলে, সে মধুর মিলন

দর্শনের অধিকার হইবে না। পাই নাই, তাই আজিও এত বাচালতা করিবার অবসর আছে। যদি ভাগ্যবলে কখনও তাঁহাকে পাই, এ বাচালতা জন্মের মত চলিয়া যাইবে।"

যুবক বলিলেন, "সকলে কি সেই কৃষ্ণকেই পাইবে?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আর কি পাইবার আছে বাবা? তাঁর শ্রীমুখের বাক্য কি শুন নাই—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

কোনটা যে বিধি তা আমি তোমায় বলিতে পারিব না। কারণ আমি আমার শ্রীগুরুরূপ মহাজনের মুখে যে বিধি পাইয়াছি, তাহা কাহাকেও আজিও বলিবার অধিকারী হই নাই। প্রাপ্তব্য বস্তু প্রাপ্ত না হইয়া অপরকে পাইবার পথ দেখাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। শাস্ত্রের সাহায্যে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিবে না। কারণ আপাততঃ তোমার বোধ হইবে—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং॥"

সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে বোধ হইবে—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"

কিন্তু যখন ভাগ্যফলে মহাজনের প্রতি অচলা শ্রদ্ধার উদয় হইবে, তখনি বুঝিতে পারিবে—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥"

লক্ষ্য করিও মহাজনপদ একবচনান্ত। যিনি তোমার মহাজন তাঁহারই চরণে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া তাঁহারি নির্দ্দেশমত চলিতে হইবে।"

যুবক বলিলেন, "সে মহাজনকে পাইব কোথায় ?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেন বাবা ? সে মহাজন ত আজিও তোমার ঘরেই রহিয়াছেন। ঘটান্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন কি ? জান না কি বাপ, তিনি যে তোমায় এই কর্ম্মভূমিতে আনিবার জন্ত আগেই মাতৃরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—পূর্ণকাল পর্য্যন্ত তোমায় জঠরে বহন পূর্ব্বক কত কষ্ট সহ্য করিয়া তোমায় এই পৃথিবীর আলোক দেখাইয়াছেন—যখন তুমি নিতান্ত নিরাশ্রয় শিশু ছিলে, নিজ দেহ হইতে স্তন্যরূপ সুধাদানে তোমায় রক্ষা করিয়াছেন, তোমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই আজিও এমন মাকে চিনিতে পার নাই—সেই প্রণবরূপিণী পরাৎপরার পাদপদ্মে আজিও প্রাণমন ঢালিয়া দিতে পার নাই। তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া আবার পরমেশ্বরের দেখা পাইবে কোথায় ? নিরাকার পরব্রহ্ম ?—কোন চক্ষে দেখিবে ?—কেমন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবে ?—কৃষ্ণ ?—মা'কে ছাড়িলে ত কৃষ্ণও পাওয়া যায় না। সেই কাত্যায়নী মহামায়া মহাযোগিনিগণের অধীশ্বরীর কৃপা না হইলে সেই নন্দগোপসুত শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়া যায় না। তুমি মনে করিতেছ, একি সেই মা ? হা অবোধ,—সেই মা বই কি আবার একটা মা আছে ? যদি কাহারও থাকে, সে ত মা নয়, সে বিমাতা ; সেই মাই এই মা—এই মাই সেই মা—সেই মাই এই মা হইয়া আসিয়াছিলেন—তুমি যাঁহার, তোমাকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন—তুমি তাঁহাকে চিনিলে না—যাহা চাহিবার তাহা তাঁহার কাছে চাহিলে না—তাই তিনি তোমায় খেলনা দিয়া ভুলাইয়া—কার্য্যান্তরে ব্যাপৃতা। তুমি মনে করিতেছ, এখন তোমার প্রতি তাঁহার ত আর সে ভাব নাই ? হা স্বার্থপর অবোধ, তুমি কেমন করিয়া বুঝিলে যে সে ভাব আর নাই ?—সে ভাব যে তাঁর নিত্য, তা কি বুঝিবার ?

তুমি স্বার্থান্ধ তাই দেখিতে পাইতেছ না। তুমি নিজে যেমন, মায়ের হৃদয়দর্পণে তেমনি ছবিই দেখিতেছ। আজ হইতে সকল ভুলিয়া সস্ত্রীক তাঁহার চরণে প্রাণমন ঢালিয়া দাও। তাঁহার সুখস্বচ্ছন্দ-বিধান জীবনের একমাত্র ব্রত কর। অচিরাৎ দেখিতে পাইবে, পরিবর্ত্তন তাঁহার হয় নাই—তোমারই হইয়াছিল—তোমার ভাবি দুর্দ্দশা দেখিয় তিনি নীরবে রোদন করিতেছিলেন। তোমার সুদশা দেখিলেই আবার তিনি হাস্যমুখী হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে তোমার দুর্দ্দিন চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইবে।

এখন এই পর্য্যন্তই থাক্। মধ্যাহ্নের পর আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের স্বরূপ বলিব। এখন সকলে স্নানাদি করুন গিয়ে।"

THE BAGBAZAR READING LIBRARY ESTD. 1883 CALCUTTA.

শাস্ত্র গ্রন্থ

মধ্যাহ্নের পর আবার সকলে সমবেত হইলে মহেন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন যুবা একটি দীর্ঘ অথচ অল্প পরিসর বাক্স হস্তে ঝুলাইয়া লইয়া বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই, মহেন্দ্রনাথ "আরে, নিমাই দাদা যে ?" বলিয়া ব্যস্ত ভাবে দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিলেন। যুবাও বাক্সটি ভূমে রাখিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মহেন্দ্রনাথ তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভাই, বুঝ্‌তে পার্‌চি আপনি শ্রীগুরুদেবের আদেশেই এসেছেন, এটাও বুঝ্‌তে পার্‌চি যে, তাঁর আদেশে আমায় আগামী কার্ত্তিকী মহা-নিশায় তাঁর চরণ সমীপে উপনীত হ'তে হ'বে। এ কথাটাও অনুভূত হল যে, আপনি বর্দ্ধমানে যাবার জন্ত বাহির হয়েছেন। কিন্তু যখন এসেছেন তখন আপনার সেই গানটি একবার এই ভদ্রলোকগুলিকে শোনাতে হবে! তারপর যখন একজন গৃহস্থ ব্রাহ্মণের গৃহে এসেছেন, তখন কিঞ্চিৎ ভগবৎ-প্রসাদ সেবা করে বর্দ্ধমানোদ্দেশে গমন কর্‌লে বেশী বিলম্ব হবে বলে বোধ হয় না।"

যুবাটি বলিলেন "আপনার আদেশ আমার বিনা বিচারেই পালন করা কর্ত্তব্য।" মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গেই, স্বামীজী ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। যুবাটি তাঁহাদিগকেও প্রণাম করিলে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "ভাই, ইনি আমার বৈবাহিক, আর, ইনি আমাদের শ্রীগুরুদেবের একজন শিষ্য—সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থিত। আপনি ইঁহাদের ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই। এঁরাও আপনাকে চেনেন না, কাজেই

পরিচয় দেই, ইনি একজন কায়স্থ সন্তান। নাম শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ দত্ত। একজন ভূস্বামীর বর্দ্ধমানের জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক, আমার গুরুভাই। বেশী পরিচয় দিবার এখন অবসর নাই। এখন আসুন।" এই বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের আসনের নিকট বসাইলেন।

যুবকটি বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এমন সজ্জন সমাগমে বেশীক্ষণ থাকবার উপায় নাই। যাই হোক, আগে দাদার আদেশ পালন করি। তার পর কাজেই যত শীঘ্র সম্ভব গন্তব্য স্থানে যেতে হবে।" এই বলিয়াই তিনি বাক্সটি খুলিয়া একটি সুন্দর সুর-বাহার বাহির করিয়া সুর মিলাইলেন। তার পর "রাজ-বিজয়" রাগের আলাপ করিয়া গাহিলেন—

রাজ-বিজয়—চৌতাল।

"পরম পবিত্র প্রণয়ের ধ্বনি রয়েছে ভুবন ভরিয়ে।
শোন ওরে প্রাণ, সে মধুর তান,
যাবিরে সকলি ভুলিয়ে॥
ওই নাম তাঁর—ওই রে মূরতি
ওই ধ্বনি বিনে নাহি অন্য গতি,
বলিতে ত নাই—এ দেহে সম্প্রতি
শুনে শুধু রহ মাতিয়ে॥
পতির নাম সতীর বলিতে ত নাই,
স্মরিতে ত বাধা নাহি কিছু ভাই,
হের রূপ তাঁর অচিন্ত্য অপার
কেবা বাধা দিবে তায়—
প্রাণ রে কানে শুন বাজিছে মুরলী
সে ধ্বনি অন্তরে শুনরে কেবলি
শ্রীরাধার মত দেহ-ধর্ম্ম ভুলি'—
থাক পদপাশে পড়িয়ে॥"

গানটি যুবা বিভোর হইয়া গাহিলেন। মাঝে মাঝে যখন নিজে নীরব হইয়া যন্ত্রে বাজাইতেছিলেন, তখন মনে হইতেছিল যেন যন্ত্রটি গানের কথাগুলিই বলিতেছে।

তিনি গানটি তিনবার গাইলেন, তার পর যন্ত্র আবার বাক্সে বন্ধ করিলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া কিছু জলযোগ করাইলে, তিনি বাহিরে আসিয়া "ব্রাহ্মণগণের চরণে প্রণাম" বলিয়া একপার্শ্বে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক ব্যস্ত ভাবে বাহির হইয়া গেলেন। তখন মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "আপনারা এঁকে বোধ হয় অতি অল্প বয়স্ক মনে কর্‌বেন। কিন্তু এর বয়স এখন চল্লিশ বৎসরেরও অধিক। আমি যখন কালীঘাটে শ্রীগুরুদেবের আশ্রমে থেকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম শেষ করি, সে সময় একে অতি অল্প বয়স্ক দেখেছিলাম। শেষে শ্রীগুরু-দেবের কৃপায়, কায়স্থ-বংশে জন্মেও আজ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ। শ্রীগুরু-দেবের শ্রীমুখেই শুনেছি এবং নিজেও বুঝ্‌তে পার্‌চি যে, ইনি সংসারের সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করেও, নিরন্তর ব্রহ্মানন্দে বিভোর। বড়ই সুন্দর অবস্থা। শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্॥"*

এ সকল গুণই এঁতে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করে, অনেকেই আর এখন ব্রাহ্মণত্বলাভে যত্ন করেন না।"

---

* শম (চিত্তের স্থিরতা), দম (ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযম), তপ, শৌচ (অন্তর-বাহির শুদ্ধি), ক্ষান্তি (সামর্থ সত্ত্বেও অপরের অনিষ্ট সহ্য করা), আর্জব (সরলতা), জ্ঞান (শাস্ত্র বিদ্যা), বিজ্ঞান (পরমতত্ত্বের জ্ঞান), আস্তিক্য (ঈশ্বরে বিশ্বাস), এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

যুবকটি বলিলেন, "ব্রাহ্মণ-বংশে না জন্মেও কি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আজকাল সুদুর্লভ বটে, কিন্তু এই ভারতের এমন একদিন ছিল, যখন অতি হীনবংশে জন্মেও শ্রীগুরুকৃপা লাভের অধিকারী হয়ে, শেষে মহর্ষিত্ব পর্য্যন্ত লাভ করেছিলেন। শাস্ত্রে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাঁদের মধ্যে মহর্ষি সত্যকাম জাবাল একজন। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডে দেখা যায়, যে সত্যকাম জাবাল মহর্ষি হাবিদ্রুমত গৌতমের নিকট ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণের প্রস্তাব করেন। তাহাতে গৌতম জিজ্ঞাসা করেছিলেন "কিং গোত্রো নু সোম্যাসি?"* তদুত্তরে সত্যকাম বলেছিলেন, "নাহমেতদ্‌বেদ ভো যদ্‌ গোত্রোঽহমস্মি। অপৃচ্ছং মাতরং। সা মা প্রত্যব্রবীদ্‌ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিনী যৌবনে ত্বাম্‌ অলভে। সাহম্‌ এতন্ন বেদ যদ্‌ গোত্রস্ত্বমসি জাবালা তু নামাহমস্মি সত্যকাম নাম ত্বমসীতি। সোঽহং সত্যকামো জাবালোস্মি ভো ইতি॥"† তদুত্তরে গৌতম বললেন, "নৈতদ্‌ অব্রাহ্মণো বিবক্তুম্‌ অর্হতি।"‡ এই ব'লে তার উপনয়ন সংস্কার করে, সাধনাদি শিক্ষা দিয়েছিলেন। এমন অনেক উদাহরণ শাস্ত্রে আছে। ফলে—

---

* "হে শোভন তোমার কি গোত্র?"

† "আমি ত আমার কি গোত্র তা জানি না। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যুত্তরে এই বলিয়াছেন 'আমি যৌবন সময়ে বহুজনের পরিচর্য্যা করিয়াছি। তাহাতেই তোমার জন্ম হইয়াছে। আমি জানি না তোমার কোন্‌ গোত্র। আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম।' অতএব আমি সত্যকাম জাবাল। এই আমার পরিচয়।"

‡ "ব্রাহ্মণ না হলে এমন সত্য অপরে বলিতে পারে না।"

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাদ্ ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।"*

আমার বিপ্রত্ব পর্য্যন্ত লাভ হয়েছে। ব্রাহ্মণত্ব লাভ হবে এমন আশাও রাখি। তখন ঐ নিমাই ভায়ার মত নীরবে বাহ্যজগতের কাজ দুহাতে করে প্রাণটা তাঁতে নিরন্তর লগ্ন রাখ্‌তে সমর্থ হবো। এখন আর, বাবা, ব্রাহ্মণের ছেলেদের উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-বাসের রীতি নাই বল্লেই হয়। অনেকের উপযুক্ত সময়ে উপনয়নই হয় না। সময়ে সময়ে শুন্‌তে পাই, বিবাহের স্থিরতা হয়ে তবে উপনয়ন দেওয়া হয়। তার পর শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণবংশীয় ব্যক্তি আপৎ কালে বৈশ্যবৃত্তি পর্য্যন্ত স্বীকার কর্‌তে পারেন, কিন্তু শূদ্রবৃত্তি—পরসেবা কখনই স্বীকার কর্‌বেন না। কিন্তু আজকাল ঐ শূদ্রবৃত্তিই অনেক ব্রাহ্মণবংশীয়ের উপজীব্য হয়েছে।"

যুবক বলিলেন, "কি করবে বলুন? পরিবার পালন করা ত চাই। যজমানী কাজের আর সেরূপ প্রাপ্তি নাই?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পৌরহিত্যাদি না শিখে করতে গেলে আর প্রাপ্তি হবে কিসে? বেশী দূরে খুঁজতে হবে না। ঐ চূড়ামণিমহাশয় বসে রয়েছেন। এ অঞ্চলের অনেকেই জানেন, যে উনি চিকিৎসক-পরিত্যক্ত রোগীকে কেবল চণ্ডীপাঠ করে শুনিয়ে আরোগ্য কর্‌বার ক্ষমতা রাখেন। তুমিও বাবা চেষ্টা কর্‌লে যে সে ক্ষমতাটা না পেতে পার এমন নয়। কিন্তু ও কথা থাক। আমি যে বহুদিন বৈবাহিক

---

* জন্ম দ্বারা শূদ্র হয়, তৎপরে উপনয়ন সংস্কার পর্য্যন্ত হইলে দ্বিজত্ব হয়। বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্রত্ব লব্ধ হইয়া থাকে। ব্রহ্মানুভূতি হইলে তবে ব্রাহ্মণ-পদ-বাচ্য হয়।

গৃহে অবস্থান ক'রে, তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারবো না, তা নিশ্চয়। এখন যা জিজ্ঞাস্য থাকে তা জিজ্ঞাসা কর।"

যুবক বলিলেন, "আপনি বলেছেন মাকে দেবতার মত পূজা করা চাই।"

মহেন্দ্রনাথ ঈষদ্‌হাস্য বদনে বলিলেন, "না বাবা, তা বলি নাই। দেব দেবীরাও আমাদের কাছে চাউল কলার প্রত্যাশা করেন না। কায়মনোবাক্যে ভক্তি শ্রদ্ধারই প্রয়োজন। মাকেও তাই দিতে হবে।"

যুবক বলিলেন, "অন্যান্য ধর্ম্মের যেমন এক এক খানি ধর্ম্ম শাস্ত্র আছে, আমাদের সেরূপ কিছু আছে কি ?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যদি একখানি মাত্র চাও ত শাক্তগণের জন্য শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণ, বৈষ্ণবগণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ, আর সকলের জন্যই শ্রীমহাভারত। শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের দুর্গা সপ্তশতী, আর মহাভারতের গীতা সপ্তশতীই সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি। গীতা জগতের সকলের কাছেই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র রূপে স্বীকৃত হবার উপযুক্ত গ্রন্থ। কিন্তু বাপু আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থের শিরোমণি হচ্ছে ঋক্ যজু ও সাম এবং সঙ্গে সঙ্গে অথর্ব্ববেদও বটে। এই বেদ-গুলির অপর নাম শ্রুতি, কেন না, এগুলি শ্রীগুরুমুখে শুনিয়াই অভ্যাস করতে হয়। ব্রাহ্মণগণের অন্ততঃ নিজ নিজ শাখাটিও আয়ত্ত করা প্রয়োজন। তারপর স্মৃতি। তারপর পুরাণ। তারপর দর্শন। এ সমুদায়ের মধ্যে শ্রীগুরুদেব যা যে শিষ্যের গ্রহণ করবার প্রয়োজন বুঝেন, তারে তাই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সব জানা সহজ ব্যাপার নয়। আর এ সমুদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলাও আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। তবে গুরুগণের কৃপায় যা যৎকিঞ্চিৎ পেয়েছি তার আভাষ তোমার তৃপ্তির জন্য বলি।"

যুবক বলিলেন, "গুরুগণ বললেন, আপনার কি অনেক গুরু ?

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমাদের সকলেরই গুরু অনেক। প্রথম গুরু জননী, তিনিই আমার বাক্য স্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোকগুলি শয্যা ত্যাগের পূর্ব্বে আবৃত্তি করতে শিখিয়ে ছিলেন, আর কি সৎ কি অসৎ তাও শিখিয়ে ছিলেন। এখনকার মায়েরা সে সব জানেন না, কাজেই শেখান না। আবার শেখালেও প্রকৃতিবশে সকল ছেলে শেখে না। তারপর আমাদের গুরু পিতা প্রভৃতি, আর শিক্ষাদাতাগণ। শেষ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়েই মানব কৃতার্থ হয়। এই-রূপ গুরুগণের কাছে জেনেছি যে, বেদ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ ভাগের চরম ও পরম ভাগের নাম উপনিষৎ। মুক্তি-কোপনিষদে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

"ঋগ্বেদাদি বিভাগেন বেদাশ্চত্বার ঈরিতাঃ।
তেষাং শাখা হ্যনেকাঃ স্যু স্তাসূপনিষদস্তথা ॥
ঋগ্‌বেদস্য তু শাখাঃ স্যু রেকবিংশতি-সংখ্যকাঃ।
নবাধিকশতং শাখা যজুষো মরুতাত্মজ ॥
সহস্র-সংখ্যয়া জাতাঃ শাখাঃ সাম্নঃ পরন্তপ।
অথর্ব্বণস্য শাখাঃ স্যুঃ পঞ্চাশদ্‌ভেদতো হরে ॥
একৈকস্যাস্তুশাখায়া একৈকোপনিষন্মতাঃ ॥"*

* বেদ ঋগাদি চারিভাগে বিভক্ত। তাহাদের শাখা অনেক। তাতেই উপনিষৎসমূহ আছে। হে মরুতাত্মজ ঋক্ বেদের শাখা একুশটি, যজুর্ব্বেদের শাখা একশত নয়টি, সামবেদের এক হাজার, অথর্ব্ব বেদের শাখা পঞ্চাশটি, এক এক শাখায় উপনিষৎ এক একটি।

অবেই এক হাজার একশ আশীখানি খালি উপনিষদ ছিল। কিন্তু তারপর উপনিষৎ সংখ্যা নির্দ্দেশ সময়ে বলেছেন—

"মাণ্ডুক্যমেকমেবালং মুমুক্ষূণাং বিমুক্তয়ে।
তথাপ্যসিদ্ধং চেজ্জ্ঞানং দশোপনিষদঃ পঠ॥
তত্রাপি দৃঢ়তা নোচেদ্‌বিজ্ঞানস্যাঞ্জনাসুত।
দ্বাত্রিংশাখ্যোপনিষদং সমভ্যস্য নিবর্ত্তয়॥"*

এই বলিয়া তিনি একশত আটটি মাত্র উপনিষদের নাম করেছেন। ঐ একশত আট উপনিষদের মুদ্রিত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়। শ্রীগুরু দেবের নিকট এই একশত আটখানিরই হস্ত লিখিত পুঁথি আছে। এইত বাবা, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ। তারপর স্মৃতি। স্মৃতির সংখ্যা কুড়ি খানি। সকল গুলিই পাওয়া যায়। কিন্তু এখন আমাদের দেশে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব নামক গ্রন্থই স্মৃতির আসন অধিকার করে আছে। তার পর পুরাণ ও ইতিহাস। আঠার খানি পুরাণ ও অনেক উপপুরাণ আছে। রামায়ণ আর মহা-ভারতই আমাদের ইতিহাস গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্ম শ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥"†

---

*"মুমুক্ষুগণের মুক্তির জন্য এক মাত্র মাণ্ডুক্য উপনিষৎই যথেষ্ট। যদি অত অল্পে তোমার না তৃপ্তি হয় দশটি উপনিষৎ পাঠ কর। হে অঞ্জনা-নন্দন, তাতে তৃপ্ত না হও যদি বত্রিশ খানি উপনিষদ অভ্যাস করে নিবৃত্ত হও।

† স্ত্রী শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুগণের (অজ্ঞ ব্রাহ্মণের) বেদে অধিকার নাই। এরূপ মূঢ়গণের শ্রেয় লাভের জন্য মুনি বেদব্যাস কৃপাবলে মহাভারত ও পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন।

এই শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণগুলিতে সকলেরই অধিকার আছে। এর পর ছয়খানি দর্শন—যথা—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং কর্ম্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসা। এ সবই উপযুক্ত গুরুর নিকট পড়্‌তে হয়। তুমি বাবা, এখন গায়ত্রী-জপ ও শিষ্টাচারের সঙ্গে মাতৃ-সেবা কর, আর গীতা আবৃত্তি কর। তার পর দীক্ষা পাবার অবস্থা হলেই, গুরু পেয়ে যাবে। পড়া শুনার চেয়ে, সাধনেই জ্ঞান বৃদ্ধি হয়।"

যুবা বলিলেন, "তাই কর্‌বো।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মন থাক্‌লে সবই আপনা আপনি হ'য়ে যাবে বাবা।"

যুবক বলিলেন, "আপনার এই আশীর্ব্বাদের ফলে, অবশ্যই আমার সুমতি হ'বে। এখন অনুগ্রহ ক'রে এই দর্শন ছয়খানিতে কি আছে বলুন।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দর্শনগুলির উদ্দেশ্য নিত্যসুখের অনুসন্ধান। সেই নিত্যসুখ নিঃশ্রেয়স, অপবর্গ, মোক্ষ ইত্যাদি নামে নির্দ্দিষ্ট। মানুষ সুখ চায় কিন্তু দুঃখ চায় না, অথচ লৌকিক সুখ দুঃখ পরস্পর এক সঙ্গে জড়িত। তাই কবি বলেন, 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।' এ সংসারে সুখের পর দুঃখ আর দুঃখের পর সুখ হইবেই। আবার বেশ ধীর ভাবে ভেবে দেখ্‌লে বোঝা যায়, লৌকিক সুখ দুঃখ সংস্কার-জাত। এক জন যারে সুখ বলে, আর একজন তাকেই দুঃখ বলে। রুচি ভেদে যা এক জনের প্রিয়, তাই অপরের অপ্রিয়।

ছয়টি দর্শনের প্রথমটির নাম ন্যায়দর্শন। এটি মহর্ষি অক্ষপাদ গৌতম কৃত পাঁচশ একুশটি সূত্রে গ্রথিত। ন্যায়ের প্রথম সূত্র এই—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং-তত্ত্বজ্ঞানাৎ-নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

প্রমাণাদি ষোড়শ তত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ অত্যধিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়ে নিত্য সুখের অধিকারী হওয়া যায়। কিরূপে তাহা দ্বিতীয় সূত্রে বলিতেছেন—

"দুখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্-উত্তরোত্তরাপায়েতদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।" ঐ প্রমাণাদি দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয় কাজেই দোষ ও প্রবৃত্তি ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তখন আর জন্ম হয় না কাজেই দুঃখের নাশ হয়। ৫২১ সূত্রে এই কথাই সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

তার পর বৈশেষিক দর্শন। দর্শনকার মহর্ষি কণাদ। তিনি মহর্ষি অক্ষপাদের গ্রন্থের উপর আর এক ধাপ তুললেন। তাঁর প্রথম সূত্র করলেন—

অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥" তারপর সূত্র করলেন—"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

তারপর তৃতীয় সূত্র—"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম॥" তারপর "ধর্ম্মবিশেষপ্রসুতাৎ দ্রব্যগুণকর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্।" এইরূপ প্রতিজ্ঞার পর তিনি নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় বলেছেন। দ্বিতীয় সূত্রে—অভ্যুদয় (তত্ত্বজ্ঞান) ও নিঃশ্রেয়স্ (আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি) যাহা দ্বারা লব্ধ হয় তাহাই ধর্ম্ম বলে বল্লেন, সেই ধর্ম্মের প্রতিপাদক আম্নায় (বেদ), সেই বেদ প্রমাণরূপে স্বীকৃত। ধর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়। তখন মানবের দ্রব্য (ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, কাল, দিক্, আত্মা ও মন), গুণ, কর্ম্ম, এবং তত্ত্বাদৎ সামান্ত, বিশেষ ও সমবায় বোঝবার শক্তি ও অধিকার হয়। দ্রব্য গুণের আধার; গুণ দ্রব্যাশ্রিত রূপ-রসাদি চব্বিশ

তত্ত্ব ; কর্ম্ম ঐ সকল দ্রব্যের উৎক্ষেপন, অবক্ষেপন, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গতি এই পাঁচপ্রকার কার্য্য। সামান্য শব্দে জাতি যেমন অচেতন, চেতন ইত্যাদি। বিশেষ যেমন মনুষ্য গবাদি। মিলিত বা মিশ্রিত না হ'য়ে একস্থানে অবস্থানের নাম সমবায়। যেমন সূত্রে সমবায়ে বস্ত্র। বস্ত্রে সূত্রগণ মিশ্রিত হয়ে নিজ অস্তিত্ব হারায় না অথচ স্বতন্ত্রও নয়। যাহা গন্ধের সমবায়ী কারণ তাহার নাম ক্ষিতিতত্ত্ব। যাহা রসের সমবায়ী কারণ তাহাই অপ্‌তত্ত্ব। যাহা রূপের সমবায়ী কারণ তাহাই তেজস্তত্ত্ব। যাহা স্পর্শজ্ঞানের সমবায়ী কারণ তাহারই নাম বায়ুতত্ত্ব। আর যাহা শব্দের বা শব্দজ্ঞানের সমবায়ী কারণ তাহারই নাম ব্যোম-তত্ত্ব। ব্যোম-তত্ত্বে রূপ রসাদি অপর চারি গুণের সত্তা নাই। কিন্তু বায়ুতত্ত্বে শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ ; তেজস্তত্ত্বে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, অপ্‌তত্ত্বে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এবং ক্ষিতিতত্ত্বে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণই বিদ্যমান আছে। কাল নিত্য, বিভু ও অনুমেয়। ইহা অতীতাদি প্রত্যয়ের হেতু অনাদি অনন্ত। দিক্‌ দূর নিকট সম্মুখ পশ্চিমাদি জ্ঞানের সাধন। আকাশ দিক্‌ আর কাল বৈশেষিক মতে একই ; কেবল প্রয়োজন ভেদে পৃথক। জ্ঞানাদির অধিকরণ আত্মা। ইহা দেহাদি হ'তে স্বতন্ত্র। আধার ভেদে স্বতন্ত্র অনুভূত হলেও সর্ব্বত্রানুস্যূত এক, অখণ্ড, অজ, অমর, অজর ও প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। "প্রাণাপান-নিমেষোন্মেষজীবন-মনোগতীন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষ-প্রযত্নশ্চাত্মনো লিঙ্গানি।" মন সুখ দুঃখাদিবোধের হেতু নবম দ্রব্য। "আত্মেন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষে জ্ঞানস্য ভাবাভাবাশ্চ মনসো লিঙ্গম্‌।" ইন্দ্রিয়গণ দর্শন শ্রবণাদি কার্য্য করে বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত মন ঐ কার্য্য-বার্ত্তা আত্মাকে না দেন, সে পর্য্যন্ত দর্শনাদি জ্ঞান হয়

না। অন্যমনস্ক থাক্‌লে পেটা ঘড়ির আওয়াজও শোনা যায় না। এই সকল দ্রব্যগুণাদির বিচার দ্বারা ও বহু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিচার করে স্থির করেছেন, জগতের মূল কারণ নিত্য। ভূতায়ু, ব্যোম, কাল ও আত্মা নিত্য আর সব অনিত্য।

মনকে বিষয়ান্তর থেকে সংগ্রহ ক'রে আত্মাভিমুখী কর্‌লে যখন মন সুদীর্ঘ কাল ধ্যেয় বিষয়ে থাক্‌তে সমর্থ হয় তখন মন নিঃশ্রেয়স পথের পথিক হয়।

মনের ঐরূপ একাগ্র অবস্থা ঘটিলে মন আত্মায় চির যুক্ত থাকে। অমৃত-বিন্দু-শ্রুতি বলেন—

> "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
> বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥"

মানুষের মনই বন্ধন বা মুক্তির কারণ। বিষয়ে আসক্ত মনই বন্ধনের হেতু, কিন্তু নির্ব্বিষয় অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়ে আসক্তি শূন্য মনই মুক্তির হেতু হয়।

কিন্তু কণাদের মত ঠিক তা নয়। তিনি বলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ধর্ম্মাধর্ম্মাদির প্রভাবে আত্মার অপসর্পণ (দেহত্যাগ) উৎসর্পণ (দেহান্তরাশ্রয়) এবং সে দেহেও তদ্বৎ কার্য্যাদি হ'য়ে থাকে। মনকে আত্মায় নিরন্তর যুক্ত রাখ্‌তে পার্‌লে সেরূপ হয় না—পুনঃ শরীর উৎপন্ন হয় না। প্রায়শঃ মন পূর্ব্ব শরীরেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আত্মায় আপনাকে লগ্ন রাখেন। তখন দেহ আকাশাদির ন্যায় সুখ দুঃখ হীন থাকে। বিদেহাবস্থাতেও সেইরূপই থাকে—ইহাই নিঃশ্রেয়সাধিগম।

সাংখ্যকার কপিল বলেন, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ জ্ঞানের অধীন সত্য, কিন্তু সে জ্ঞান প্রকৃতি পুরুষ বিবেকরূপ তত্ত্বজ্ঞান। পুরুষ অপরিণামী অর্থাৎ সর্ব্বদা একাবস্থায় অবস্থিত ব'লে, তার কোন বিভাগ

কল্পিত হ'তে পারে না। প্রকৃতিই পরিনামশীলা। প্রকৃতিও পুরুষের ন্যায় অনাদি অনন্ত নিত্য ও অসীম। প্রকৃতিকে অব্যক্ত ও প্রধান নামেও অভিহিত করা হয়। সত্ত্ব রজঃ তমের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতির অবিকৃত অবস্থা। তাই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব লঘু ও প্রকাশক, জ্ঞান-শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি ইহার ধর্ম। গীতা বলেন—

"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥"

সত্ত্ব নির্ম্মল বলিয়া প্রকাশক এবং অনাময় (বিকৃতি শূন্য), জ্ঞান ও সুখে আসক্তি জন্মাইয়া তাহা বন্ধনের হেতু হয়। তন্মধ্যে রজঃ চলনশীল, ক্রিয়া শক্তি ইহার ধর্ম। গীতা বলেন—

"রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥"

রজঃ স্বতই রাগাত্মক, তৃষ্ণা (লালসা) ও সঙ্গ (আসক্তি) হইতে তার উৎপত্তি। রজোগুণ মানুষকে কর্ম্মাসক্তি পরায়ণ করিয়া বন্ধনের হেতু হয়। আর তমঃ গুরু ও আবরক। অজ্ঞানাদিই ইহার ধর্ম। গীতা বলেন—

"তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহকং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥"

আর তমোগুণ অজ্ঞানতা হইতেই জন্মে। তাহা মোহের কারণ হইয়া প্রমাদ আলস্য নিদ্রা দ্বারা মানুষের বন্ধনের হেতু হয়। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতির ক্রিয়া নাই। তিনি তখন সর্ব্বশক্তিমতী ও সর্ব্বব্যাপিনী হইয়াও ক্রিয়ারহিতা। "গুণবৈষম্যে সৃষ্টি।" প্রকৃতি তখন বহুরূপিনী। পুরুষ সান্নিধ্যে প্রকৃতির বিকার। তাঁর প্রথম বিকার

মহত্তত্ত্ব। ইহাই সত্ত্বপ্রধান প্রথম বিকাশ বা বিকার। ইহাই জ্ঞান স্থানীয় তা' থেকেই অহঙ্কার তত্ত্বের বিকাশ।

শরীরোৎপত্তির পর মহত্তত্ত্ব অনন্ত দেহে পরিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করলেও একই। অহঙ্কার তত্ত্ব প্রতিদেহে অহং মম বুদ্ধির হেতু। তৎ-পরিণামে একাদশ ইন্দ্রিয় (মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং পঞ্চতন্মাত্রের বিকাশ। তন্মাত্রগণই ভূত সূক্ষ্ম বা পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাবস্থা। এই সূক্ষ্মাবস্থাটা মনে ভেবে ঠিক করা দুর্ঘট। এ সকল যে পরে পরে উৎপন্ন একথা পুরাণাদিতে বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। সাংখ্য শাস্ত্রেও আছে। মহদাদি তন্মাত্র পর্য্যন্ত হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গ শরীর। তাহাতেই ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য লিঙ্গ শরীরের উৎপত্তি। ইহারা মহাপ্রলয়ে বা তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ে আবার কারণে লীন হ'বে, নচেৎ স্থূল আবরণ আশ্রয়ে বার বার আসবে। ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রের অভিপ্রায়।

সাংখ্যকার প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ প্রমাণ দ্বারা তাঁর মত স্থাপিত করেছেন। চতুর্বিংশতিতত্ত্বরূপা প্রকৃতি এবং পুরুষ, এই পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বের নিরন্তর ধ্যান দ্বারা যে জ্ঞান, তারি ফলে জীবের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি-রূপ পুরুষার্থের উৎপত্তি হয়। এ সাধনও একপ্রকার যোগ। গীতা বলিয়াছেন—

"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতি মোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥"

অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ, জ্ঞানচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া পূর্ব্বে (গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে) কথিত উপায়ে ভূত সমূহের জড়নিষ্ঠ প্রকৃতির মোক্ষোপায় জানিতে পারেন, তিনি প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব জ্ঞানলাভ করেন।

তারপর পাতঞ্জল দর্শন বা যোগশাস্ত্র। দর্শন-কর্ত্তা মহর্ষি পতঞ্জলি। ইহা নিত্যানন্দমন্দির প্রবেশের চতুর্থধাপ। এই শাস্ত্রের প্রথমাংশের নাম সমাধি-পাদ, দ্বিতীয় সাধনপাদ, তৃতীয় বিভূতিপাদ এবং চতুর্থ কৈবল্যপাদ নামে কথিত। প্রথমপাদে "অথ যোগানুশাসনম্ ।১।" "যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ ।২।" "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ।৩।" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা কিরূপে চঞ্চল, বিষয়াসক্ত-মনকে নির্বিষয় ক'রে স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে, সেই কথাই বলা আছে। তিনি বলেছেন প্রথমে গুরূপদেশানুসারে ক্রিয়াযোগ আশ্রয় করতে হ'বে, তার পর ঐ সাধনফলে ক্রমে ক্লেশপঞ্চক দুর্ব্বল কর্‌তে হবে, তার পর বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা মন জয় করে নিরোধাবস্থা লব্ধ হবে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ। এই সমুদায়ই গুরূপদিষ্ট বিধিতে করা চাই। এই সমুদায়ের লক্ষণাদি আর বিস্তার ক'রে বলবার প্রয়োজন বোধ কর্‌ছি না। এসব পড়ে শুনে পুঁথি দেখে করা যায় না, কর্‌তেও নাই। সদ্গুরু পরিচালিত হয়ে করা উচিত। সাধনের ফলে সিদ্ধিগণ করতলগতা হলেও উপেক্ষা করে কৈবল্যাবস্থা লাভের জন্যই যত্ন করতে হয়। সে সব কথা এই চতুষ্পাদ পাত্রে সবিস্তারেই বর্ণিত আছে।

পঞ্চম দর্শনের নাম পূর্ব্বমীমাংসা, কর্ম্ম-মীমাংসা, ধর্ম্মমীমাংসা বা মীমাংসা দর্শন। কর্ত্তা মহর্ষি জৈমিনি। তার প্রথম সূত্র "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।" এইরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করে, ধর্ম্মের লক্ষণ স্থির করেন "চোদনা লক্ষণোঽর্থ ধর্ম্মঃ।" ইহার অর্থ, বিধি ও নিয়োগ জ্ঞাপক শ্রেয়স্কর যাহা তাহাই ধর্ম্ম। অপৌরুষেয় বেদ-বাক্যে নির্ভর পূর্ব্বক এই মীমাংসা স্থির হয়। এইরূপে বৈদিক

ক্রিয়া কর্ম্ম যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গলাভই পরম সুখকর বলেছেন। শ্রীভগবান্ কিন্তু বলেছেন ব্রহ্মজ্ঞের এসকল কিছুরই প্রয়োজন নাই।

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥"

অর্থাৎ "অবিপশ্চিত (অনভিজ্ঞ মূঢ়) গণ, জড়ব্যতীত আর কিছু নাই বলেন এবং বেদবাদে রত হয়ে স্বর্গকাম হয়ে সব কাজ করা উচিত ব'লে স্বর্গের সুখরূপ ফল নির্দ্দেশ ক'রে ঈপ্সিত আপাতমধুর বাক্যে ভুলিয়ে থাকেন। তাঁদের ক্রিয়াবহুল কার্য্যের ফল স্বর্গ একথা মিথ্যা নয় কিন্তু ফল ভোগান্তে পুনর্ব্বার এসে আবার সংসারচক্রে প্রবেশ করতে হয়। "এই করলে এই পাব" এই যে ব্যবসায় বুদ্ধি তা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রতিকূল, কাজেই নিত্যসুখ দানে সমর্থ নয়। বেদ ত্রিগুণময়। হে পার্থ, ত্রিগুণাতীত হবার প্রয়োজন আছে। তা' হলে দ্বন্দ্বভাব (সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি দ্বৈতভাব) তিরোহিত হইবে, নিত্য সত্ত্বস্থ অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মস্বভাবে স্থিতিলাভ করতে পারবে, তখন যোগক্ষেম অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি থাকবে না। প্রকৃত আত্মবান্ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।"

কিন্তু এরূপ অবস্থা সাধন সাপেক্ষ, সে জন্য তিনি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যতীত অপরের পক্ষে এ কথা বলেন নাই। তাদের জন্য যাগ যজ্ঞাদি সবই দরকার, এবং ব্রহ্মজ্ঞকেও নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ কেবল ভগবৎপ্রীত্যর্থে নিজে এ সব করে অনধিকারীকে তত্তৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত কর্ত্তে বলেছেন। যথা—

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষু লোকসংগ্রহম্॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"

হে অর্জ্জুন, অজ্ঞানীরা যে সব ধর্ম্ম কর্ম্ম আসক্তিযুক্ত হয়ে করে, জ্ঞানীরও লোক শিক্ষার জন্য অনাসক্ত ভাবে তা করা প্রয়োজন। অজ্ঞ আসক্তগণের অর্থাৎ অনধিকারীর বুদ্ধি বিচলিত করতে নাই। জ্ঞানী সে সব করায় ফল আছে বুঝাবার জন্য অনাসক্ত ভাবে সে সব করে থাকেন।

তবে এরূপ কর্ম্ম যে নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ পরমানন্দলাভের উপায় নয় ইহা তিনি গীতায় বিশেষ ভাবে বলেছেন।

চরম দর্শনের নাম উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন। এ দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা আছে। এ শাস্ত্রাধ্যয়ন, বা এর মর্ম্ম শ্রবণও আমার ঘটে নাই। জানেন এই আমার অগ্রজোপম স্বামীজি। অধিকারী পেলে শিখাবার শক্তিও এঁর আছে। স্থূলতঃ এই মাত্র জানি যে, বাদরায়ন ব্যাসদেব পাঁচশ সাতান্নটি সূত্রে, চারি অধ্যায়ে এটি রচনা করেছেন। "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" বলে আরম্ভ ক'রে যথাক্রমে সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল এই চারি

অধ্যায়ে এ গ্রন্থ শেষ ক'রেছেন। প্রতি অধ্যায়ে চারি পাদ আছে। শ্রীগুরুদেবের মুখে শুনেছি প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ শ্রুতি সমূহের ব্রহ্মে সমন্বয় করা হয়েছে। দ্বিতীয়ে অন্য দার্শনিক মতের দোষ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যুক্তি ও শাস্ত্রবাক্য দ্বারা বেদান্তকেই শাস্ত্রানুকুল নির্দ্দেশ করা হয়েছে। তৃতীয়ে জীব ও ব্রহ্ম নিরূপণ পূর্ব্বক সাধন নির্দ্দেশ ও চতুর্থে তার ফল নির্দ্দেশ আছে। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বা "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" প্রমাণ করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তাতেই যথার্থ নিশ্রেয়স্ প্রাপ্তি। গীতার মতও প্রায় তাই, কিন্তু এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বল্‌বার অধিকার আমার নাই। যাদের জানবার অধিকার আছে বা যাঁরা অধিকার পেতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা এই স্বামীজীর আশ্রয়েই সব পেতে পারবেন। দাদা আমার, শ্রীগুরুদেবের পিতামহের চরণ সমীপে অবস্থান ক'রে, সাধন ক'রে, সমাধির পর ব্রহ্মোপলব্ধি করে এসে, তোমাদের কৃপা করবার জন্যই এই গ্রামের প্রান্তে আশ্রম করে আছেন। আমি আমার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে যখন শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে কিছুদিন কাশীতে ছিলাম, তখন এঁরে যেমন দেখেছি, আজিও ঠিক সেই চল্লিশ বৎসরের যুবার মত দেখ্‌ছি কিন্তু এঁর বয়স আশী বছরেরও বেশী। প্রায় কুড়ি বছর এ দেশেই আছেন কিন্তু তখনও যেমন এখনও তেমনিই আছেন। উপস্থিত বৃদ্ধগণ সকলেই এ কথা জানেন।"

যুবা বলিলেন, "কি উপায়ে এরূপ হওয়া যায়।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সাধন দ্বারা। শ্রীগুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক তাঁর আদিষ্ট বিধিতে সাধন করলেই সব হয় বাবা। আমি যুবার মত রয়েছি, আর আমার জ্যেষ্ঠ কি দ্বিতীয় পুত্রকে দেখ্‌লে আমার পিতা বলেই মনে হবে।"

যুবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সাধন কিরূপ?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সেকথা পাতঞ্জল দর্শনে এবং শিবসংহিতা প্রভৃতিতে আছে। কিন্তু সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় পূর্ব্বক পাবার অধিকার হয়। আমার কাছে নয়। আমি আজিও সে উচ্চপদ পাবার অধিকারী হই নাই। পরমাত্মায় আত্মসমাধানই যোগের লক্ষ্য, তাতেই শেষে ব্রহ্মোপলব্ধি হ'য়ে নিঃশ্রেয়সাধিগম হয়।

শ্রীভগবান

যুবা বলিলেন, "সকল উন্নত জাতীয়েরাই, এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বর স্বীকার করেন। আমরাই কেবল তেত্রিশ কোটি দেবতা স্বীকার করি। তিনি সাকার না নিরাকার ?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যে তাঁরে যে ভাবে জানবার উপযুক্ত, তিনি তার কাছে তাই। শিশুর কাছে মা, একটু বড় হতে আরম্ভ করলেই খেলানা দিয়ে দূরে দূরে থাকেন। ডাকলে কাছে আসেন। তারপর যখন অপ্রকট হন, তখন ভক্তিমান্ সন্তানের কাছে তিনি অরূপ অবস্থায় নিত্য বর্ত্তমান, তা না হলে নাই। আমাদের শাস্ত্র শ্রীভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে কি বলেন শোনো—

ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন—

"সদেব সোম্যেদম্ অগ্র আসীদ্ একম্ এবাদ্বিতীয়ম্।
তদ্ধৈক আহুঃ অসদেবেদম্ অগ্র আসীদ্ একম্ এবা
দ্বিতীয়ম্।" তস্মাদ্ অসতঃ সজ্জায়েত ॥

হে শোভন, এক এবং অদ্বিতীয় সদ্ বস্তু পরম পদার্থ চিরদিন আছেন। তাহাকে অসৎ অর্থাৎ সত্তাহীন বা নিরাকার বলা হয়। অসৎ অর্থাৎ যাদের জন্ম স্থিতি ও লয় আছে, সে সবই তাঁহা হতে উৎপন্ন। এখন শুনলে আমরাও এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বর স্বীকার করি। আরও শোনো—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তজ্জলানীতি শান্ত উপাসীত।

যা কিছু দেখ্‌চো এ সবই ব্রহ্মানুস্যূত। এ সবের তাঁতেই জন্ম, স্থিতি ও লয়। প্রশান্ত হৃদয়ে তাঁরে ধ্যান কর।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন—

"জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥"

জ্ঞেয় তত্ত্ব বলিতেছি, যাহা জানিলে অমৃত লব্ধ হয়। তিনি অনাদিত্বগুণযুক্ত পরম ব্রহ্ম, তিনি সৎও নহেন অসও নহেন।

কঠশ্রুতি বলেন—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥"
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ তিনি অণু হতেও সূক্ষ্ম। বৃহৎ হতেও বৃহত্তম। সেই আত্মা জাত-পদার্থ মাত্রেরই অন্তরে আছেন। অক্রতু (ক্রিয়াতীত) ব্যক্তি ধাতাপ্রসাদে সেই আত্মার মহিমা শোকহীন হয়ে জান্‌তে পারে। তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধ, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, মহতের অতীত। তাঁরে জানা হলে জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায়।

মুণ্ডক শ্রুতি বলেন—

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্‌বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।

তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥”

যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সরূপ বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই অক্ষয় ব্রহ্ম হইতেই বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি হয় আবার তাঁহাতেই লয় হয়।

“হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥”

অন্নময়াদি কোষের অতীত অন্ত্য কোষ মধ্যে অর্থাৎ জীবের ও বিশ্বের আনন্দময় কোষে বিরজ, শুভ্র সর্ব্ব জ্যোতির শ্রেষ্ঠ ও উৎপত্তির হেতু পরম জ্যোতি, যাঁরে নিষ্কল ব্রহ্ম বলা হয়, তিনি ব্রহ্মবিদের জ্ঞান গোচর।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—

“ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরং
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ ॥”

প্রধান (প্রকৃতি) ক্ষর (পরিবর্ত্তনশীল) হর অক্ষর (পরিবর্ত্তনহীন) ও অমৃত (অবিনাশী) ক্ষর ও জীবাত্মায় সেই এক দেব অধিষ্ঠিত তার অভিধ্যান, তাহাতে যোগযুক্ত ও তত্তত্ত্ব অভ্যাস দ্বারা অবশেষে বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়।

শাস্ত্রে শ্রীভগবান যে এক অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত, অব্যয়, তা লেখা আছে। যাঁরা তাঁর ধারণায় সমর্থ তাঁরাই তাঁরে সেই ভাবে জানেন। এই সমুদায় তাঁ হতেই উৎপন্ন, তাঁতেই অবস্থিত এবং তাঁতেই লীন হ'বে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান নিজের তত্ত্ব বুঝাবার জন্য বলেছিলেন—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"

যখন কিছুই ছিল না তখন আমি ছিলাম, তখন সৎ অসৎ যা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই ছিল না। সৃষ্টি পরে আমি আছি, এই যা সব প্রত্যক্ষ কর্‌চো সবই আমি। পরে যা দেখ্‌বে তাও আমি। অবশেষে যখন অন্য কিছুই থাক্‌বে না তখন অবশিষ্ট আমিই থাক্‌ব।

এ সব তত্ত্ব, বাবা, বাক্যদ্বারা অপরকে বুঝান দুষ্কর। তাই শ্রুতি বলেন "যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" মন ও বাক্য তাঁর তত্ত্ব নিরূপণে অকৃতকার্য্য হয়। একমাত্র প্রাণের দ্বারাই সেই প্রাণেশ্বরের ধারণা হয়। উপায় সদ্‌গুরুবক্ত্রগম্য। শ্রীগুরু দেবের শক্তিতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, তাঁর আদিষ্ট বিধিতে সাধন কর্‌লে, ক্রমে সবই পরিস্ফুট হয়, তখন গীতাও কারুকে বোঝাতে হয় না, অন্য শাস্ত্রও বোঝাতে হয় না। তাই শ্রুতি বলেন "যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্ম।" যা জান্‌লে সব জানা হয় তা জান্‌তে যত্ন কর। তিনি ব্রহ্ম।

এই ব্রহ্মপদার্থের উপলব্ধি, সাধন-শিখরের উচ্চতম প্রদেশে উপনীত হতে না পার্‌লে হয় না। আমার আজিও হয় নাই তাই বিপ্রত্ব ব্যতীত ব্রাহ্মণত্বে দাবী কর্‌তে পারি না। ব্রাহ্মণ—যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ এ সভাস্থলে যাঁরা আছেন, তাঁদের একজনকে মাত্র আমি চিনি তিনি আমার অগ্রজোপম এই স্বামীজি। আর একজন এসে আমাদিগকে একটি গান শুনিয়ে নীরবে চলে গেছেন। যাঁরা অধিকারী না হয়ে ব্রহ্মকে জান্‌তে চান, তাঁরা কাজেই তাঁর হস্ত পদাদির কল্পনা কর্‌তে বাধ্য হন। কিন্তু তা বলে শাস্ত্র যে তাঁর হস্ত পদাদি স্বীকার করেন না, তা নয়। গীতায় এবং শ্রুতিতে তাঁ'রে

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।"

বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ আমাদের পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপাদান তাই তাঁর ঐ সব ইন্দ্রিয়। কাজেই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকে গঠিত পরমাণু সমূহে তিনি অণোরণীয়ান্ মূর্ত্তিতে পূর্ণরূপে বিরাজিত আছেন আর সর্ব্বানুস্যূত মনবুদ্ধি ও অহঙ্কার। এ তত্ত্বটি সাধারণের ধারণার অতীত বলেই, তিনি কৃপা করে অনন্ত দেব সমূহের প্রকাশ করেছেন। অল্পাধিকারী সাধক সেই সব মূর্ত্তির অন্যতম আশ্রয় করে সাধন করতে করতে কালে তাঁরে জানবার অধিকারী হয়। তখন সদ্‌গুরু পরিচালিত হয়ে তাঁরে জেনে কৃতার্থ হয়।

শ্রীভগবান্ ত্রিগুণাতীত কিন্তু সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এ তিন গুণ তাঁরই। জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই তিন শক্তিও তাঁরই কিন্তু তিনি এ সকলের অতীত। সেই তিন গুণ হতেই তাঁর তিন গুণাবতার শিব ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। তিনের কার্য্য তিন, লয় সৃষ্টি ও পালন। এইরূপ ত্রিমূর্ত্তির কথা অন্যান্য দেশের শাস্ত্রে আছে।

ব্রহ্মা প্রকৃতিকে সপ্ততত্ত্বে পরিণত ক'রে, ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি করেন। তৎপরে ঐ সকলের অধিদেবতাগণের সৃষ্টি ক'রে দেবতা, অসুরাদির সৃষ্টি করেন। তারপর তাঁহা হতেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জড়াজড় সমুদায় উৎপন্ন হয়। এই সৃষ্টির ক্রম, পুরাণাদিতে এবং মহাভারতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। উপযুক্ত গুরু সমীপে শিক্ষা করলে এ রহস্যের মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়, অন্যথা অলীক গল্প বলেই মনে হবার কথা।

বিষ্ণু সৃষ্টির পালন ও রক্ষণ ব্যপদেশে যে সকল অবতার রূপে আপনাকে প্রকাশ করে ছিলেন, সে সব কথাও ঐ সব গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

লয়কর্ত্তা শিব জ্ঞানদাতা। "জ্ঞানম্ ইচ্ছেৎ তু শঙ্করাৎ"। মৃত্যুই যে অমৃতত্বের দ্বারস্বরূপ, একথা তাঁহার প্রণীত শাস্ত্রে শিক্ষা কর্‌তে পারা যায়। শ্রীভাগবত বলেন—ভক্তগণ সেই পরম তত্ত্বকে শ্রীভগবান্, যোগীগণ পরমাত্মা এবং ব্রহ্মবাদীগণ ব্রহ্ম বলেন। মনু সংহিতায় লিখিত আছে—

"আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাত্মন্যবস্থিতম্।"

* * * *

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকেঽপরে প্রাণম্ অপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥"

পরমাত্মা বলি যারে চিন্তে যোগী ধ্যানদ্বারে
বিবিধ দেবতারূপে তিনি প্রকাশিত।
কেহ অগ্নি বলে তাঁরে কেহ বা মনু আকারে
প্রজাপতি বলি কেহ আছেন বিদিত।
কেহ ইন্দ্র বলে তাঁয় প্রাণ বলি কেহ গায়
যাঁর মন আছে তাঁতে যে ভাবে নিষ্ঠিত।
অন্তে দৃঢ়তার সনে বলেন সকল জনে
তিনি সে শাশ্বত ব্রহ্ম একথা নিশ্চিত॥

(ভাবানুবাদ)

এই সকল দেবতাকে আমরা সাধনদ্বারা প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারি কিন্তু শ্রীভগবান্, অনুভবগম্য। মানব জন্ম জন্মান্তরের সাধন ফলে ক্রমে তাঁহাকে জান্‌বার অধিকারী হয়ে থাকে।"

যুবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষকে কি বার বার জন্মাতে হয়?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ও কথাটা, বাবা, আজ থাক্। কাল প্রাতে হবে। এখন সকলেরই সায়ংকৃত্যের সময় হয়েছে।"

জনন-মরণ-রহস্য

পরদিন প্রভাতে সকলে আসন গ্রহণ করলে মহেন্দ্রনাথ বললেন, এইবার আমরা জনন-মরণ-রহস্য আলোচনা করবো। একটি প্রাচীন গানে আছে—

"আশীলক্ষ যোনি করিয়া ভ্রমণ
পেয়েছ দুর্লভ মানব জনম।"

বস্তুতঃ আমরা পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু-চক্রে আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে যে ক্রমে উন্নত হই তার প্রমাণ, যে শিশুগণ সকলে জন্ম সময়ে একরূপ থাকলেও কেহ সহজেই জ্ঞানলাভ ক'রে মনুষ্যত্বের পথে যায়, কেহ বা অনেক চেষ্টায় জ্ঞানলাভ করে, কেহ না বহু চেষ্টাতেও কিছুই করতে পারে না। ঐ যে কায়স্থ সন্তান আমাদিগকে কাল একটি গান শুনিয়ে মোহিত করেছিলেন, যাঁকে আমি ব্রহ্মজ্ঞ বলে উল্লেখ করেছি, শ্রীগুরুদেবের মুখে শুনেছি তিনি পূর্ব্ব জন্মেও আমারই শ্রীগুরুদেবের শিষ্য ও উন্নত সাধক ছিলেন। সেই জন্যই এ জন্মে অতি অল্প চেষ্টায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েছেন।

এ জগতে মানব মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তা ভগবদীচ্ছাকৃত নয়—কিন্তু তার নিজেরই কৃত কর্ম্মের ফল। শ্রীভগবান্ কাহারও প্রতি সদয় আর কাহারও প্রতি নির্দ্দয় নন। তাঁর বিধিবশে বিশ্ব চলছে। জীব সে বিধির অনুবর্ত্তনে উন্নত হয়, প্রতিকূলতা করলে কষ্ট পায়, এ দুই তার নিজকৃত কর্ম্মফল। এই কর্ম্ম-রহস্য অতীব জটিল। সে কথা আর এক সময় আলোচনা করবো।

মানব জন্মায়—বর্দ্ধিত হয়—তারপর দেহ জীর্ণ হলে সে দেহটা ত্যাগ করে আবার অন্য দেহ গ্রহণ ক'রে আসে। তাই গীতা বল্‌ছেন—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য—
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"

জীর্ণ বাস পরিহরি নব অন্য বস্ত্র পরি'
নর যথা হয় সুসজ্জিত।
দেহী করি পরিহার জীর্ণ দেহ আপনার
নবদেহ ধরে সুনিশ্চিত ॥"

দেহের নাশ আছে, কিন্তু দেহীর নাশ নাই। গীতা বলেন—

"দেহী নিত্যম্ অবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।"

দেহী, সকল দেহেই নিত্য অবধ্য।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে, কোন সময়ে ভৃগু-বংশীয় একজন ব্রাহ্মণ, আপনার সুমতি নামক জড়ভাবাপন্ন পুত্রের উপনয়ন দিয়া তারে গুরুকুলে বাস করে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন কর্‌তে বলেছিলেন। তাতে সুমতি বলেছিলেন—

"তাতৈতদ্‌বহুশোঽভ্যস্তং যত্তবাদ্যোপদিশ্যতে।
তথৈবান্যানি শাস্ত্রাণি শিল্পানি বিবিধানি চ ॥
জন্মনাম্ অযুতং সাগ্রং মম স্মৃতিপথং গতম।
উৎপন্ন-জ্ঞান-বোধস্য বেদৈঃ কিং মে প্রয়োজনম ॥"

যেই উপদেশ, তাত, দিতেছ আমারে,
অভ্যাস করেছি আমি তাহা বারে বারে।
আরো বহু শাস্ত্র করিয়াছি অধ্যয়ন,
নানা শিল্প শিখেছিনু করিয়ে যতন।

অযুত জন্মের বেশী স্মৃতি পথে মোর,
থাকিয়া এখন মোরে দেয় কষ্ট ঘোর।
জ্ঞানের উদয় এবে হয়েছে আমার,
তবে বল বেদে মোর কিবা কাজ আর ?

এই কথা বলে তিনি নিজের বহু জন্মার্জ্জিত জ্ঞান পিতাকে শুনিয়েছিলেন, সে সব কথা শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের দশম অধ্যায় থেকে ষোড়শ অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে, ইচ্ছা হলে পড়ে দেখ্‌তে পার। অন্যান্য পুরাণেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুদুর্লভ নয়। রাজর্ষি ভরত সংসার ত্যাগ কর্‌বার পর, মৃগ-শাবকে মমতা সম্পন্ন হয়ে, মরণের পর মৃগ এবং তৎপর জন্মে যে জড়-ভরত হয়েছিলেন একথা বোধ হয় উপস্থিত সকলেরই জানা আছে। আজিও সময় সময় শোনা যায় যে, অমুক স্থানে অমুক লোক নিজের জন্মান্তরের বাড়ী ঘর চিনে, সে বাটীর কোথায় কি আছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলেছেন। অমুক স্থানে অমুক বালিকা নিজ পূর্ব্ব জন্মের শ্বশুরালয়, স্বামী ও পুত্রাদিকে চিন্‌তে পেরে, মর্‌বার আগে কোথায় কি লুকিয়ে রেখেছিল তা বল্‌তে পেরেছিল, তারপর নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ ক'রে সেই পূর্ব্ব জন্মের বৃদ্ধ স্বামীকেই আবার বিবাহ করেছে। একথা তুমিও হয় ত জান। দেখা গেছে, একটি বালক শৈশবেই শিক্ষার পূর্ব্বে গনিত-জ্ঞান সম্পন্ন হয়েছে।

ঐ সকল শাস্ত্র-বাক্য আর এই সকল প্রমাণ দ্বারা আমরা বুঝ্‌তে পারছি যে, পূর্ব্ব-জন্ম ছিল এবং প্রায় সকলেরই পরজন্মও হবে। এই জন্ম-মরণ-চক্রের অতীত হবার জন্য যেরূপ সাধনের প্রয়োজন, সে কথা গীতাতেই আছে, অন্য শাস্ত্রাদিতেও আছে। ফল কথা, আমরা যা হতে উৎপন্ন হয়েছি যে পর্য্যন্ত আবার তাতেই লীন হতে না পারি, সে পর্য্যন্ত আসা-যাওয়া ঘুচ্‌বে না। আমরা এখন যেমন কর্ম্ম কর্‌ছি সেটা ক্রিয়মান্

অবস্থা থেকে ক্রমে প্রারব্ধে পরিণত হয়ে ফলদ হয়। যেমন বীজ হতে বৃক্ষ হয়ে ফলদ হলে সেই ফলে বীজ হয়ে আবার বৃক্ষের জনক হয়। কিন্তু যে জাতীয় বীজ, ফল তদনুরূপ বই অন্য প্রকারের হতে পারে না। ব্যাপারটা অনেকাংশে সেইরূপ।

আমরা সচরাচর যখন যে কর্ম্ম করি তার একটা না একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। সেই উদ্দেশ্যটাই বাসনা। এই বাসনা থেকেই কর্‌বার ইচ্ছা হয় তাই সে কর্ম্ম করি। কর্ম্ম যদি সফল হয় আমরা সুখী হই, নিষ্ফল হ'লে দুঃখের অবধি থাকে না। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥"

কর্ম্ম সবই তাঁর। আমরা কর্‌বার ভার পেয়েছি। এ কথাটা দৃঢ়রূপে অন্তরে ধারণা ক'রে, প্রভুভক্ত উদ্যান-পালক যেমন প্রভুর তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে যথাশক্তি যথাযথ কাজ করে, আমাদেরও তাই করা দরকার। তা হলে কর্ম্মটা ফলদ না হলে দুঃখের হেতু ঘটে না।

আমরা যাতে ঠিক এইভাবে গঠিত হ'তে পারি, সেই জন্য অতি প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে চারিটি আশ্রমের ব্যবস্থা আছে। প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বা ছাত্রজীবন, দ্বিতীয় গৃহস্থাশ্রম, তৃতীয় বানপ্রস্থাশ্রম বা নির্জনাবস্থান এবং চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রম। এখন কালমাহাত্ম্যে কিন্তু এক গৃহস্থাশ্রম বই অন্য আশ্রম ত্রয় লুপ্ত হ'তে চলেছে। তারপর যা হবার তা অবশ্যই হবে। ঐ চারিটি আশ্রমের প্রথম দুইটি আমার ভাগ্যে ঘটেছে, তাই আমি সে দুটির কথা বল্‌তে পারি। আমার গর্ভাষ্টমে উপনয়ন হয়, তারপর বাপ মাকে ছেড়ে শ্রীগুরুদেবের গৃহে গমন করি, তখন তিনি গৃহী। কিন্তু মাঝে মাঝে একাকী বারাণসীতে গিয়ে থাক্‌তেন, তখন আমার গুরুপুত্রের নিকটই শিক্ষা কর্‌তে হ'তো।

তারপর কিছুদিন পরে তিনি আমায় কাশীতে নিয়ে যান। সেখানে পেলাম এই দাদাকে, দীক্ষাও পেলাম। শিক্ষা ও সাধন চল্‌তে লাগলো। শেষে এলাম কালীঘাটে, পূর্ণ চব্বিশ বৎসরের পর সমাবর্ত্তনান্তে ঘরে আস্‌লাম, তখন আমি বত্রিশ বৎসরের যুবা। বিবাহ হলো, গৃহী হলেম, পিতৃদেবের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষাদান করতে থাকলাম; আর সাধন, তাত এজীবনে শেষ হবার নয়। ক্রমে ছয় পুত্র ও তিন কন্যা হলো, দুই পুত্রের পর প্রথমা কন্যার জন্ম হলে আগে পিতা ও সেই বৎসরেই জননী দেহ ত্যাগ করলেন। আর শেষ সন্তান তৃতীয়া কন্যার জন্মের দশ বর্ষ পরে কন্যাটির বিবাহ দিয়েই পত্নী দেহত্যাগ করলেন। এই গার্হস্থ্য জীবন যাপনের যে বিধি শ্রীগুরুদেব শিখিয়েছিলেন তা এবার বল্‌বো। গৃহীর কতকগুলি নিত্য, কতকগুলি নৈমিত্তিক ও কতকগুলি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম আছে। সেগুলি কর্ত্তব্য। কাজেই করার কিছু পৌরুষ নাই কিন্তু না করায় প্রত্যবায় আছে। আমরা ব্রাহ্মণবংশজাত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আমাদের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ব্রাহ্মণস্য ত্রিধা মতঃ।
নান্যশ্চতুর্থো ধর্ম্মোঽস্তি ধর্ম্মস্তস্যাপদং বিনা॥
যাজনাধ্যাপনে শুদ্ধে তথা পূত-পরিগ্রহঃ।
এষা সম্যক্ সমাখ্যাতা ত্রিবিধা চাস্য জীবিকা॥* (২৮ অঃ)

---

*"দান অধ্যয়ন আর যজ্ঞে মন
দিবেন সতত যে জন ব্রাহ্মণ।
এই তিন হয় বিপ্রের নিশ্চয়
বর্ণ ধর্ম্ম এই কহিলাম সার।
চতুর্থ তাঁহার নাহি কিছু আর
এ বিনা আপদ সকলি তাহার।

ত্রিবিধ জীবিকা শাস্ত্রে আছে লেখা
ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
বিশুদ্ধ যাজন আর অধ্যাপন
পূতভাবে পরিগ্রহ যেবা হয়।

কৃতোপনয়নঃ সম্যক্ ব্রহ্মচারী গুরোর্গৃহে।
বসেৎ তত্র চ ধর্ম্মোঽস্য কথ্যতে তন্নিবোধ মে ॥
স্বাধ্যায়োঽথাগ্নিশুশ্রূষা স্নানং ভিক্ষাটনং তথা।
গুরোর্নিবেদ্য তচ্চান্নম্ অনুজ্ঞাতেন সর্ব্বদা ॥
গুরোঃ কর্ম্মণি সোদ্যোগঃ সম্যক্ প্রীত্যুপপাদনম্।
তেনাহূতঃ পঠেচ্চৈব তৎপরো নান্যমানসঃ।
একং দ্বৌ সকলান্ বাপি বেদান্ প্রাপ্য গুরোর্মুখাৎ।
অনুজ্ঞাতোঽথ বন্দিত্বা দক্ষিণাং গুরবে ততঃ।
গার্হস্থ্যাশ্রমকামস্তু গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ ॥
বানপ্রস্থাশ্রমং বাপি চতুর্থঞ্চেচ্ছয়াত্মনঃ।
তত্রৈব বা গুরোর্গেহে দ্বিজো নিষ্ঠামবাপ্নুয়াৎ ॥* (২৮-অঃ)

---

*কৃতোপনয়ন হয়ে দ্বিজগণ
ব্রহ্মচারী হ'য়ে গুরুগৃহে যায়।
প্রথম আশ্রমে থাকয়ে সংযমে
গুরুগৃহে থাকি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পায়।
স্বাধ্যায়াচরণ অগ্নির রক্ষণ
স্নান ভিক্ষাটন কর্ত্তব্য তাহার।
যথা যা পাইবে গুরু নিবেদিবে
আজ্ঞামত অন্ন করিবে আহার।
গুরু কর্ম্মে মন দিবে অনুক্ষণ
জীবনের ব্রত সন্তোষ তাহার।
তাঁর আজ্ঞালয়ে পাঠে রত হয়ে
অন্য দিকে মন নাহি দিবে আর।
গুরুর বদনে সর্ব্ব বেদগণে
কিংবা এক দুই করিয়া গ্রহণ,
পাঠ সমাপিয়া কৃতার্থ হইয়া
আজ্ঞামত করি দক্ষিণা অর্পণ,
গার্হস্থ্য গ্রহণে বাঞ্ছা হলে মনে
গার্হস্থ্য-আশ্রম করিবে আশ্রয়;
বানপ্রস্থ তরে ইচ্ছা হলে পরে
তৃতীয় আশ্রমে পশিবে নিশ্চয়।
চতুর্থ আশ্রম অতি অনুপম
তাহাতে বাসনা হইবে যাহার
ছাড়ি সর্ব্বআশ করিবে সন্ন্যাস
সেই ত আশ্রম সর্ব্বাশ্রম সার।
কোন আশা আর নাহি আছে যার
হইয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সেই
গুরু সেবা রত রহিবে সতত
গুরুগৃহে রবে তার তুল্য নেই।

উপাবৃত্ত স্তুতস্তস্মাদ্ গৃহস্থাশ্রমকাম্যয়া।
ততোঽসমানর্ষিকুলান্ তুল্যাং ভার্য্যাম্ অরোগিণীম্।
উদ্বহেন্ন্যায়তোঽব্যঙ্গাং গৃহস্থাশ্রমকারণাৎ।
স্বকর্ম্মণা ধনং লব্ধা পিতৃদেবাতিথীংস্তথা।
সম্যক্ সংপ্রীণয়ন্ ভক্ত্যা পোষয়েচ্চাশ্রিতাংস্তথা॥
যথাশক্ত্যন্নদানেন বয়াংসি পশব স্তথা।
এষ ধর্ম্মো গৃহস্থস্য ঋতাবভিগমস্তথা॥
পঞ্চযজ্ঞবিধানন্তু যথাশক্ত্যা ন হাপয়েৎ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো গৃহস্থস্যাশ্রমো ময়া॥"*

এই ত আমাদের কর্ত্তব্য। এখন কর্ত্তব্যগুলি কিরূপ তাই আলোচনা করা যাক্। স্বার্থ ত্যাগের নামই যজ্ঞ। যজ্ঞার্থে সামান্য দ্রব্য ত্যাগ

---

*গার্হস্থ্যের তরে বাসনা অন্তরে
হইবেক পরে যখন উদয়
গুরু আজ্ঞালয়ে উপাবৃত্ত হয়ে
গৃহে ফিরিবার সেই ত সময়।
গোত্র অসমান করিয়া সন্ধান
অনুরূপ পাত্রী করিবে নির্ণয়
যেন সে তন্বঙ্গী নহে বিকৃতাঙ্গী
অরোগিণী যেন সেই বালা হয়।
শাস্ত্র অনুসারে উদ্বাহি' তাহারে
গার্হস্থ্য-আশ্রম করিবে গ্রহণ।
তাহে কার্য্য যাহা বলিতেছি তাহা
এক মন হয়ে করহ শ্রবণ।

বর্ণ ধর্ম্ম মত হয়ে কর্ম্মরত
করিবে ন্যায়তঃ অর্থ উপার্জ্জন।
লয়ে সেই অর্থ সুসংযত হয়ে
পিতৃ-দেবাতিথি করিবে তর্পণ।
আশ্রিত যে জন তাদের পালন
করিবে সতত করিয়া যতন,
এরূপে যাহার দিন কাটে তার
অন্তে সুখলাভ হয় অগণন।
স্বজনে, নন্দনে, নিজ ভৃত্যগণে
দীনে অন্ধে আর পীড়িত জনেরে,
পশু পক্ষী গণে পরম যতনে
অন্ন পান দানে তুষিবে সাদরে

কর্‌তে কর্‌তেই মানবের পরার্থে আত্মত্যাগের শক্তিও আসে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥

ঋতু কাল বিনে কভু পত্নী সনে*
মিলিত না হবে এই ধর্ম্ম সার
শক্তি অনুসারে পঞ্চ যজ্ঞ করে
গৃহস্থ পালিবে ধর্ম্মের আচার।
বিভব যেমন করিবে তেমন
সুসংযত হয়ে কার্য্য আপনার
পিতৃ দেবগণে অতিথি সজ্জনে
জ্ঞাতি বন্ধুগণে করাবে আহার

ভুক্ত শেষ পরে প্রফুল্ল অন্তরে
পত্নী ভৃত্য সনে করিবে গ্রহণ,
গৃহস্থের ধর্ম্ম সর্ব্ব শুভ কর্ম্ম
এ সবে কভু না হবে অন্য মন।
সংক্ষেপে তোমায় এই সমুদায়
বলিলাম, বৎস, করিলে শ্রবণ
গৃহস্থ-আশ্রম নাহি যার সম
গৃহস্থ করেন সবার পালন।"

* ইহাই গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য। যথা—

"ঋতাবৃতৌ স্বদারেষু সঙ্গতি র্যা বিধানতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তদেবোক্তং গৃহস্থাশ্রমবাসিনাম্ ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থাৎ প্রতি ঋতু সময়ে ঋতুরক্ষার জন্য মাত্র স্বপত্নীতে বিধি পূর্ব্বক (নিষিদ্ধ তিথ্যাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক) সঙ্গত হওয়াই গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য।

কিন্তু অন্ততঃ চব্বিশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ধারণ পূর্ব্বক শিক্ষা শেষ না করিলে এই বিধি অনুসারে থাকিবার শক্তি দুর্লভ হয়। তথাপি পর্ব্ব (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি) এবং দিবা ও সন্ধ্যা বর্জ্জন করা অসম্ভব নয়; না করিলে, পুত্র কন্যার স্বভাব ও স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে না।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্সথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥
অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥"*

---

* আমি, গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের নবম হইতে পঞ্চদশ শ্লোকের অন্তরানুগত বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত শ্লোকেরই মত দুর্ব্বোধ্য হইবে অথচ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও সাধারণের প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া, আমার পূজ্যপাদ পিতামহকল্প স্বর্গীয় ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত গীতার ভূষণ ভাষ্যানুগত বিদ্বদ্‌রঞ্জন নামক ভাষা ভাষ্য হইতে শ্লোক কয়টির বৈষ্ণব মতে ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা সম্ভবতঃ সকলেরই প্রীতিকর হইবে।

"হরিতোষণার্থ নিষ্কাম কর্ম্মকে যজ্ঞ বলে। সেই যজ্ঞ উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম সে সমুদায়ই কর্ম্মবন্ধন বলিয়া জানিবে। তুমি যজ্ঞার্থ সমুদায় কর্ম্ম আচরণ কর। কামনা উদ্দেশে হরিতোষণার্থ কর্ম্মও বন্ধনহেতু হয়। অতএব কর্ম্ম ফলাফল রহিত হইয়া ভগবৎ তুষ্টির জন্য কর্ম্ম কর।

আদি সর্গে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞই তোমাদের সমস্ত ইষ্টকাম অর্থাৎ স্বর্দ্ধিশুদ্ধি, আত্ম জ্ঞান ও দেহযাত্রা দ্বারা মোক্ষপ্রদ হউন।

শ্রীগুরুদেব আমার বিবাহ সময়ে উপস্থিত থেকে, বিধি পূর্ব্বক অগ্নিস্থাপন করিয়ে আমায় সাগ্নিক গৃহী করে গেছেন। সেই অগ্নিতে আমার নিত্য হোম কর্‌তে হয়। কার্য্যানুরোধে দূরদেশে গেলে, উপযুক্ত পুত্র বা শিষ্যকে প্রতিনিধি করে যেতে হয়।

ব্রাহ্মণবংশীয় গৃহীর এবং অন্য বর্ণের গৃহীগণেরও যথাধিকার ও যথাশক্তি, ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ, এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। ঋষিযজ্ঞ, বেদ বা নিজাধিকারানুরূপ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা সম্পাদিত হয়। গুরুসকাশে শিক্ষা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, অধ্যাপনা দ্বারা সেই জ্ঞান অপেক্ষাকৃত অজ্ঞানকে শিক্ষা দিতে গেলে নিজের শিক্ষা দৃঢ়তর হয়। শিষ্য ও অধ্যয়ন শব্দে

এই যজ্ঞ দ্বারা মদঙ্গভূত ইন্দ্রাদি দেবতাসকলকে প্রীত কর। দেবতা সকল প্রীত হইয়া তোমাদিগকে ইষ্টফল দান দ্বারা প্রীতি প্রদান করুন। এইরূপ পরস্পর ভাবিত হইয়া পরম শ্রেয়োরূপ আত্ম যথাত্ম্য লাভ কর।

পঞ্চমহাযজ্ঞাদি দ্বারা সেই দেবতাদিগকে তাহাদের দত্ত বৃষ্ট্যাদি দ্বারা উৎপন্ন অন্নাদি যিনি প্রদান না করিয়া ভোগ করেন, তিনি চৌরস্বরূপ দোষভাব হইয়া থাকেন।

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহারা উদ্যম জন্য অপরিহার্য্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যাঁহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া অন্নাদি ভোগ করে সেই পাপী সকল সমস্ত পাপ ভোগ করে।

অন্ন হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ দ্বারাই পর্জ্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। কর্ম্ম ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে উদ্ভূত। অক্ষর অর্থাৎ অচ্যুত হইতেই ব্রহ্ম উৎপন্ন। অতএব জগচ্চক্রবৃত্তির হেতু যে যজ্ঞ তাহা অনুষ্ঠান তদধিকারীদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহাতে সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত হন।

কতকগুলি বিষয় কণ্ঠস্থ করা নয়, কিন্তু চিন্তাদ্বারা গ্রন্থের উপদেশ সাত্ম্য করাই যথার্থ অধ্যয়ন। অধ্যাপনায় সেইটি সুসম্পাদিত হয়। এই যজ্ঞে সময় ব্যয় বই অন্য ব্যয় নাই। নিত্যহোম বা দেবপূজাই দেবযজ্ঞ। পিতৃগণের নিত্যতর্পণ ও শ্রাদ্ধক্রিয়া পিতৃযজ্ঞ। অতিথি অভ্যাগতের সেবাই নৃযজ্ঞ। পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জীবের জন্য অন্ন ত্যাগই ভূতযজ্ঞ। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাবস্থান সময় হতেই শ্রীগুরু সমীপে এ সবের বিধি শিক্ষা হয়।

এতদ্ব্যতীত ইষ্টোপাসনা ও জপাদি কার্য্যও অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাও সর্ব্ব বর্ণের লোকেই স্ব স্ব অধিকারানুরূপ করিতে পারে।

এখন কিন্তু এ সব লোপ হচ্চে। কিন্তু মনে হয় যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বা শিক্ষাবস্থা এবং বিবাহিত হয়ে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করাটা মিশিয়া যাওয়া উচিত নয়। আর পঞ্চযজ্ঞও একেবারেই লোপ হওয়াটা ঠিক নয়। পরার্থে আত্ম-নিয়োগ করাও উচিত।

গীতার সার বাক্য এই—

“মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥”

অর্থাৎ আমাতে মন দাও। আমার ভক্ত হও, আমায় উপাসনা ও আমায় নমস্কার কর। আমি বলচি আমার প্রিয় তুমি, তুমি তা হলে আমায় পাবে। ইন্দ্রিয় ধর্ম্মাদির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণ লও, শোক করিও না, আমিই তোমায় সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

এখন ভেবে দেখ, বাপ, আমরা তাঁরে মান্‌তে না শিখ্‌লে, ইহ পরত্রে সুখাশা দুরাশা। যে যারে মানে বা মান্য করে, সে তার সম্মুখে কোন দিনই কোন নিন্দ্য কর্ম্ম কর্‌তে পারে না; কাজেই সেই সর্ব্ব-দর্শীকে মান্‌তে হলে, আমাদের আর নিন্দ্যকর্ম্ম করা ত দূরের কথা, নিন্দ্য বিষয় মনে ভাবাও উচিত নয়। কিন্তু তা করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। আগে মনটাকে চারদিক থেকে গুড়িয়ে, প্রাণের সঙ্গে তার পায় দিতে হবে। উপায় শ্রীগুরুই দেখিয়ে দেন। শুনে বা পড়ে কিছু হয় না—তাতে শুধু মুখস্থ জানা হয় মাত্র। কিন্তু শ্রীগুরু-নির্দ্দিষ্ট বিধিতে চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে ক্রমে হয়। সেই সঙ্গে ক্রমেই সর্ব্ব জীবের প্রতি সদয় ব্যবহার কর্‌বার প্রবৃত্তি হয়, এবং কালে বুঝ্‌তে পারা যায়, যে এই সব জড়াজড়ে তিনিই সর্ব্বানুস্যূত ভাবে বর্ত্তমান আছেন কাজেই ক্রমে ধীরে সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান কর্‌তে ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছার পরিপাকেই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" উপলব্ধি।

কর্ত্তব্য নির্ণয়

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এইবার আমি সংক্ষেপে সকলের নিত্য কর্ত্তব্য বলে নিবৃত্ত হবো। এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে বিশেষতঃ শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে অনেক কথা আছে। শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের এই কটি বহুবার আবৃত্তিতে কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে বলে, আগে এই কটি বলে বক্তব্য আরম্ভ করবো।

"ধরামরান্ পর্ব্বকুল তর্পয়েথাঃ
সমীহিতং বন্ধুষু পূরয়েথাঃ।
হিতং পরস্মৈ হৃদি চিন্তয়েথাঃ
মনঃ পরস্ত্রীষু নিবর্ত্তয়েথাঃ ॥ (২৬ অঃ)

সদামুরারিং হৃদি চিন্তয়েথাঃ
তদ্ধ্যানতোঽন্তঃ ষড়রীং জয়েথাঃ।
মায়াং প্রবোধেন নিবারয়েথাঃ
অনিত্যস্তামেব বিচিন্তয়েথাঃ ॥" (২৬ অঃ)

ধর্ম্মশাস্ত্র ও দেশাচার ও কুলাচারের অনুবর্ত্তী হয়ে আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য করা উচিত।"

যুবা বলিলেন, "দেশাচার বা কুলাচার যদি ভ্রমপূর্ণ হয়।

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিধর্ম্মী বা নব্য সংস্কারকগণ যদি বলেন তোমাদের এ আচারটা ভুল বা কুসংস্কার, এ কথা বল্লে, সেইটাই অকাট্য প্রমাণ নয়। আমার শ্রীগুরুদেব বলেন, যা আমরা বরাবর করে আসচি,

তারি নাম আচার। তার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ না পেলে ভেবে দেখ্‌বে সেটা করায় নিজের বা পরের কোন ক্ষতি বা কষ্ট হয় কি না। যদি কারো কোন অনিষ্ট না হয় তা হলে, তাতে কোন ফল নাই ব'লে তা কর্‌তে আপত্তি করো না। যেমন শাস্ত্রের নিষেধ ত্রয়োদশীতে বেগুণ খেতে নাই। পনর দিনের কিছুক্ষণ বেগুন না খেলে কারো কোন অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা নাই। যদি সে দিন ভাল বেগুণ সস্তায় পাও কিনে রাখ্‌তে পার, এক দিনে নষ্ট হবে না।"

যুবা বলিলেন, "ও গুলাও কি শাস্ত্রের বিধি নাকি ?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "শাস্ত্র বিধি বটে। কিন্তু তাঁরা যে কারণে খেতে নাই বলেছেন সেগুলি তোমাদের মত শিক্ষিতগণের কাছে কুসংস্কার বলে মনে হবে। যাই হোক শাস্ত্র-বাক্যগুলা বলি। কেবল ভেবে দেখো ওগুলো মান্‌লে কারো কোনও ক্ষতি হবে কি না। যদি বোঝো কারো কোনো ক্ষতি হবে না, তা হলে মেনো, ওসব মানতে যে উপকার তা অবশ্যই হবে। সেটা স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয়। শ্লোকগুলি এই—

তিথিতত্ত্বে লেখা আছে—"প্রতিপদাদি পঞ্চদশতিথিষু পঞ্চদশ-দ্রব্য-ভক্ষণে ক্রমেণ দোষমাহ (স্মৃতি) :—

"কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিং স্যাদ বৃহত্যাং ন স্মরেদ্ধরিম্।
বহুশত্রুঃ পটোলে স্যাদ্ ধনহানি স্তু মূলকে ॥
কলঙ্কী জায়তে বিল্বে, তির্য্যগ্‌যোনিশ্চ নিম্বকে।
তালে শরীর নাশঃ স্যাৎ নারিকেলে চ মূর্খতা ॥
তুম্বী গোমাংসতুল্যা স্যাৎ কলম্বী গোবধাত্মিকা।
শিম্বী পাপকরী প্রোক্তা পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা ॥

বার্ত্তাকৌ সুতহানি স্যাৎ চিররোগী চ মাসকে।
মহাপাপকরং মাংসং প্রতিপদাদিষু বর্জয়েৎ ॥"

এতদ্ব্যতীত বামণ পুরাণে আছে—

"নন্দাসু নাভ্যঙ্গমুপাচরেদ্য
ক্ষৌরঞ্চ রিক্তাসু জয়াসু মাংসম্।
পূর্ণাষু যোষিৎ পরিবর্জনীয়া
ভদ্রানি সর্ব্বানি সমাচরেচ্চ ॥"

নন্দা অর্থাৎ প্রতিপৎ, একাদশী ও ষষ্ঠী; ভদ্রা—দ্বিতীয়া দ্বাদশী ও সপ্তমী; জয়া—তৃতীয়া ত্রয়োদশী ও অষ্টমী; রিক্তা—চতুর্থী চতুর্দ্দশী ও নবমী; আর পূর্ণিমা, অমাবস্যা, পঞ্চমী ও দশমী—পূর্ণাতিথি। এতদ্ব্যবতীত পর্ব্বকালে অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে তৈলাভ্যঙ্গ, মৎস্য মাংস আহার ও নারীসহবাস বর্জ্জনীয়। আর দেখা যায়—

"নাভ্যঙ্গমর্কে ন চ ভূমিপুত্রে
ক্ষৌরঞ্চ শুক্রেঽথ কুজে চ মাংসম্।
বুধে চ যোষাং ন সমাচরেচ্চ
শেষেষু সর্ব্বানি সদৈব কুর্য্যাৎ ॥"

তৈল সম্বন্ধে বিশেষ—

"অতৈলং সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্প বাসিতম্।
অদুষ্টং পক্কতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গেচ নিত্যশঃ ॥"

তবে কেবল খাঁটী তিল তৈলই নিষিদ্ধ বুঝ্‌তে হবে।

এতদ্ব্যতীত—

"পৌষে মাসি নিরাহারং মাঘে চ মূলকং তথা।
গুড়ং চৈত্রে ভাদ্রপদে চালাবুং পরিবর্জ্জয়েৎ।
কার্ত্তিকে শৃবণং তদ্বৎ বহ্বাহারং পরিত্যজেৎ॥"

বহু আহার কোনও সময়েই কর্ত্তব্য নয়, বিশেষ কার্ত্তিক মাসে। তন্মধ্যে আবার কার্ত্তিকের শেষ ষোলদিন এবং অগ্রহায়ণের প্রথম ষোলদিন, শাস্ত্র বলেন, এ বত্রিশদিন যমদংষ্ট্রা। এ সময়ে বহ্বাহারে মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। এ সময় খুব সুনিয়মেই থাকা দরকার।

শ্রীগুরুদেবের আদেশে আমরা পূতিকাদি কয়েকটি দ্রব্য কোন দিনই ব্যবহার করি না, তাতেও ত আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। ক্ষৌর সম্বন্ধে বিধি এই—

"মানং হন্তি গুরৌ ক্ষৌরং শুক্রং শুক্রে ধনং রবৌ।
আয়ুরঙ্গারকে হন্তি সর্ব্বং হন্তি শনৈশ্চরে॥"

তবেই সোম আর বুধবার মাত্র ক্ষৌরকার্য্যে প্রশস্ত। রাজমার্ত্তণ্ডে নববস্ত্রধারণের দিন সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে—

"রবিণা ক্রুট্যতে বস্ত্রং সোমে শোকজলপ্লুতম্।
ধ্রুবমঙ্গরকে মৃত্যুঃ সর্ব্বং হন্তি শনৈশ্চরে॥"

আজ কাল পঞ্জিকাতেই প্রতিদিন সেদিনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য লেখা থাকে, সুতরাং ও সম্বন্ধে বেশী বল্‌বার প্রয়োজন নাই। ফলে আজিও প্রাচীনাগণ ওসব নিষেধবিধি বেশ জানেন, তাঁদের কাছ থেকে নবীনাদের শিখে রাখা উচিত। আচার পরিহার্য্য নয়। মহাভারতে আছে—

"আচার-প্রভবো ধর্ম্মো ধর্ম্মাদায়ুর্বিবর্দ্ধতে।
আচারাল্লভতেহ্যায়ুরাচারাল্লভতে শ্রিয়ম্।"

মনুসংহিতাতে লেখা আছে—

"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ॥"

এই জন্য চির প্রচলিত আচার ও শাস্ত্রীয় আচার ত্যাজ্য নয়। যে না মান্‌তে ইচ্ছা করে, তার কথা স্বতন্ত্র।"

যুবা বলিলেন, "তা ওসব না হয় মান্‌লাম। কিন্তু নিত্য প্রত্যূষে উঠে কতকগুলা শ্লোক পাঠ কর্‌বার দরকার কি?"

মহেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের কাছে শাস্ত্রের আদেশই যথেষ্ট। কিন্তু তোমরা যে শাস্ত্র মান তাও আমার একটু একটু জানা আছে। একটা জায়গায় পড়েছিলাম—

"Early to bed and early to rise
Makes a man healthy, wealthy and wise."

এ বাক্যটা কোথায় আছে ঠিক মনে নাই, আর শব্দগুলা ঠিক ঠিক বল্‌তে পেরেছি কিনা তাও বল্‌তে পারি না। কিন্তু আমাদের স্মৃতিতে আছে—

উদিতে জগতীনাথে যঃ কুর্য্যাদ্ দন্তধাবনম্।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্বিদ্যাযশোধনম্ ॥"

এ দুটো বাক্য একার্থক কি না ভেবে দেখো। প্রাতরুত্থান সকল জাতীয় লোকেই স্বাস্থ্যকর ও প্রয়োজনীয় একথা স্বীকার করেন। তার পর ঐ প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোক, যা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের স্বতন্ত্র,

পরিবার বিশেষেও কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে, সেগুলি পাঠের আর যা ফল থাকে থাকুক কিন্তু তুমি যে ঘুমে থেকে উঠেও চক্ষু বুজিয়ে ঢোলো সে ভাবটা ছাড়াবার অব্যর্থ ঔষধ তার আর সন্দেহ নাই। আমরা জানি আহ্নিক-তত্ত্বে লেখা আছে—

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরেদ্দেববরান্ ঋষীন্ ॥"

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারিদণ্ড। মোটামুটি রাত্রি ৪টা বল্‌লে বিশেষ দোষ হয় না। ওটা দিনেরই সামিল। রাত্রির একটা নাম ত্রিযামা। তার কারণ এই—

"ত্রিযামাং রজনীং প্রাহু স্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ম্।
নাড়ীনাংতদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্ত সংজ্ঞিতে ॥"
"রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তে যস্তৃতীয়কঃ।
স ব্রাহ্ম্য ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে ॥"

এই সময় ওঠার যে ফল তা দিন কয়েক উঠ্‌লেই জান্‌তে পার্‌বে। এসব কথা বিস্তৃত ভাবেই ভাল ভাল পঞ্জিকাকারেরা লেখেন। তুমিও তোমার মায়ের কাছেই এসব শিখে নিতে পার।"

যুবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মা যে জানেন এ কথা কিরূপে অনুমান কর্‌চেন।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অনুমান নয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় স্বর-সাধন ক'রে আমার পরোক্ষ বিষয় জানবার কতকটা শক্তি হয়েছে। তারি সাহায্যে তোমায় দেখ্‌বামাত্রই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার নাম শ্রীমান অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, তুমি স্বর্গীয় মোহিতকুমার চট্টোপাধ্যায় সার্ব্বভৌমের পুত্র, আর তিনি আমার মামাত ভগ্নিপতি। আমার মাতামহ স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় সিদ্ধান্ত বাচস্পতি মহাশয় যে, বাড়ীর

সকল মেয়েকে এবং পাড়ারও অনেক মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে নারীজাতির কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেন তা' দেখেছি। তাঁর পৌত্রী যে সে কৃপায় বঞ্চিতা এমন হতে পারে না, কেননা আমার স্বর্গীয়া জননী বেশ শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করতেন, আমায় প্রাতঃস্মরনীয় শ্লোক থেকে শিবপূজা পর্য্যন্ত যা কিছু তিনিই শিখিয়েছিলেন। এখন এ কথা থাক্। আচার সবই মায়ের কাছে পাবে বাবা। এখন আমার অন্ত বক্তব্য বলি।"

যুবা বলিলেন, "তার আগে ঐ স্বর-শাস্ত্রটা কি বলুন।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ঐ শাস্ত্র যে পর্য্যন্ত শিখ্‌লে পরোক্ষজ্ঞান লব্ধ হয় ততটা শিখ্‌তে সময় আবশ্যক এবং গুরু সমীপে শিখ্‌তে হয়। তবে স্থুল কিছু জেনে রাখ্‌তে পার্‌লে গৃহীর উপকারে লাগ্‌তে পারে। এই জন্ত দু চারিটা স্থূল কথা বল্‌বো। শ্বাসই স্বর। দুই নাসিকায় সর্ব্বদাই শ্বাস বয় না। এখন প্রায় সকলেরই বামনাসায় শ্বাস বইছে। দক্ষিণ নাসায় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরেই ক্রমে বাম নাসাথেকে দক্ষিণ নাসায় বইতে থাক্‌বে। যে নাসায় যখন শ্বাস বইছে তাহার বিপরীত নাসায় শ্বাস বহাবার প্রয়োজন হলে, যে নাসায় শ্বাস বইছে সেই পার্শ্বচেপে শয়ন করলেই অপর নাসায় শ্বাস বইবে। দক্ষিণ শ্বাসের সময় আহারাদি বহু কার্য্যই শুভদ। কেন না দক্ষিণ শ্বাসে আহার্য্য সহজে জীর্ণ হয়, নারী সহবাসে বলক্ষয় অল্প হয়। আবার পিত্তজ ব্যাধিতে বাম শ্বাস হিতকর।

নিদ্রাভঙ্গের পরই যে নাসায় শ্বাস বইছে দেখ্‌বে, সে হাতটি মুখে বুলাইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যাত্রাকালে সেই পদ আগে বাড়াইয়া যাত্রা করা উচিত। বিশেষ এই যে বাম শ্বাসে ৪বার ও দক্ষিণ শ্বাসে ৫বার সেই সেই পদ বাড়ায়ে তার পর শুভ যাত্রা কর্‌বে।

ঈশ্বর চিন্তায় বসিয়া বাম থেকে দক্ষিণ নাসায় শ্বাস যাবার সময়

যে উভয় নাসায় বহন, সেই সময় কার্য্যারম্ভ করলে মনস্থির থাকে। রোগের প্রারম্ভ সময়ে যে নাসায় শ্বাস চল্‌বে সেটা বন্ধ করে সেই পাশ চেপে শয়ন কর্‌লে রোগ প্রবল হবে না। সামান্য রোগ আরোগ্যও হয়।

পঞ্চতত্ত্বাদির কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। গুরুসমীপে যত্নপূর্ব্বক না শিখ্‌লে সমস্ত পরিস্ফুট ভাবে বোঝা যায় না। যিনি শাস্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে শিখেছেন তিনিই শেখাতে পারেন, অপরে পারে না। এখন এসব কথা রেখে আমার বক্তব্য বলি—

"অষ্টাদশ পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥"

এই জন্য কারো পরপীড়াকর কার্য্য করা কর্ত্তব্য নয়। নিজের যা অপ্রিয়, তা কোন দিনই পরের প্রতি করা উচিত নয়। গীতায় শ্রীভগবান্ বল্‌চেন—

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধ স্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ অদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীম্ অভিজাতস্য ভারত॥"

এই সব দৈবী সম্পদ পাবার জন্য সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। ঐ সকলের মধ্যে সত্যই প্রধান। সত্যই সাক্ষাৎ নারায়ণ। মহাভারতে লিখিত আছে—

"সত্যং সৎসু সদা ধর্ম্মঃ সত্যং ধর্ম্ম সনাতনঃ।
সত্যমেব নমস্যেত সত্যং হি পরমা গতিঃ॥"
"সত্যং নামাব্যয়ং নিত্যং অবিকারী তথৈব চ।
সর্ব্বধর্ম্মাবিরুদ্ধঞ্চ যোগেনৈতদবাপ্যতে॥"

তাঁরে আশ্রয় কর্‌তে পার্‌লে অর্থাৎ সত্যবাদী হলে আর সব আপনিই হয়ে যায়। দৈবী সম্পত্তি লব্ধ হ'লে মানব বুঝ্‌তে পারে যে পরস্পরের জন্য স্বার্থত্যাগই মানবের প্রধান কর্ত্তব্য। তখন আর তার পরপীড়নে প্রবৃত্তিই থাক্‌তে পারে না। ঐ জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি দ্বারা তার উপলব্ধি হয় যে, সর্ব্বান্তঃস্থিত আত্মাই যেমন তার প্রকৃত আমিত্ব তেমনি সেই আত্মাই স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই সমস্তেরই প্রকৃত আমিত্ব সুতরাং এদের প্রতি অসদ্ ব্যবহার আত্মবিঘাত বই আর কিছুই নয়। তাই গীতায় বলেছেন—

"সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মানম্ সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

এই অবস্থাটি সাধন দ্বারা অধিগত হবার পূর্ব্বে, অভ্যাস কর্‌বার প্রয়োজন আছে। যতটা ঐ অবস্থাপন্ন হ'তে পারি তা যত্ন করা প্রয়োজন। তাই আমাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার জ্ঞানের প্রধান উপায়।

মানব গৃহস্থাশ্রমী হইবার পর বহুজনের সঙ্গে সম্বন্ধবান্ হয়। প্রথম পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুগণ এবং বয়োবৃদ্ধগণ। বৃদ্ধগণ গুরু-পদস্থ না হ'লেও, যে জাতীয়ই হৌন না কেন, তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। তার পর পত্নী, সহোদর, বন্ধু প্রভৃতি সমগণ; তারপর ভৃত্যাদি অনুজীবীগণ;

এবং হীনবর্ণের শ্রমজীবীগণ ও শিশুগণ; তারপর অতিথি অভ্যাগতগণ। এঁরা সকলেই আমাদের কাছে যথাযোগ্য ব্যবহার পাবার যোগ্য। এঁদের কার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য সেই কথাই এবার বল্‌বো।

লোকে নিজ-স্বার্থ জন্যই সচরাচর অপরকে ভালবাসে। দেবীমাহাত্মে লিখিত আছে—

"মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কিং ন পশ্যতি॥"

পিতা মাতা কর্ত্তব্য বোধে সন্তানকে পালন কর্‌লেও অনেক সময় সেই কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অন্তরালে একটু স্বার্থবুদ্ধিও থাকে। ছেলে উপার্জ্জন-ক্ষম হ'য়ে তাঁদের বার্দ্ধক্যে পালন কর্‌বে, এ আশাটা থাকা স্বাভাবিক, তাই মেধস্ মুনি মহাবন্ধকে ঐ কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক হলেও ওরূপ আশা না রাখ্‌তে পার্‌লেই হয় ভাল। কেন না ওরূপ আশা পূর্ণ হবার পক্ষে অনেক অন্তরায় আছে। অনেক সময়ই দেখা যায় যে ওরূপ আশা দুরাশা। তাই সাধুগণ বলেন এবং শ্রীভগবান্‌ও গীতায় বলেছেন যা কিছু কর্‌বার কর্ত্তব্যবোধে কর্ত্তে হবে; কি ফল হবে সে কথা আগে ভাববার দরকার নাই। যা করবার দরকার তা কর্ত্তব্যবোধেই করা উচিত। যাঁদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা করা উচিত, তাঁদিগকে কর্ত্তব্য-বোধেই ভক্তি শ্রদ্ধা কর্‌তে হবে। যাঁদের স্নেহ করা উচিত তাঁদের কর্ত্তব্যবোধেই ভালবাসতে হবে।

মনু বলেছেন—

আচার্য্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্ব্বজঃ।
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ॥ (২ অঃ ২২৫)

তেষাং ত্রয়ানাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে। (২।২২৯)
সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ ॥ (২।২৩৪)
অভিবাদন শীলেস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি তস্য বর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম্ ॥" (২।১২১)

গুরুগণ কি বৃদ্ধগণের কেহ আসিতেছেন, দেখিবা মাত্রই উঠে দাঁড়াতে হয়, এলে প্রণাম কর্‌তে হয়। তার পর তাঁরা আদেশ কর্‌লে তবে বস্‌তে হয়।

মনু বলেছেন—

"ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যুনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে ॥" (২।১২০)

যুবা বলিলেন, "আমরা শিক্ষা সময়ে শ্রেণীতে শিক্ষক বা অপর কোন মান্য ব্যক্তি প্রবেশ কর্‌লে উঠে দাঁড়াতাম বটে, কিন্তু ও বিদেশী প্রথা বলেই বিশ্বাস কর্‌তাম। এখন বুঝ্‌লাম আমাদের দেশেও ঐ বিধান আছে, কিন্তু কাকেও ত কর্‌তে দেখি না।"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি কিন্তু এই সভা স্থলেই দেখেছি। ঐ কিশোর বয়স্ক বালকটি বোধ হয় তোমার সহোদর। কেন না ওকে দেখে আমায় একটি মুখ স্মৃতিপথে আসে। সেটি তোমার মাতামহের। তাই অনুমান হয়, তোমার জননীর মুখচ্ছবী তাঁর পিতার মুখের মত। ওটির মুখ তার জননীর মুখের মত। ঐ বালকটি প্রতিদিন দুবেলাই চূড়ামণি মহাশয়ের কাছে বসে। কিন্তু আমি সভাস্থলে এসে দেখি ওটি দাঁড়িয়েই আছে। আমি এসে বস্‌লে, চূড়ামণি মশাই বস্‌তে বল্‌লে তবে বসে। তাতে বোধ হয় ওটি চূড়ামণি মহাশয়ের কাছেই শিক্ষা পাচ্চে।"

যুবা বলিলেন, "ওটি আমারি কনিষ্ঠ সহোদর। মা ওকে স্কুলে না দিয়ে চূড়ামণি মশায়ের চতুষ্পাঠিতেই দিয়েছেন। আমার একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে, আমাদের শাস্ত্রে নারীজাতির প্রতি প্রচুর সম্মান কর্‌বার ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন?"

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কথাটা ঠিক নয় বাবা। আমাদের শাস্ত্র স্ত্রীজাতির যত সম্মান করেন, এত আর কোন দেশেই নাই। যে দেশের শাস্ত্র তারস্বরে বলেন—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥"*

যে দেশে ইষ্ট দেবীর স্তব সময়ে বলা হয়—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।"†

সে দেশের শাস্ত্র যে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা জানেন না, এ কথা মহা-ভুল। পাষণ্ডেরাই নারীর অপমান করে। তার ফলও যে তারা ভোগে না এমন নয়।"

ঠিক সেই সময়েই একটি সুসজ্জিত দ্বারবান আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। তার বক্ষের চাপরাসে লেখা "রঘুরামপুর অন্নদা ইংরাজী-সংস্কৃত বিদ্যা-মন্দির। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ নাথ।" তাহাকে দেখিয়াই মহেন্দ্র-

---

*যে গৃহে নারীগণ সম্মানিতা সে গৃহে দেবতাগণ আনন্দে অবস্থিত থাকেন; আর যেখানে নারীগণ অবমানিতা হন সেখানে সকল কার্য্যই পণ্ড হয়।

† হে দেবি, বিদ্যাগণ ত তোমারি মূর্ত্তি; এ জগতের সব নারীও তোমার প্রকাশ মূর্ত্তি।

নাথ বলিলেন, "আজ আমাদের শাস্ত্রালাপ এই খানেই শেষ হউক। কেন না শ্রীগুরুদেবের দূত এসেছেন। 'কেহে পাঁড়েজী নাকি ?'"

দ্বারবানটি আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক মহেন্দ্রনাথের হস্তে কতকগুলি পত্র দিয়া বলিল, "আজ্ঞা, হাঁ, আমি এ অঞ্চলের বিখ্যাত দস্যুদলপতি শিবরাম পাণ্ডেই বটে। আজ আপনার গুরুপুত্র আর আমার চির-পূজ্য শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার পূর্ব্ব পরিচয়টা সর্ব্বসমক্ষে বল্‌তে কুণ্ঠিত নই। পিতামহ আপনাকে এই পত্রগুলি দিয়াছেন, কি কর্‌তে হবে তা আপনার পত্রেই লেখা আছে। আমি আর বিলম্ব কর্‌বো না" বলিয়া পুনঃ প্রণাম করিল।

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ব্রাহ্মণ-গৃহে কিছু প্রসাদ সেবা করে গেলে হয় না ?"

পাঁড়ে বলিল, "শ্রীগুরুদেবের আদেশ, নিজ আসনে নিত্য ক্রিয়া কর্‌তে হবে, এখনও আমার সায়ংকৃত্য হয় নাই" বলিয়া বলিল, "বাবা এবার যে আমার আসনে যাওয়া দরকার।" অমনি সে অদৃশ্য হইল।

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পূর্ণানন্দ দাদার শক্তিতেই শিবরাম এসেছিল, তাঁর শক্তিতেই সে এখন তার আসনে গেছে। হয়ত আমরা তারে যেরূপ সজ্জিত দেখেছি সে সেরূপ সজ্জিত নয়। শ্রীগুরুদেব একবার আমায় মহারাজ রামেশ্বরের একখানি সজ্জিত বেশের সুন্দর ছবি দিয়ে বলেছিলেন 'এই পোষাকের কিছুরিই অস্তিত্ব এ জড় সংসারে নেই। ও সবই পূর্ণানন্দ বাবাজীর খেলা। সে রাজাকে যে সাজে যারে যারে দেখাতে ইচ্ছা করে সেই সাজেই তারে দেখায়। অপরে তিনি যে বেশে আছেন সেই বেশেই দেখে। রামেশ্বর বাবার বেশ চিরদিনই ঐ ধুতি আর পিরান।' এখন সকলে শুনুন তিনি কি লিখেছেন। আমি নিমাই বাবু চলে গেলে মনে করেছিলাম, সেখানে বৈবাহিক

মহাশয় প্রভৃতি কয়েক জনকে নিয়ে যেতে পার্‌লে ভাল হয়। যাঁদের কথা মনে করেছিলাম, তাঁদের সকলের নামে এক এক খানি পত্র আছে, অধিকন্তু চূড়ামণি মশায়ের নামেও একখানি আছে। সচ্চিৎকুমার, তুমি বাবা এসে তোমার গুরুদেবের পত্রখানি নিয়ে গিয়ে তাঁরে দাও।"

বালক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক পত্রখানি লইয়া চলিয়া গেল। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই খানা অচ্যুতানন্দ দাদার, এখানা মুখুর্য্যে মশায়ের, আর এখানা অজিত বাবার। তারপর আমাকে কি লিখেছেন শুনুন।"

'শুভাশীরাশয়সন্তু—

তোমার মনোভাব অবগত হইয়া আমি কয়েকখানি পত্র পাঠাইলাম। সময়টা মায়ের পূজার দিন, তাহা না হইলে ওসভায় যে সকল স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন সকলকেই নিমন্ত্রণ করিতে পারিতাম। কিন্তু ওখানকার প্রায় সকলের বাড়ীতেই মায়ের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে, নাই কেবল তোমার বৈবাহিকের বাড়ীতে; আর তোমার ভগিনীপুত্রের বাটীতে। এদুই বাটীতেও আগে ছিল, বিশেষ তোমার বৈবাহিকের পিতৃপিতামহাদির সময় ত দুর্গোৎসবাদি প্রায় সব পূজাই হইত। যিনি দিয়েছেন তাঁরে একবার দেখাইয়া খেলে ক্ষতি কি? তোমার বাটীর পূজা তোমার পুত্রেরাই করিতে পারিবে, চূড়ামণি মহাশয়ের পুত্রও পারিবেন বটে কিন্তু তাঁর নিমন্ত্রিতগণকে খাওয়ানটা বড়ই প্রিয়। কিন্তু তার সুব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব হইবে না।' এর পর যা লিখেছেন তাহা কেবল আমারি জন্য। আমি কাল আমার শাস্ত্রালাপ শেষ করে একবার বাড়ী যাব, তার পর আস্‌বো বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশীর দিন। ঐদিন মধ্যাহ্নের পরই যাত্রা কর্‌তে হবে।" এই

বলিয়া নিজের অংশ মনে মনে পড়িয়া বলিলেন, "শেষে শ্রীগুরুদেব লিখেছেন 'তোমাদের ওসভায় অনেক অন্য জাতীয় স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সকলেই আসিতে পারেন। যিনি যখনি আসুন মায়ের প্রসাদ ও থাক্‌বার স্থানের অপ্রতুল নাই। নিজে আপত্তি না থাকিলে রাজা পাখেয় দিতেও কুণ্ঠিত নন।'

আজ এই পর্য্যন্ত।"

কর্ত্তব্য নির্ণয়।

(অবশিষ্টাংশ)

মহেন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন—

"কাল আমি পরস্পরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রের বিধি বল্‌তে আরম্ভ করেছিলাম। যাঁরা এ কথা বুঝেছেন যে, তাঁদের অপর সকলের প্রতি কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাঁদের স্বার্থপরতার মাত্রাটা যে কমে গেছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। কর্ত্তব্য পালনেচ্ছা যতই বর্দ্ধিত হয়, স্বার্থবুদ্ধিও ততই ক্ষীণ হয়।

আমরা প্রথমেই গুরুজন পাই মাতা, পিতা ও অগ্রজ ভ্রাতাগণকে। তারপর শিক্ষার দোষ না ঘটুলে, অনেক সম্পর্কিত গুরুজন আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হন। আমাদের শাস্ত্রনির্দ্দেশানুসারেও অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, জনক, শ্বশুর, ও শিক্ষকগণ পিতৃপদবাচ্য। আমাদের দেশে সুবৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার আজিও একেবারে লোপ হয় নাই। দিন দিন ক্রমেই সংখ্যায় অল্প হচ্চে। অজিৎ বাবা বল্‌তে ইচ্ছা কর্‌চেন, আত্মনির্ভরবৃত্তিটা কি ভাল নয়। আমি তাঁর পাশ্চাত্য যুক্তি নিচয় খণ্ডন কর্‌বার অধিকারী নই, কেন না আজিও আমার খুল্লতাত আছেন, তিনি আমার চেয়ে বয়সে ছোট হলেও সম্পর্কে বড় এবং আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের

চেয়ে বড় বলে তিনিই এখন সংসারের কর্ত্তা। তাঁর পত্নীই কর্ত্রী কেন না আমার জননী জীবিতা নাই। আমার পত্নী যাঁকে খুড়া মহাশয় আর খুড়ী মা, ছোট মা বল্‌তেন তিনিও জীবিতা নাই। খুড়া মশাই আর খুড়ীমার তত্ত্বাবধানে সংসারে বিবাদ বিসংবাদ কিছুই নাই। বাড়ীতে ভিন্ন দেশীয় ছাত্র এখন পঞ্চাশটি আছে। এরা সকলেই বেশ স্বচ্ছন্দে আছে। সংসারে বিবাদ বিসম্বাদের ছায়াও নাই। একটা কথা বলি বাবা, মনে কর কোন সংসারে আছে পঁচিশ জন পরিবার। এরা যদি সকলেই অপর চব্বিশ জনকে সুখে রাখ্‌তে যত্ন করে তা হলে সকলের জন্যই ভাব্‌বার লোক চব্বিশ জন। আর যদি সবাই নিজের জন্য ভাবে তা হলে প্রত্যেকের জন্য ভাববার লোক এক জন বই নাই। আর একটি পরিবারের কথাও বলি। আমার একজন বাল্য বন্ধুর সঙ্গে তাঁদের বাটীতে একবার গিয়াছিলাম। তাঁর বৃদ্ধপিতার মুখে তাঁদের পারিবারিক ব্যবস্থার কথা যা শুনেছিলাম, তাই বল্‌চি। কর্ত্তার পত্নী আছেন, তিনি অতি বৃদ্ধা। ছয় পুত্র ও পাঁচ কন্যার জননী বলে তাঁর শরীর খুবই শীর্ণ, কিন্তু রুগ্ন, একেবারেই চল্‌ৎশক্তিহীনও নন। কর্ত্তার দুটি ভাই আছেন, তাদের পুত্র কন্যাদি আছে। কর্ত্তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পৌত্র পর্য্যন্ত হয়েছে। চতুর্থ পুত্র চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন কর্‌তেন, তাঁরি সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। আমি তখন সমাবর্ত্তনান্তে গৃহে আসি নাই। পিতার ইচ্ছা ক্রমে তাঁর এক শিষ্যের কাছে ইংরেজী পড়ি। আমার বন্ধুটিও সেইখানে থাক্‌তেন। বৃদ্ধ বল্‌লেন, 'বাবা, আজ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত আমাদের বংশের ব্যবস্থা এই যে, "যারা বাটিতে থাকবে সকলকেই একান্নবর্ত্তী হয়ে থাক্‌তে হবে। যে সামান্য বিষয় আছে তাতে ভাগাভাগী হলে কারই দিন গুজরান হবার নয়। এখন আমার বড় ছেলে আর ছোট ভাই, এর তত্ত্বাবধান কর্‌চেন। জন

কয়েক চাকর বাকর নিয়ে মেজো বাবাজীই বাগান বাগিচার তদ্বির করে রোজকার মাছ তরকারীর সংস্থান করেন। আমার মেজো ভাই আর সেজো ছেলে, বাটীর ছেলে মেয়ে আর পাড়ার ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ভার নিয়ে ঠাকুর দালানেই এক পাঠশালা করেছেন। চতুর্থ পুত্রটি কবিরাজী পড়চেন; আমিও কবিরাজী শিখেছিলাম, ওরে নিদানটা পড়িয়ে কল্‌কাত্তাতেই শিখ্‌তে পাঠিয়েছি। আর দুটি ছেলে মাঠের ক্ষেতে মজুর খাটিয়ে ধান কড়াই চাষ করে। আমরা চাষা বাবা। পাঁচ জনে এক সঙ্গে আছি বলে কোন বিশেষ কষ্ট নেই। আমাদের এ সংসারে পূর্ব্বাপর একটা নিয়ম আছে, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা আর সংক্রান্তিতে বাটির কোন পুরুষ (নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য ব্যতীত) বাটীর ভিতর যাবে না। আহার হলেই আমি অন্দরে যাবার দ্বারে চাবি দিয়ে সকলকে নিয়ে বাইরের বড় বৈঠকখানাতে থাক্‌বো। এ ভার আগে ছিল জ্যেঠা মশাইয়ের, তার পর বাবার, এখন আমার, এর পর হবে আমার সেজো ভাইয়ের কি বড় ছেলের, ওরা দুজনে সমবয়সী। বড় সুখে আছি বাবা।'

এ পরিবার আজিও সেইরূপ আছে কি না জানি না। কিন্তু যখন দেখে এসেছি সবাই পরের সুখ চিন্তা করে তখন বোধ করি শীঘ্র যাবে না।

গুরুগণের প্রধান হচ্ছেন জগদগুরু শ্রীভগবান্। তিনিই জগৎ পিতা; আর তাঁর শক্তি মহাপ্রকৃতিই জগজ্জননী। তা যে নামেই ডাক, তাতে কিছু আসে যায় না। কালী না বলে কৃষ্ণ বল্‌লেও দোষ নেই। এ দুনিয়ার মালিক একজন বই পাঁচ জন নয়। শ্রীভগবান বল্‌ছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম্।"

জলকে জলই বল আর বারিই বল, পানিই বল আর ওয়াটারই বল, পিপাসায় পান কর্‌লেই পিপাসার শান্তি হয়। তাঁরে মাই বল, আর

বাবাই বল, আর যাই বল, যথার্থ প্রপন্ন হয়ে ডাকলে শান্তি লাভ হবেই। তাঁরে প্রাণের ভক্তি বই আর আমাদের দেবার কিছুই নাই। কেন না এ বিশ্বের চাউল কলা সবই তাঁর। তবে ভক্তি জাগাবার জন্য বৈধী সেবায় যে প্রয়োজন নাই তা নয়। দিলে তিনি কিছুই কাপড়ে বেঁধে নে যান না। প্রসাদ স্বরূপ ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধির জন্য রেখে যান। ভক্তও পাঁচ জনকে না দিয়ে আত্মসাৎ কর্‌তে পারেন না। তাঁকে মন প্রাণ যে দিতে পারে—অন্ততঃ এক ক্ষণের জন্যও যে কায়মনে তাঁর কাছে পরের জন্য কিছু চায়, তা তিনি পূর্ণ করেন। আমি অজ্ঞাত কুলশীল বৃদ্ধের প্রতি ব্যবহারের একটি জীবন্ত ঘটনা বলে পূর্ব্বোক্ত কথার প্রমাণ দিব।

একবার এক ট্রেণে কলিকাতায় আসি।* ট্রেণে এক কামরায় এক জন সাধু শ্রীবৈষ্ণব হরি কথা বল্‌চেন। আমরা বে-আইনী হ'লেও প্রতি বেঞ্চে সাত জন বসে যাচ্চি। পরের কামরায় বেঞ্চে একজন বসবার মত স্থান থাকলেও কেউ সেখানে বসে নাই। আমরা পনর ষোল জন পর্য্যন্ত এক কামরায় বস্‌তাম। পরের ষ্টেসনে পার্শ্বের কামরায় একটি যুবা উঠিল। পরবর্ত্তী ষ্টেসনে আমাদের কামরায় আর এক জন উঠিলেন। তার পর আর এক ষ্টেসনে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই কামরার দ্বার খুলিবামাত্র সকলেই বলিলেন 'জায়গা নেই মশাই।' কেবল সেই যুবাটি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন 'স্থান নাই সত্য কিন্তু আর ত খোঁজবার সময় নেই বাবা।' যুবাটি অগ্রসর হয়ে ব্রাহ্মণকে হাত ধরে তুলে বল্‌লেন 'আপনি এই খানে বসুন। আমি এই পথ টুকু দাঁড়িয়ে যেতে পার্‌বো।' ব্রাহ্মণ বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ যুবার

* এটি লেখকের প্রত্যক্ষ ঘটনা।

দিকে চেয়ে বলিলেন, 'ভগবান আপনার অভিলাষ নিশ্চয় পূর্ণ করবেন। হাসি মুখে ঘরে আসতে পারবে বাবা।' যুবা বল্লেন, 'আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য।' আমাদের বক্তা শ্রীবৈষ্ণব বল্লেন, 'নিশ্চয় পূর্ণ হবে বাবা। শ্রীগৌরচন্দ্র তোমার মত কর্ত্তব্যপরায়ণের মনস্কামনা অপূর্ণ রাখ্তে পারেন না।' সে দিন ত ঐ পর্য্যন্ত। পরের শনিবার সে যুবাটির সঙ্গে কলিকাতার ষ্টেসনে সাক্ষাৎ হলে শুন্লাম, সেই যুবা কর্ম্মের চেষ্টায় কয়েক দিন নিষ্ফল কলকাতায় ঘুরেছিলেন। সেই দিন কিন্তু তাঁর চাকরী জুটেছে। যুবা সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে খুঁজিয়া পান না বলে কিছু দুঃখিত। বল্লেন 'অঘোর বাবুকে আমার সৌভাগ্যের কথা বলেছি, তিনি আমায় বলেছেন শীঘ্র বেতন বাড়বে। কিন্তু সে ব্রাহ্মণকে বল্লে তিনি যে আনন্দিত হবেন তার সন্দেহ নাই।'

আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যের অনেক উদাহরণ আছে। তার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনই সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যের সুন্দর উদাহরণ। এই জন্য আমি প্রথমেই সেই শ্রীভগবানের পূর্ণ অবতার শ্রীরামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবন মহর্ষি বাল্মীকির মূল রামায়ণ অবলম্বনপূর্ব্বক বর্ণনা করে যদি সময় থাকে ত আরও দুই একটি বল্বো। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে মহর্ষি বাল্মিকী শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের ষাট হাজার বর্ষ পূর্ব্বে রামায়ণ রচনা করেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা নিজে সে কথা স্বীকার করেন না। তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রথমেই তিনি কিরূপে এই রামচরিত পেয়ে এ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, সে কথা বলেচেন। যদৃচ্ছাক্রমে তাঁর আশ্রমে সমাগত দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—

"কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্ সুদৃঢ়ব্রতঃ ॥

চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈক-প্রিয়দর্শনঃ॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥"

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি সংক্ষেপে যে রামচরিত বলেছিলেন, তাই তাঁর গ্রন্থের অবলম্বন। এ সকল গুণের অনুশীলন যে গৃহীগণের পক্ষে সুখী হবার হেতু তাতে আর কোনও সন্দেহই নাই, কিন্তু এরূপ সর্ব্বগুণাকর সুদুর্লভ সন্দেহ নাই। আমি অতি সংক্ষেপে মহর্ষি বাল্মিকীর বাক্য আশ্রয় করে শ্রীরামচরিত বল্‌বো।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবধপুর বা অযোধ্যা নামে একটি রাজ্য আজিও আছে। ঐ অবধপুর নাম থেকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা রাজ্যটিকে ঔধ * বলেন। ঐ রাজ্যটি প্রাচীন উত্তরকোশলের কিয়দংশ। ঐ খানেই সূর্য্যবংশগণের রাজধানী অযোধ্যা ছিল। আজও তার চিহ্ন আছে। কিন্তু তা যে রামায়ণ বর্ণিত অযোধ্যা তা বোঝ্‌বার কোন উপায় নাই। শ্রীরামচন্দ্র সেই রাজ্যের অন্যতম নৃপতি দশরথের পুত্র। তাঁর আর তিনটি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। তিনি রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার গর্ভজাত। শ্রীভরত রাজার মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর পুত্র। আর শ্রীলক্ষণ, আর শ্রীশত্রুঘ্ন রাজার অন্যতমা পত্নী সুমিত্রার গর্ভসম্ভূত যমজ সন্তান। শ্রীরামচন্দ্র দ্বাদশ মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন একথা রামায়ণে লিখিত আছে—

"ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ।
ক্ষেত্রেঽদিতি দৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু॥"

* Oudh.

গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্পতাবিন্দুনা সহ।
প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
কৌশল্যাজনয়দ্ রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম॥" (আ-১৮স)

*উক্তগ্রন্থে আশীর্ব্বচন রূপে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের জন্মকুণ্ডলী আছে—

শ্রীরাম চন্দ্রের নামে আশীর্ব্বচন এই—

শ্রীরামশ্চৈত্রমাসে দিনদল সময়ে পুষ্যভে কর্কিলগ্নে
জীবেন্দোকর্করাশৌ মৃগভগত-কুজে জ্ঞে বৃষে মেষগেঽর্কে।
মন্দে যূকেঽঙ্গনায়াং তমসি সফরগে ভার্গবেয়ে নবম্যাম্
পক্ষোচ্চস্থৈর্বতীর্ণোঽবতু স তমিয়মুৎপত্তিপত্রী চ যস্য॥"

রামচন্দ্রের শান্তা নামে একটি অগ্রজাতা সহোদরা ছিলেন। রাজা দশরথ সত্য রক্ষার্থ সেই কন্যাকে অঙ্গরাজ লোমপাদকে পুত্রীরূপে প্রদান

---

*উল্লিখিত বচনে এবং তিথিতত্ত্বধৃত—

উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ সেন্দৌ নবম্যাং তিথৌ
লগ্নে কর্কটকে পুনর্ব্বসু-দিনে মেষং গতে পূষণি।
নির্দগ্ধুং নিখিলাঃ পলাশসমিধো মধ্যাদযোধ্যারণে-
রাবির্ভূতমভূদ্ অপূর্ব্ববিভবং যৎকিঞ্চিদেকং মহঃ।

এই বচন থেকে দেখা যায় যে, শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম সময়ে রবি মেষে, চন্দ্র কর্কটে, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, বৃহস্পতি কর্কটে, শনি তুলায়, মঙ্গল মকরে এবং শুক্র মীনে ছিলেন। কর্কট লগ্নে সুতরাং মধ্যাহ্ন সময়েই তাঁর জন্ম হয়। মহাজ্যোতি-র্নিবন্ধে বুধ বৃষে, রাহু মিথুনে এবং কেতু মীনে দেওয়া আছে। শ্রীরাম নবমীতে এই চক্র মধ্যেই রামচন্দ্রের জন্মচিন্তা করিতে হয়।

করেন। ঐ শান্তাই মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের পত্নী। মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ, রাজা দশরথ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সস্ত্রীক অযোধ্যায় আসিয়া পুত্রকাম দশরথের পুত্রোৎপত্তির জন্য যজ্ঞ করলেই শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির জন্ম হয়। সকলেই যেমন সচরাচর বলেন যে চারি ভ্রাতাই এক সময়ে জন্মে ছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি তা বলেন না, তিনি বলেন—

"ভরতো নাম কৈকেয্যাং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণো শ্চতুর্ভাগঃ সর্ব্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ॥
বীরৌ সর্ব্বাস্ত্রকুশলৌ বিষ্ণোরর্দ্ধ-সমন্বিতৌ।
অথ লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাঽজনয়েৎ সুতৌ॥
পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ॥" (আ-১৮স)

তবেই দেখা যায় যে, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিনে, চন্দ্র পুনর্ব্বসু ত্যাগ করে গেলে মীন লগ্নে অর্থাৎ রাত্রি শেষে জন্মান সম্ভব হলেও অশ্লেষায় চন্দ্রাবস্থান সময়ে যদি লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মে থাকেন তা হলে সেদিন তাঁদের জন্ম হওয়া সম্ভব নয়, কেন না চন্দ্র প্রায় সওয়া দুইদিন এক একটি নক্ষত্রে থাকেন। শ্রীশুকদেব বলেন কর্কট লগ্নে ও সেই লগ্নেই রবির উদয় সময়ে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের কোনও প্রভাতে সুমিত্রার পুত্র দুটি জন্মে ছিলেন।

যাই হউক শ্রীরামচন্দ্র জ্যেষ্ঠ, ভরত মধ্যম এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ যমজ। রাজপুত্রগণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—

"সর্ব্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে লোকহিতে রতাঃ।
সর্ব্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্ব্বে সমুদিতা গুণৈঃ॥

তেষাম্ অপি মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
বভুব ভূয়ো ভূতানাং স্বয়ম্ভূরিব সম্মতঃ॥" (আ-১৮স)

তাঁরা সকলেই লোকের হিতে রত ছিলেন। আবার সেই চার জনের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র মহাতেজস্বী ও সত্যকেই নিজের প্রধান পরাক্রম বলে মনে করতেন; কাজেই স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা যেমন সকলের সম্মানভাজন রামচন্দ্রও সেইরূপ সকলের সম্মানভাজন হয়েছিলেন। এই থেকে আমরা বুঝ্তে পারি যে, শ্রীরামচন্দ্র সকলকেই আপনার মনে ক'রে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধির চেষ্টা স্বতঃ পরতঃ করাতে ভাইগুলিও তাঁর পদাঙ্কের অনুবর্ত্তী হয়েছিলেন। আমরা তাঁর নিত্যক্রিয়া সম্বন্ধে যোগবাশিষ্টের চতুর্থ অধ্যায়ে এইরূপ দেখিতে পাই—

"প্রাতরুত্থায় বামোঽসৌ কৃত্বা সন্ধ্যাং যথাবিধি।
সভাসংস্থং দদর্শেন্দ্রসমং স্বপিতরং ততঃ॥
কথাভিঃ সুবিচিত্রাভিঃ স বশিষ্ঠাদিভিঃ সহ।
স্থিত্বা দিনচতুর্ভাগং জ্ঞানগর্ভাভিবাদৃতঃ॥
জগাম পিত্র্যানুজ্ঞাতো মহত্যা সেনয়া বৃতঃ।
বরাহমহিষাকীর্ণং বনম্ আখেটকেচ্ছয়া॥
তত আগত্য সদনে কৃত্বা স্নানাদিকং ক্রমম্।
সমিত্র বান্ধবো ভুক্ত্বা নিনায় সসুহৃন্নিশাম্॥
এবম্প্রায় দিনাচারো ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ।
আগত্য তীর্থ যাত্রায়াঃ সমুবাস পিতু গৃ'হে॥"

রামচন্দ্র যথা সময়ে উপনয়ন সংস্কৃত হয়ে ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতব্য শাস্ত্রাদি শিক্ষা করেছিলেন, তারপর পিতামাতার অনুমতি নিয়ে ভ্রাতৃগণ

বশিষ্ঠাদি মুণিগণ ও কতিপয় বয়স্ক রাজপুত্রগণের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ ক'রে ছিলেন। এ কথা আমরা ঐ যোগবাশিষ্ঠেই দেখ্‌তে পাই। তীর্থ ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে তাঁর নিত্য কর্ম্ম যা ছিল, তাই পূর্ব্বকথিত শ্লোক কটিতে বলা হয়েছে। এ সব তাঁর চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের কথা। কেন না পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখ্‌তে পাই—

'অথোনষোড়শেবর্ষে বর্ত্তমানে রঘূদ্বহে।
রামানুযাচিনী তথা শত্রুঘ্নে লক্ষণে ঽপি চ॥
ভরতে সংস্থিতে নিত্যং মাতামহ গৃহে সুখম্।

ইত্যাদি—

এই সময়ে রামের মনে সংসারের অনিত্য সম্বন্ধে চিন্তা উদিত হয়ে তাঁকে দিন দিন কৃশ ও বিষাদযুক্ত কর্‌তে আরম্ভ করেছিল। বশিষ্ঠ দেব সে সময় উপদেশ দ্বারা তাঁর সে ভাব দূর করেছিলেন। সেই সব কথাই যোগবাশিষ্ঠে আছে, আমি সে সব কথার অবতারণা কর্‌বো না। ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণের মৃগয়ার উদ্দেশ্য যে গ্রাম্য ও নগরবাসী জনগণকে বন্য হিংস্র জন্তু থেকে রক্ষা করা, সে কথা শ্লোকে বরাহ মহিষাদির নামের উল্লেখ দ্বারা বলা হয়েছে। অবশ্য মৃগবধও যে অন্য উদ্দেশ্য তা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অন্য বর্ণের জনগণের ঐ সময়ই নিজ জীবিকা অর্জ্জনের সময়। রাম ও লক্ষণে অত্যন্ত প্রীতিবন্ধন ছিল এ কথা সকলেই জানে। রামায়ণে সেই প্রীতির কথা নিম্নলিখিত তিনটি শ্লোকে সুব্যক্ত হয়েছে—

"বাল্যাৎ প্রভৃতি সুস্নিগ্ধো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্দ্ধনঃ।
রামস্য লোকরামস্য ভ্রাতু র্জ্যেষ্ঠস্য নিত্যশঃ॥

সর্ব্বপ্রিয়করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ।
লক্ষ্মণো লক্ষ্মিসম্পন্নো বহিঃ প্রাণ ইবাপরঃ॥
ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ।
মৃষ্টম্ অন্নম্ উপানীতম্ অশ্নাতি ন হি তং বিনা॥" (আ-১৮স)

ভ্রাতায় ভ্রাতায় এই রকম ভাবই থাকা উচিত। ভরত ও শত্রুঘ্নেও ঐরূপ ভাব ছিল। এই সময়েই একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয় যজ্ঞ-রক্ষার্থ দশ দিনের জন্য রামচন্দ্রকে নিজের আশ্রমে নিয়ে যাবার জন্য প্রার্থী হয়েছিলেন। তাতে রাজা দশরথ বলে ছিলেন—

"ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতাম্ অস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ॥" (আ-২০স)

এই কথা বলে তিনি নিজে সসৈন্যে যজ্ঞ রক্ষার্থ যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা প্রচার, আর ভবিষ্য প্রয়োজনের জন্য রাম এবং লক্ষ্মণকে বলা ও অতিবলা বিদ্যাদান এবং রামচন্দ্রকে প্রয়োগ সংহার মন্ত্র সমেত বিবিধ অস্ত্র দান, আর চরম উদ্দেশ্য রামের সহিত জানকীর মিলন। সুতরাং ভীতি প্রদর্শনাদি দ্বারা রাজাকে সম্মত করে তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মুনিবর নানা কথায় রাম ও লক্ষ্মণের পথশ্রম দূর কর্‌তে কর্‌তে নিয়ে যেতেছিলেন। পথে রাম তাড়কাকে বধ করে শেষে যজ্ঞ রক্ষা ও অহল্যা উদ্ধারের পর রাজর্ষি জনকগৃহে গমনপূর্ব্বক হরধনু ভঙ্গ করে জনক-নন্দিনীকে বিবাহ করেছিলেন। সে সময় রাজা দশরথ অমাত্যাদি সঙ্গে মিথিলায় এসেছিলেন। রাজর্ষি সীরধ্বজ জনক স্বীয় কন্যা সীতাকে রামের হস্তে ও ঊর্ম্মীলাকে লক্ষ্মণের হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। এবং তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর কুশধ্বজ নিজ কন্যা মাণ্ডবীকে ভরত হস্তে এবং

শ্রুতকীর্ত্তিকে শত্রুঘ্নের হস্তে প্রদান করেছিলেন। প্রত্যাগমন কালে রামচন্দ্র পথে পরশুরামের দর্প চূর্ণ করে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন। অযোধ্যায় দিন কয়েক খুব উৎসব হয়েছিল। বিবাহের কিছুদিন পরে ভরত শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে নিজের মাতুলালয়ে গমন করেন। রাজা দশরথের যে খুব মনঃকষ্ট হয়েছিল তার আর সন্দেহ নাই, কেন না বৃদ্ধ বয়সে প্রাপ্ত পুত্র চারটি তাঁর প্রাণস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু করেন কি? শ্যালকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। রামচন্দ্রের গুণে সকলেই বশ।

"স চ নিত্যং প্রশান্তাত্মা মৃদুপূর্ব্বং চ ভাষতে।
উচ্যমানোঽপি পরুষং নোত্তরং প্রতিপদ্যতে॥
কদাচিদুপকারেণ কৃতেনৈকেন তুষ্যতি।
ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবত্তয়া॥
শীলবৃদ্ধৈ র্জ্ঞানবৃদ্ধৈ র্বয়োবৃদ্ধৈশ্চ সজ্জনৈঃ।
কথয়ন্নাস্ত বৈ নিত্যমস্ত্রযোগ্যান্তরেম্বপি॥
বুদ্ধিমান্ মধুরাভাষী পূর্ব্বভাষী প্রিয়ম্বদঃ।
বীর্য্যবান্ ন চ বীর্য্যেণ মহতা স্বেন বিস্মিতঃ॥
ন চানৃতকথো বিদ্বান্ বৃদ্ধানাং প্রতিপূজকঃ।
দীনানুকম্পী ধর্ম্মজ্ঞো নিত্যং প্রগ্রহবান্ শুচিঃ।
সানুক্রোশো জিতক্রোধো ব্রাহ্মণপ্রতিপূজকঃ॥" (অ-১স)

এই সব গুণে গুণবান্ যিনি, যিনি সকলের প্রতি যথাযথ কর্ত্তব্য-পরায়ণ তিনি যে সকলেরই প্রিয় হবেন তার আর আশ্চর্য্য কি? কাজেই

"স তু সর্ব্বগুণৈর্যুক্ত প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ।
বহিশ্চর ইব প্রাণো বভূব গুণতঃ প্রিয়ঃ॥" (অ-১স)

কাজেই প্রজাগণের ইচ্ছা যে বৃদ্ধ নৃপতি পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে তাঁকে রাজধর্ম্ম শিক্ষা দিন, এবং নিজে কিছুদিন শান্তি সুখ ভোগ করুন। রাজারও ইচ্ছা তাই। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা তা নয়। রামের জন্ম রাবণবধ রূপ কার্য্যের জন্য। তাই যে কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে আত্মজ অপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান করতেন, তিনি মন্থরার প্ররোচনায় রাজাকে বাক্যবদ্ধ ক'রে তাঁর পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত দুটি বরের একটিতে রামচন্দ্রের চৌদ্দবর্ষ অরণ্যবাস আর অন্যটিতে নিজ পুত্র ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করলেন। রাজা সত্যে বদ্ধ। না বলতেও পারেন না, হাঁ বলাও তদধিক দুষ্কর।

রাজা বলচেন—

"অনর্থভাবেঽর্থপরে নৃশংসে
মমানুতাপায় নিবেশিতাসি।
কিমপ্রিয়ং পশ্যসি মন্নিমিত্তং
হিতানুকারিণ্যথবাপি রামে॥
বিনা হি সূর্য্যেণঃ ভবেৎ প্রবৃত্তিঃ
অবর্ষতা বজ্রধরেণ বাপি।
রামং তু গচ্ছন্তমিতঃ সমীক্ষ্য
জীবেন্ন কশ্চিত্ত্বিতি চেতনা মে॥
বিনাশ কামাম্ অহিতাম্ অমিত্রাম্
আবাসয়ং মৃত্যুমিবাত্মনস্ত্বাম্।
চিরং বতাঙ্কেন ধৃতাসি সর্পী
মহাবিষা তেন হতোঽস্মি মোহাৎ॥

ন জীবিতং মেঽস্তি কুতঃ পুনঃ সুখং
বিনাত্মজেনাত্মবতাং কুতো রতিঃ।
মমাহিতং দেবি ন কর্ত্তুমর্হসি
স্পৃশামি পাদাবপি তে প্রসীদ মে ॥" (অ-১২স)

কিন্তু এ বিলাপ নিস্ফল। রামচন্দ্রকে বনে যেতেই হবে।

এদিকে রাজ্যের সর্ব্বত্র উৎসব হচ্ছে। কাল রাম রাজা হবেন। আজ অধিবাস হয়েছে। কৌশল্যা মঙ্গল কার্য্যে ব্যাপৃতা। সীতা ব্রত-ধারিণী। লক্ষ্মণের আনন্দের সীমা নাই, ছত্রধারীর পদ নিজে অধিকার কর্‌বেন। এদিকে কিন্তু এই বিভ্রাট।

পরদিন সূর্য্যোদয় হলো কিন্তু রাজা বাহিরে এলেন না। সভায় সকলেই উপস্থিত। কিন্তু রাজা আসেন নাই দেখে মহর্ষি বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে রাজসমীপে প্রেরণ কর্‌লেন। সুমন্ত্র রাজার শয়নকক্ষের দ্বারে এসে তাঁর প্রবোধনের জন্য স্তব কর্‌লেন পরে বল্লেন—

"যথা হ্যপালাঃ পশবো যথা সেনা হ্যনায়কাঃ।
যথা চন্দ্রং বিনা রাত্রির্যথা গাবো বিনা বৃষম্।
এবং হি ভবিতা রাষ্ট্রং যথা রাজা ন দৃশ্যতে ॥" (অ-১৪স)

সুমন্ত্রের সেই সব বাক্যে রাজার চেতনা হলো। এতক্ষণ তিনি মূর্চ্ছিতবৎ ছিলেন। নয়ন উন্মীলিত ক'রে দেখ্‌লেন প্রভাত হ'য়ে গেছে। কিন্তু তাঁ'র অবস্থা অতি শোচনীয়। তিনি কিছুই বল্‌তে পার্‌লেন না, কেবল দীন নয়নে সুমন্ত্রের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তখন কৈকেয়ী বল্‌লেন—

"সুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎসুকঃ।
প্রজাগরপরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ ॥

তদ্‌গচ্ছ ত্বরিতং সূত রাজপুত্রং যশস্বিনম্।
রামমানয় ভদ্রং তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥" (অ-১৪স)

কিন্তু সুমন্ত্র বল্লেন, "মহারাজের বিনা আদেশে সংযত রাজপুত্রকে এখানে আনি কি করে ?" সেই কথা শুনে রাজা অগত্যা বল্লেন—

"সুমন্ত্র রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় সুন্দরম্ ॥"

সুমন্ত্র ভিতরের ব্যাপার কিছুই জানেন না, তাই ত্বরিত পদে শ্রীরামচন্দ্রকে কৈকেয়ীর গৃহে আন্‌লেন। রামচন্দ্র বিমাতার কক্ষে এসে দেখ্‌লেন, রাজা কৈকেয়ীর সঙ্গে একাসনে বসে আছেন বটে কিন্তু তাঁর মুখ মলিন ও বিষণ্ণ। তিনি অগ্রে পিতার তারপর বিমাতার চরণ বন্দনা কর্‌লেন। রাজা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে "রাম" এই বাক্য মাত্র বলে নিস্তব্ধ হলেন আর কিছুই বল্‌তে পার্‌লেন না। রামচন্দ্র রাজার সে অবস্থা দেখে ভীত হলেন, কিন্তু রাজা আর কিছুই বল্‌চেন না দেখে কৈকেয়ীকে বল্‌লেন—

"কচ্চিন্ময়া নাপরাদ্ধমজ্ঞানাদ্ যেন মে পিতা।
কুপিত স্তন্মমাচক্ষ্ব ত্বমেবৈনং প্রসাদয় ॥
শারীরো মানসো বাপি কচ্চিদেনং ন বাধতে।
সন্তাপো বাভিতাপো বা দুর্ল্লভং হি সদা সুখম্ ॥
এতদাচক্ষ্ব মে দেবি তত্ত্বেন পরিপৃচ্ছতঃ।
কিন্নিমিত্তমপূর্ব্বোঽয়ং বিকারো মনুজাধিপে ॥" (অ-১৮স)

কৈকেয়ী বল্‌লেন—

"ন রাজা কুপিতো রাম ব্যসনং নাস্য কিঞ্চন।
কিঞ্চিন্মনোগতং ত্বস্য ত্বদ্ভয়ান্নানুভাষতে ॥

প্রিয়ং তাম্ অপ্রিয়ং বক্তুং বাণী নাস্য প্রবর্ত্ততে।
তদ্ অবশ্যং ত্বয়া কার্য্যং যদনেন শ্রুতং মম॥
এষ মহ্যং বরং দত্ত্বা পুরা মামভিপূজ্য চ।
স পশ্চাৎ তপ্যতে রাজা যথান্যঃ প্রাকৃত স্তথা॥
যদি তদ্ বক্ষ্যতে রাজা শুভং বা যদি বাশুভম্।
করিষ্যসি ততঃ সর্ব্বমাখ্যাস্যামি পুনস্ত্বহম্॥" (অ-১৮স)

রামের প্রকৃতি বোঝ্বার সামর্থ্য ত কূটবুদ্ধি কৈকেয়ীর নাই, তাই তার এত ভূমিকা। শ্রীরামচন্দ্র বল্লেন—

"অহো ধিঙ্নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ।
অহং হি বচনাদ্রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে॥
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি চার্ণবে॥
নিযুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃপেণ চ বিশেষতঃ॥" (অ-১৮স)

গুরুর, পিতার, রাজার আদেশ হলে আমি অগ্নিতে পতিত হয়ে, বিষ পান করে, সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে প্রাণত্যাগ কর্তে পারি; এ কথা অম্লান বদনে কে বল্তে পারে? এরূপ কর্ত্তব্য জ্ঞান সুদুর্লভ। তখন কৈকেয়ী অম্লান বদনে, তিনি রাজার কাছে রামের বনবাস ও ভরতের অভিষেকরূপ দুটি বর পেয়েছেন—এ কথা বল্লেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বল্লেন—

"যদি সত্যপ্রতিজ্ঞং ত্বং পিতরং কর্ত্তুমিচ্ছসি।
ত্বয়ারণ্যং প্রবেষ্টব্যং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ॥" (অ-১৮স)

রাম বুঝ্লেন বটে যে বাক্যবদ্ধ হয়ে রাজা এরূপ বর দিয়েছেন, আগে জান্তে পার্লে দিতেন না। তথাপি যখন বর দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি বনে না গেলে ত পিতার সত্য

রক্ষিত হবে না। বুঝ্‌লেন পিতা তাঁরে বনগমনে অনুমতি কর্‌তে পার্‌বেন না। কাজেই বিমাতার মুখে শুনেই তাঁর বনে যাওয়া উচিত। কোন পুত্র পিতার সত্য রক্ষার জন্য এরূপে প্রাণত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত হয়? প্রাণত্যাগ বই কি? রামচন্দ্র যত বীর হউন না কেন, তাঁর নিদ্রার সময় যে অতর্কিত ভাবে হিংস্র শ্বাপদ বা রাক্ষস এসে তাঁরে বধ কর্‌তে পারে না—এমন নয়। যাই হউক রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বন গমনে কৃতনিশ্চয় হয়ে বল্লেন—

"নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে।
যাবন্মাতরমাপৃচ্ছে সীতাং চানুনয়াম্যহম্ ।
ততোঽদ্যৈব গমিষ্যামি দণ্ডকানাং মহদ্বনম্ ।।" (অ-১৯স)

এই ব'লে তাঁদের চরণ বন্দনা ক'রে জননীর গৃহাভিমুখে প্রস্থান কর্‌লেন। সুমন্ত্র এই সংবাদ রাজসভায় প্রদান মাত্র সকলে হাহাকার কর্‌তে লাগ্‌লেন। যে রাম সকলের প্রিয়, তাঁর বনগমন সংবাদ যে সকলের হৃদয়েই শত বজ্রের মত পতিত হবে তার আর আশ্চর্য্য কি? সে সকলকে আপনার মনে করে, তার জন্য সকলে এমনি দুঃখিত হয়। লক্ষ্মণের মনে অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হয়েছিল বটে, কিন্তু সে ক্রোধ মনে চেপে রামের অনুবর্ত্তী হলেন। তিনি বুঝ্‌লেন যে রাম যখন বনে যাবেন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই যাবেন। এখন তাঁর কর্ত্তব্য রামের সঙ্গে বনে গিয়া তাঁকে সকল আপদ বিপদে রক্ষা করা। অগ্রজের প্রতি এরূপ কর্ত্তব্য জ্ঞান সুদুর্ল্লভ। শ্রীরামচন্দ্র জননীর গৃহে চলেছেন। তাঁর মুখে এমন ভাবান্তর লক্ষিত হচ্চে না যে আজ রাজ্যাভিষেকের পরিবর্ত্তে তাঁর বনগমন ব্যবস্থা হ'য়েছে। রাজ্যের চারি

দিকেই হাহাকার। রাজা দশরথের অসংখ্য পত্নী। রামচন্দ্র সকলকেই স্বীয় জননীর মত ভক্তি কর্‌তেন। আজ তাঁদের রোদন নিনাদে অন্তঃপুরের সকল অংশই পূর্ণ; কেবল কৌশল্যার অন্তঃপুরে সে শব্দ প্রবেশ করে নাই। তিনি এখনও রামের মঙ্গলোদ্দেশে হোমাদি মাঙ্গল্য কর্ম্মে ব্যাপৃতা।

তিনি রামচন্দ্রকে দেখিবামাত্র বৎসহারা গাভীর ন্যায় ব্যস্তভাবে এসে তাঁকে গ্রহণ কর্‌লেন। বল্লেন—

"বৃদ্ধানাং ধর্ম্মশীলানাং রাজর্ষীণাং মহাত্মনাম্।
প্রাপ্ন হ্যায়ুশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চাপ্যুচিতং কুলে॥
সত্যপ্রতিজ্ঞং রাজানং পিতরং পশ্য রাঘব।
অদ্যৈব ত্বাং স ধর্ম্মাত্মা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥" (অ-২০স)

রামচন্দ্র বল্লেন "মা এ দুরাশা আপনাকে ত্যাগ কর্‌তে হবে। পিতা বিমাতা কৈকয়ীর ছলবাক্যে বদ্ধ হয়ে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যৌবরাজ্য তিনি ভরতকে দেবেন। আমায় চতুর্দ্দশ বর্ষকাল দণ্ডকারণ্যে বনচরগণের সঙ্গে বাস কর্‌তে হবে। আমায় আজই বনে গমন কর্ত্তে হবে।" শ্রবণ মাত্রেই কৌশল্যা মূর্চ্ছিতা হলেন। রাম ও লক্ষ্মণ তাঁর মূর্চ্ছাপনোদন কর্‌লে, তিনি বহু বিলাপের পর বল্লেন—

"অথাপি কিং জীবিতমদ্য মে বৃথা
ত্বয়া বিনা চন্দ্রনিভাননপ্রভ।
অনুব্রাজষ্যামি বনং ত্বয়ৈব গৌঃ
সুদুর্ব্বলা বৎসমিবাভি কাঙ্ক্ষয়া॥"

রাম বল্লেন "মা, আপনার সঙ্গে বনে বাস ত আমার স্বর্গবাস। কিন্তু তা ত মা হবার নয়। আমি যেমন পিতার অধীন, আপনিও ত তেমনি

পতির অধীনা। তাঁর আদেশ ব্যতীত ত আপনার বনগমন কর্ত্তব্য নয়। আপনার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে হয় ত তিনি অনুমতি করতে পারেন, কেন না আমার বনগমনে তাঁর প্রাণে যে অসহ্য যাতনা হচ্ছে তাতে তিনি আপনারও যে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট তা বুঝে হয় ত অনুমতি দিতে পারেন, কিন্তু মা আপনার ত সে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয়। নারীর কর্ত্তব্য কি সে কথা ত মা আমায় বলে আপনাকে শেখাতে হবে না। পিতার যে কি বিষম বিপদ কাল উপস্থিত, তা আমি বুঝতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু তাঁর যে অবস্থা তাতে তিনি যে বহুক্ষণ বিমাতার গৃহে থাকতে পারবেন এমন বোধ হয় না। তখন আপনাকেই তাঁরে শান্ত করতে হবে।"

যখন কৌশল্যা দুঃখ করছিলেন তখন লক্ষ্মণের অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—

"দেবি পশ্যতু মে বীর্য্যং রাঘবশ্চৈব পশ্যতু।
হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্॥" (অ-২১স)

লক্ষ্মণের এরূপ বাক্য রামচন্দ্রের অসহ্য হলো। তিনি বল্লেন, "ছি ছি ভাই একি কথা বলচো? পিতৃহত্যা? কিসের জন্য? আমি ত ভাই অবাধ্য পুত্রের মত অনায়াসেই বলতে পারতাম, পিতা সত্যে বদ্ধ তাতে আমার কি? আমি বনে যাব না। কিন্তু তাত আমার কর্ত্তব্য নয়। আমার যা কর্ত্তব্য তা আমি জানি বলেই বিমাতার সাক্ষাতে বলে এসেছি, 'আমি আজই বনে যাব কেবল মাকে আর বৈদেহীকে বলে আসতে যা বিলম্ব, সেই টুকুই এ অযোধ্যায় থাকবো।' যা বলে এসেছি তা অবশ্যই করবো।" তার পর রামচন্দ্র জননীকে অনেক বুঝালেন, অবশেষে বল্লেন—

"শোকঃ সন্ধার্য্যতাং মাতর্হৃদয়ে সাধু মা শুচঃ।
বনবাসাদিহৈষ্যামি পুনঃ কৃত্বা পিতুর্ব্বচঃ॥

ত্বয়া ময়া চ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন সুমিত্রয়া।
পিতুর্নিয়োগে স্থাতব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥
অম্ব সংহৃত্য সম্ভারান্ দুঃখং হৃদি নিগৃহ্য চ।
বনবাসকৃতা বুদ্ধির্মম ধর্ম্ম্যানুবর্ত্ততাম্ ॥" (অ-২১স)

কৌশল্যা রামচন্দ্রের বাক্য নিচয় শুনে মনে মনে নারীর কর্ত্তব্য বুঝে স্থির হলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকেও সান্ত্বনা বাক্যে প্রশান্ত করলেন। তখন কৌশল্যা রামকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বললেন—

"পিতৃশুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা।
সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ ॥
সমিৎকুশপবিত্রাণি বেদ্যশ্চায়তনানি চ।
স্থণ্ডিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষা ক্ষুপা হ্রদাঃ।
পতঙ্গাঃ পন্নগাঃ সিংহাস্ত্বাং রক্ষন্তু নরোত্তম ॥
স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ।
স্বস্তি ধাতা বিধাতা চ স্বস্তি পূষা ভগোঽর্য্যমা।
লোকপালাশ্চ তে সর্ব্বে বাসবপ্রমুখাস্তথা ॥
ঋতবঃ ষট্ চ তে সর্ব্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ।
দিনানি চ মুহূর্ত্তাশ্চ স্বস্তি কুর্ব্বন্তু তে সদা ॥
শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ পাতু ত্বা পুত্র সর্ব্বতঃ ॥
স্কন্দশ্চ ভগবান্ দেবঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রো বৃহস্পতিঃ।
সপ্তর্ষয়ো নারদশ্চ তে ত্বাং রক্ষন্তু সর্ব্বতঃ ॥" (অ-২৫স)

ইত্যাদি প্রকারে সেই শ্রীরামচন্দ্রের রক্ষা বিধান করলেন। তারপর রাম সীতার নিকট বিদায় হ'তে গেলেন। সীতা তখনও শ্রীরাম-

চন্দ্রের বনগমন বার্ত্তা শুনেন নাই। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকোপ-যোগী বেশভূষা নাই দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাম ধীর ভাবে বিমাতার বরপ্রাপ্তির কথা বলে বল্লেন—

"অহং গমিষ্যামি মহাবনং প্রিয়ে
ত্বয়া হি বস্তব্যমিহৈব ভামিনি।
যথা ব্যলীকং কুরুষে ন কস্যচিৎ
ত্বয়া তথা কার্য্যমিদং বচো মম॥" (অ-২৬স)

তিনি এ কথাও বল্লেন যে তাঁর বনবাস সময়ে সীতার কর্ত্তব্য তাঁর প্রতিনিধি হয়ে বৃদ্ধ পিতা ও জননীর এবং অন্যান্য মাতৃগণের সেবা। সীতা বল্লেন—

"কিমিদং ভাষসে নাথ বাক্যং লঘুতয়া ধ্রুবম্।
ত্বয়া যদপহাস্যং মে শ্রুত্বা নরোবরোত্তম॥
ভর্ত্তুর্ভাগ্যন্তু নার্য্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি॥" (অ-২৭স)

পত্নী পতির অর্দ্ধ অঙ্গ, কোন পুণ্য কার্য্যই ধর্ম্মপত্নীকে ত্যাগ করে করা যায় না। কাজেই তোমার বন গমনের আদেশের সঙ্গেই আমারও বনগমনের আদেশ হয়েছে।

"ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥"
"অহং গমিষ্যামি বনং সুদুর্গমম্
মৃগায়ুতং বানর-বারণৈশ্চ। (অ-২৭স)

বনে নিবৎস্যামি যথা পিতৃগৃহে
তবৈব পাদাবুপগৃহ্য সম্মতা ॥
নয়স্ব মাং সাধু কুরুষ্ব যাচনাং
নাতো ময়া তে গুরুতা ভবিষ্যতি।
অনন্যভাবামনুরক্তমনুরক্তচেতসং
ত্বয়া বিযুক্তাং মরণায় নিশ্চিতাম্ ॥" (অ-২৭অ)

বনের কষ্ট অনেক তা জানি, কিন্তু তোমায় ছেড়ে যে এই প্রাসাদ তদপেক্ষাও কষ্টকর হবে। বনে অনেক ভয়ের হেতু আছে সত্য কিন্তু তুমি সকল ভয়ের ভয়। পত্নীর পক্ষে পতিসঙ্গে কুটিরবাসই প্রাসাদ-বাস—কাননবাসই স্বর্গবাস। পতিবিরহিতা হয়ে প্রাসাদে বাস অরণ্যবাস অপেক্ষা কষ্টকর—সুখভোগ নরকভোগ তুল্য। সাধক শিরোমণি কবিবর তুলসীদাস এসব কথা জানকীকে এইরূপে বলাইয়াছেন—

প্রাণনাথ, করুণায়তন
সুন্দর সুখদ সুজান।
তুম বিনু রঘুকুলকুমুদবিধু
সুরপুর নরক সমান॥
মাতু পিতা ভগিনী প্রিয় ভাঈ।
প্রিয় পরিবার সুহৃদ সমুদাঈ ॥
সাসু শ্বশুর গুরু সুজন সহাঈ।
সুঠি সুন্দর সুশীল সুখদাঈ ॥
জঁহ লগি নাথ নেহ অরু নাতে।
প্রিয় বিনু তিয়হিং তরণিতে তাতে ॥

BAZAR READING LIBRARY. ESTD. 1883 CALCUTTA

তন ধন ধাম ধরণি পুররাজু।
পতিবিহীন সব শোক-সমাজু॥
ভোগ রোগসম, ভূষণ ভারূ।
যমযাতনা—সরিস সংসারূ॥
প্রাণনাথ তুম বিনু জগমাহীঁ।
মোকহঁ সুখদ কতহুঁ কউ নাহীঁ॥
জিয় বিনু দেহ নদী বিনু বারী।
তৈ সহিং নাথ পুরুষ বিনু নারী॥

* * *

ঐ সেহু বচন কঠোর সুনি
জৌ ন হৃদয় বিলগান।
তৌ প্রভু বিষম বিয়োগদুখ
সহিহৈ পামর প্রান॥"

রামচন্দ্র বুঝলেন সীতাকে রেখে গেলে তিনি আত্মঘাতিনী হওয়া অসম্ভব নয়, তাই বল্লেন 'যদি আমার সঙ্গে বনেই যাবে, তবে আমাদের যা কিছু আছে সব উপযুক্ত পাত্রে দান করে প্রস্তুত হও।'

তখন লক্ষ্মণ বল্লেন—

"যদি গন্তুং কৃতা বুদ্ধির্বনং মৃগগজাযুতম্।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি বনমগ্রে ধনুর্ধরঃ॥
ময়া সমেতোঽরণ্যানি রম্যাণি বিচরিষ্যসি।
পক্ষিভির্ভৃঙ্গযূথৈশ্চ সংঘুষ্টানি সমন্ততঃ॥
ন দেবলোকাক্রমণং নামরত্বমহং বৃণে।
ঐশ্বর্য্যং চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা॥" (অ-৩১স)

রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকেও অনেক বুঝালেন। পিতা মাতার শুশ্রূষাই যে পুত্রের কর্ত্তব্য সে কথা বল্লেন। লক্ষ্মণ বল্লেন, 'সে সব আমা হতে হবে না।' তখন রাম বল্লেন, মাতা সুমিত্রার অনুমতি বিনা ত আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারি না। বধূমাতা উর্ম্মিলাকেও শান্ত করে আসা দরকার।' তখন লক্ষ্মণ গমন করে অল্পক্ষণ পরেই জননী সুমিত্রাকে সঙ্গে ল'য়ে এলেন। সুমিত্রা বল্লেন, "বৎস রাম, লক্ষ্মণ তোমার একান্ত অনুগত, বিশেষ শুনলাম মা জনকনন্দিনীও তোমার সঙ্গে যাচ্ছেন। তখন তোমাদের পরিচর্য্যার জন্য লক্ষ্মণের যাওয়া একান্ত প্রয়োজন বুঝে, লক্ষ্মণের অদর্শনে আমার কষ্ট হবে জেনেও, তারে অনুমতি কর্‌তে বাধ্য হয়েছি। বধূমাতাও তার গমনে আপত্তি করেন নি।"

তখন শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে আবার কৈকেয়ীর ভবনে গমন কর্‌লেন।

রামচন্দ্র পিতৃ চরণে প্রণাম করে বল্লেন—

"আপৃচ্ছে ত্বাং মহারাজ সর্ব্বেষাম্ ঈশ্বরোঽসি নঃ।
প্রস্থিতং দণ্ডকারণ্যং পশ্য ত্বং কুশলেন মাম্॥
লক্ষ্মণঞ্চানুজানীহি সীতা চান্বেতু মাং বনম্॥
কারণৈর্বহুভিস্তথৈ র্বার্য্যমাণৌ ন চেচ্ছতঃ॥" (অ-৩৪স)

রাজা অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁদের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। বল্লেন—'রাম তুমি বনে যেয়ো না। আমি ত কৈকেয়ীর প্রার্থনায় বলি নাই যে 'তোমার মনতুষ্টির জন্য রামকে বনে পাঠাব'। সে প্রার্থনা করেছে আমি শুনেছি, শুনে এ অন্যায় প্রার্থনার জন্য গালাগালি দিয়েছি, একবারও বলি নাই যে, তোমায় বনে পাঠাব। তবে তুমি কৈকেয়ীর

কথায় বনে যাবে কেন? আমি কাল তোমায় রাজ্য দিব বলেছি। তুমি রাজা হও।"

রাম বল্লেন, "আপনি 'রামকে বনে দিব' এ কথা বলেন নি সত্য। কিন্তু 'রামকে বনে দিব না' এ কথাও ত বলেন নাই। আপনার মৌনকেই মাতা কৈকেয়ী সম্মতি মনে করেছেন। এখন আমার বনে যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

"ভবান্ বর্ষসহস্রায়ুঃ পৃথিব্যা নৃপতে পতিঃ।
অহং ত্বরণ্যে বৎস্যামি ন মে রাজ্যস্য কাঙ্ক্ষিতা।
নব পঞ্চ চ বর্ষাণি বনবাসে বিহৃত্য তে।
পুনঃ পাদৌ গ্রহীষ্যামি প্রতিজ্ঞান্তে নরাধিপ॥" (অ-৩৪স)

রাম বুঝেছেন যে পিতা "প্রতিশ্রুত বর দিব না—এ কথা তাঁর পিতা বল্‌তে পারেন না" তাই বলেন নাই যে "রামকে বনে দিব না"। আর তিনি প্রাণ থাক্‌তে বল্‌তে পারবেন না যে "রামকে বনে দিব।" তাই এ কথাও বলেন নাই। এখনও একথা বলতে পারেন না যে "তোমাকেই এ রাজ্য দিলাম।" তাই তিনি বনগমনকেই শ্রেয় বিবেচনা করে বল্কল বসনে লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন।

রামের বনবাস বার্ত্তা শুনে অযোধ্যাবাসীগণের কি অবস্থা তা সাধকপ্রবর তুলসীদাসের ভাষায় শুনুন—

"নগর ব্যাপি গই বাত সুতীছী।
ছুবত চড়ী জনু সব তন বীছী॥
সুনি ভয়ে বিকল সকল নরনারী।
বেলি বিটপ জনু লাগু দবারী॥

... READING LIBRARY ESTD. 1883

জো অই সুনে ধুনে শির সোঈ।
বড় বিষাদ নহি ধীরজ হোঈ॥

*　　*　　*　　*

ভলি বনাই বিধি বাত বিগারী।
জহঁ তহঁ দেহি কেকয়ীহি গারী॥
কুটিল কঠোর কুবুদ্ধি অভাগী।
ভই রঘুবংশ—বেণুবন আগী॥
পল্লব বৈঠি পেড় ইন কাটা।
সুখ মহঁ শোক-ঠাট ইন ঠাটা॥
সত্য কহহি কবি নাবি সুভাউ।
সব বিধি অগম অগাধ দুরাউ॥"

এইরূপে পুরবাসীগণ কখন কৈকয়ীকে কখন রাজাকে কখন বা আপনাদের অদৃষ্টকে নিন্দা কর্‌তে লাগ্‌ল, শেষে সকলে স্থির কর্‌লে যে রাম বনে গেলে তারাও সপরিবারে তাঁর সঙ্গী হবে। রাম ও লক্ষ্মণ বনগমনার্থ বল্কল ধারণ করেছেন দেখে দশরথের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল, তিনি বল্লেন "সুমন্ত্র, রামের সঙ্গে আমার অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতি সমূহ দাও। ভাণ্ডারের সমস্ত ধন রত্ন দাও। রাজ্যের যত নরনারী আর বাণিজ্য ব্যবসায়ী সকলেই রামের সঙ্গে সেই বনে যাক্ যেখানে আমার রাম যাবে। সেখানেই জনপদ হউক। অযোধ্যা অরণ্যে পরিণত হোক।" একথা শুনে কৈকেয়ীর মনে ভয় হলো। যাই হোক রাম কিছু নিতে সম্মত হইলেন না। শেষে রাজার ইচ্ছা ক্রমে সুমন্ত্র তাঁদের তিন জনকে রথে করে নিয়ে চল্লেন। কিন্তু পুরবাসীগণ স্বেচ্ছায় তাঁর অনুগামী হলো। তখন রাম রথ ত্যাগ করে পদব্রজে সরযূতীর পর্য্যন্ত গমন ক'রে তাঁদের প্রতিনিবৃত্ত হতে

অনুরোধ করলেন কিন্তু কেহই সে কথা শুনলে না। তাদের প্রতিজ্ঞা তাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম রামচন্দ্র যেখানে যাবেন, তারা সকলেই সেখানে বাস করবে। ক্রমে সকলে তমাসানদীতীরে উপনীত হলেন, তখন সন্ধ্যা হয়েছে। তখন শ্রীরামচন্দ্র সুমন্ত্রকে সেই স্থানে রাত্রি যাপনের উদ্যোগ করতে বললেন। লক্ষ্মণ ও সীতার দিকে চেয়ে বল্লেন—

"ইয়মদ্য নিশা পূর্ব্বা সৌমিত্রে প্রস্থতা বনম্।
বনবাসস্থ ভদ্রং তে ন চোৎকণ্ঠিতুমর্হসি।।
পশ্য শূন্যান্যরণ্যানি রুদন্তীব সমন্ততঃ।
যথানিলয়মায়াস্তির্নিলীনানি মৃগদ্বিজৈঃ।।" (অ-৪৬স)

"চেয়ে দেখ ভাই, আমরা বনে এসেছি। আমাদের বনবাসের প্রথমরাত্রি আসচে। ঐ দেখ মৃগ ও পক্ষীগণ নিজ নিজ আবাসে গেছে; দেখ শূন্য অরণ্য যেন রোদন করচে। আমাদের অদর্শনে আজ শূন্য অযোধ্যারও এই দশা। আমার পিতা ও মাতাগণ সকলে এই রকম রোদন করচেন সন্দেহ নাই। প্রিয়তম ভরত এসে অবশ্যই তাঁদের যথোচিত সান্ত্বনা করবে তার আর সন্দেহ নাই। আজ আমরা এখানেই রাত্রি যাপন কর্ব্বো।"

লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র রামচন্দ্রের ও সীতা দেবীর জন্য পত্রাদি সংগ্রহ করে শয্যা রচনা করলেন। পুরবাসীরা অদূরে ইতস্ততঃ শয়ন করে নিদ্রিত হলো। রামচন্দ্রও সীতার সঙ্গে নিদ্রিত হলেন। কেবল সুমন্ত্র আর লক্ষ্মণের নিদ্রা নাই। তাঁরা রামচন্দ্রের গুণগ্রাম বর্ণনা করে রাত্রি অতিবাহিত করতে লাগলেন। নিশীথ সময়ের অল্পক্ষণ পরেই রামচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হলো। তিনি প্রজাগণকে গাঢ় নিদ্রিত দেখে, লক্ষ্মণের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন, যখন প্রজাগণ প্রতিজ্ঞা করেছে তাঁকে না

নিয়ে অযোধ্যায় যাবে না, তখন তাদের এখানেই ত্যাগ করে যাওয়া উচিত। অনর্থক তাদের কষ্টের কারণ হওয়া উচিত নয়। তার পর সুমন্ত্রকে বল্লেন "সুমন্ত্র, তুমি আমাদের নিয়ে নিঃশব্দে তমসার অপর পারে রেখে এসে, কিয়দ্দূর উত্তর মুখে গিয়ে, কৌশলে চিহ্ন না রেখে, অন্যত্র নদী পার হয়ে এসে, আমাদের গভীর বনে নিয়ে চল। প্রজাগণ অনর্থক কষ্ট পায় এটা আমার অভিপ্রায় নয়"। সুমন্ত্র তাই কর্‌লেন। রামচন্দ্রের এই প্রজা-বাৎসল্যতা গুণেই প্রজাগণ তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত যে, সব ছেড়ে তাঁর অনুগামী হতে চায়। তারা পর দিন নিদ্রাভঙ্গের পর রথ ও অশ্বের গতি অযোধ্যাভিমুখী দেখে সকলে ফিরে এলো।

আমরা পিতা মাতার প্রতি সন্তানের, পত্নীর প্রতি পতির, পতির প্রতি পত্নীর এবং ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার কর্ত্তব্যজ্ঞানের চিত্র দেখ্‌লাম। আরও দেখ্‌লাম যে, যে সকলের প্রতি প্রীতিমান্, তার প্রতি সাধারণের মনের ভাব কি রকম হয়।

এইবার আমরা রাম-চরিত্রের আর এক সুন্দর চিত্র দেখ্‌বো। বাল্যে পিতার সঙ্গে মৃগয়ায় এসে শ্রীরামচন্দ্র নিষাদগণের অধিপতি গুহকের সঙ্গে মিত্রতা করেছিলেন। আজ বনবাসী হয়ে দ্রুততর আসবার জন্যই এতক্ষণ রথে আস্‌ছিলেন। বহু নদ নদী ও জনপদ অতিক্রম করে অবশেষে তাঁরা গুহকের নিষাদ-রাজধানীর সমীপে গঙ্গার কূলে এলেন। গুহক সংবাদ পেয়ে পরিজন সঙ্গে এসে তাঁর চরণ বন্দনা কর্‌লেন। রামচন্দ্র "কি কর ভাই?" বলে, তারে বক্ষে ধারণ কর্‌লেন। গুহকের ইচ্ছা রামচন্দ্র সীতা-সঙ্গে তাঁর গৃহে যান। রামচন্দ্র বল্লেন, "ভাই, আমি পিতার সত্যপালনের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী

হয়েছি। এই সময় আমার বল্কলবাস ধারণ করে, ফল মূল মাত্র আহার করে, তৃণ শয্যায় শয়ন কর্‌তে হবে। আমার অশ্বগুলিকে আহার্য্য দাও তা হলেই আমার আতিথ্য করা হবে।" গুহক তখনি অনুচরগণকে অশ্বগুলির পরিচর্য্যা কর্‌তে বল্‌লেন এবং নিজে অরণ্য থেকে তাঁদের জন্য ফল মূল সংগ্রহ করে এনে গঙ্গাতীরস্থিত একটি সুবৃহৎ ইঙ্গুদীমূলে শয্যা রচনা কর্‌লেন। শ্রীরাম ও সীতা আহার করে শয়ন কর্‌লে গুহক লক্ষ্মণকে আহার ও শয়ন কর্‌তে বলে বল্লেন, "আপনিও বিশ্রাম করুন। আজ আমিই আমার অনুচরগণের সঙ্গে আপনাদের রক্ষা কর্‌বো।" লক্ষ্মণ বল্লেন, "আর্য্য, আপনি আমার আর্য্য জ্যেষ্ঠভ্রাতার মিত্র, সে জন্য আপনি আমারও অগ্রজতুল্য পূজ্য। আর্য্য রাম আর দেবী জানকীর এ দশা দেখে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই নাই। কবে হবে তা জানি না। তবে এ কথা বল্‌তে পারি যে ইনি বনবাসব্রত পালন করে যখন ফির্‌বেন, তখন অবশ্যই আপনার পুরমধ্যে প্রবেশ কর্‌বেন। সে সময় আপনি আমাদিগকে যথেচ্ছ আহারাদি দিয়ে আতিথ্য কর্‌বেন, আজ আমায় ক্ষমা করুন।" লক্ষ্মণ গুহকের সঙ্গে সমস্ত রজনী অনিদ্রায় অতিবাহিত কর্‌লেন। রামচন্দ্র প্রাতেই সুমন্ত্রকে বিদায় কর্‌লেন; বল্‌লেন, "সূত, তুমি আজই অযোধ্যায় গিয়ে আমার বনগমন সংবাদ দাও। আমি এই দণ্ডেই মিত্র গুহকের সাহায্যে গঙ্গা পার হয়ে দণ্ডক অরণ্যে প্রবেশ করবো", এই বলেই তিনি সমীপাগত গুহককে আলিঙ্গন ক'রে বল্‌লেন, "এবার এর চেয়ে আর অধিকক্ষণ এখানে থাক্‌বো না। চতুর্দ্দশ বর্ষের পর আবার অবশ্যই অযোধ্যায় যাব। সে সময়ে তোমার পুরে প্রবেশ ক'রে আতিথ্য স্বীকার কর্‌বো। এখন আমাদের পর পারে যাবার ব্যবস্থা কর।"

নিষাদরাজের আদেশে তখনি তরণী সজ্জিত হ'লো। গুহক নিজে

কয়েকজন অনুচর সঙ্গে অপর পারে লয়ে চললেন। সুমন্ত্র এক দৃষ্টে নৌকার পানে চেয়ে আছেন। নৌকা অচিরকাল মধ্যে পর পারে লাগলো। রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে কূলে অবতরণ ক'রে গুহককে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় করলেন। তারপর তিন জনে ধীরে ধীরে বৃক্ষ-রাজীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। রামচন্দ্র দৃষ্টিপথের অতীত হলে সুমন্ত্র রথ নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। তিনি এসে রামের বনপ্রবেশ কথা বললে দশরথের মৃত্যু হলো। তখনি ভরতকে আনবার জন্ম লোক গেল। ভরত শত্রুঘ্ন দেশে এসে পিতার মৃত্যুসংবাদে যত না দুঃখিত হয়েছিলেন, রাম সীতার বন-গমন বার্ত্তায় ততোধিক কাতর হলেন। তাঁর জননীই এই সর্ব্বনাশের মূল জানতে পেরে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। আবার তাঁর জননী সহাস্য বদনে নিজের কীর্ত্তি বর্ণনা করে বললেন—

"তৎ পুত্র শীঘ্রং বিধিনা বিধিজ্ঞৈঃ
বশিষ্ঠমুখ্যৈঃ সহিতো দ্বিজেন্দ্রৈঃ।
সঙ্কাল্য রাজানমদীন সত্ত্বম্
আত্মানমুর্ব্যাম্ অভিষেচয়স্ব ॥" (অ-৭২স)

তখন সে সব কথা তাঁর একান্ত অসহ্য হলো। তিনি দুঃখে ক্ষোভে কোপে জননীকে বল্লেন—"দুর্ব্বৃত্তে, তুমি কি দুর্ঘট ঘটনাই ঘটিয়েছ! রঘুকুলধুরন্ধর আমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বনে পাঠিয়ে আমার দেবতুল্য জনকের মৃত্যুর হেতু হয়েছ। মাতা কৌশল্যাকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করেছ। কিন্তু নিশ্চয় জেনো তোমার দুরাশা পূর্ণ হবে না। ভরত রাজ্য চায় না—সে চায় শ্রীরামচন্দ্রের ভৃত্যবৎ সেবা করতে। ভরত নিশ্চয়ই রামকে না নিয়ে এ অযোধ্যায় ফিরবে না। আমি

তোমার মুখ দর্শন কর্‌বো না। আরো কঠোর শাস্তি দিতে প্রাণ চায়, কিন্তু তা হলে শ্রীরামচন্দ্র আর আমার মুখ দর্শন কর্‌বেন না, কেবল এই ভয়েই নারীহত্যা পাপে বিরত হ'লাম।" এই বলে ভরত উন্মত্তবৎ কৈকেয়ীর পুর ত্যাগ কর্‌লেন। তখন কৈকেয়ীর চেতনা হলো। মনে হতে লাগ্‌লো তাঁদের চারিটি ভায়ের প্রীতিভাবের কথা—কৌশল্যার সহোদরাবৎ প্রীতির কথা—মনে হলো রামচন্দ্র তাঁকে জননীবৎ মনে কর্‌তেন—তখন তিনি নীরবে রোদন কর্‌তে লাগ্‌লেন। এদিকে ভরত শত্রুঘ্নকে সঙ্গে করে দেবী কৌশল্যার কক্ষে আস্‌বা-মাত্র কৌশল্যা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে বল্‌লেন, "ভরত রে, তোর মা রাজাকে বাক্যবদ্ধ করে আমার রামের জন্য বনবাস আর তোর জন্য রাজ্য বর পেয়েছে। রাম বনে গেছে—এখন তুই রাজা হ।"

ভরত বল্লেন, "মা, আপনার ভরতের রাজ্য ঐশ্বর্য্য সবই শ্রীরাম-চন্দ্রের চরণকমল। যতক্ষণ পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন না হয়, আমি ততক্ষণ মাত্র অযোধ্যায় আছি। তারপর বনে গিয়ে তাঁরে ফিরিয়ে আন্‌বো।"

কৌশল্যা বল্‌লেন, "পার্‌বি কি বাপ? সে যে চৌদ্দ বৎসর বনে বাস কর্ব্বে বলে, প্রতিজ্ঞা করে গেছে।"

ভরত বল্‌লেন, "তাতে কি মা? ওতেও প্রতিনিধি চলে। আমিই তাঁর প্রতিনিধি হয়ে চৌদ্দ বৎসর বনে থাক্‌বো। তিনি আস্‌বেন না কেন? আমি আপনার চরণ সমীপে প্রতিজ্ঞা কর্‌চি আমি আর্য্য রাম-চন্দ্রকে না নিয়ে অযোধ্যায় ফির্‌বো না।"

ভরতের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। রামচন্দ্র তখন চিত্রকূটে কুটির নির্ম্মাণ করে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে সুখে বাস কর্‌ছিলেন। ভরতকে

বলেছিলেন, যে—"এ বনবাস-ব্রত প্রতিনিধিতে সম্পন্ন হবে না। তোমায় ফিরে যেতে হবে।"

অনেক যত্নে রামচন্দ্রকে ফিরাতে না পেরে অবশেষে ভরত তাঁর পাদুকাযুগল নিয়ে ফিরে ছিলেন, কিন্তু অযোধ্যায় যান নাই। চতুর্দ্দশবর্ষ নন্দিগ্রামে সেই পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করে নিজে সন্ন্যাসী-বেশে বাস করে ছিলেন। তার পর রামচন্দ্র রাবণবধ করে চৌদ্দ বর্ষান্তরে প্রত্যাগত হলে, তাঁরে নিয়ে অযোধ্যায় গিয়েছিলেন।

আমি শ্রীরামচরিতের শেষাংশের বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। রাম চরিত নিঃশেষে বলা অল্প সময়ে হয় না। খুব সংক্ষেপে বল্‌লেও এক সপ্তাহের কমে পারা যায় না, আবার বল্‌বার সময় গ্রন্থ কাছে থাকা দরকার। যাঁরা এখানে সমাগত, তাঁরা সকলেই রামায়ণ পড়েছেন। যদি কেউ না পড়ে থাকেন, কৃত্তিবাস পণ্ডিতের অথবা অন্য কোনও রামায়ণ পড়্‌তে পারেন। আমার উদ্দেশ্য পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যের উদাহরণ প্রদর্শন। যে টুকু বলেছি, তাতেই রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভরত লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, রামচন্দ্রের পত্নী ও অনুজের প্রতি এবং অনুজীবীগণের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে, জানকী ও কৌশল্যার পতির প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখান হয়েছে। বলা হয় নাই একজনের কথা। যাঁকে ভারতের বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম ও দাক্ষিণাত্যের নরনারীগণ প্রভুভক্তির মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ জেনে নিরন্তর—

"অতুলিত-বলধামং স্বর্ণশৈলাভদেহং
দনুজবলকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং
রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি॥

উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং
 যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং
 নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্॥
মনোজবং মারুততুল্যবেগং
 জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং
 শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি॥"

ইত্যাদি বাক্যে পূজা স্তুতি করে থাকেন। যিনি নিজের হৃদয় রামময় জেনে নিজ বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে তাতে শ্রীরাম-সীতার মূর্ত্তি দেখিয়ে ছিলেন। তাঁর কথা বলে কে শেষ কর্‌তে পারে।

অতএব—

"রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥"

বলে রামচরণে প্রণাম ক'রে আমার বক্তব্য শেষ কর্‌লাম।"

সম্পূর্ণ।

গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী

১। বিশ্ব-শক্তি—সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'গৃহস্থে' প্রকাশিত আলোচনা ও প্রবন্ধাবলী হইতে সঙ্কলিত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

২। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী—কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার বিস্তৃত সমালোচনা। মূল্য ।।৶০ দশ আনা।

৩। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম (দ্বিতীয় সংস্করণ)—কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নির্গত শিক্ষাষ্টকের মূল, টীকা, পদ্যানুবাদ, ভাবার্থ প্রভৃতি সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা।

৪। কমলা—ধর্ম্মমূলক গার্হস্থ্য উপন্যাস। গীতার উপদেশানুযায়ী চরিত্রগঠন ও তাহার পরিনাম। স্ত্রী কন্যার হাতে দিবার উপযুক্ত পুস্তক। মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

৫। পাগল—মহাপুরুষমুখে উপন্যাসের ভাষায় উপনিষদের সনাতন তত্ত্বকথার অভিনব বিবৃতি। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে উপাদেয়। মূল্য ।।৶০ দশ আনা।

স্বনামধন্য কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ প্রণীত

৬। নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর—(চতুর্থ সংস্করণ)।

(টেক্স্‌ট্‌বুক কমিটী কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে মনোনীত)।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রচারক বুকার ওয়াসিংটনের আত্মজীবন-চরিতের বঙ্গানুবাদ। সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে কেমন করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারা যায়, প্রকৃত কর্ম্মবীর হইতে হইলে কিরূপে জীবন-যাত্রা-প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, ইঁহার আত্ম-জীবন-চরিত তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। সুন্দর বাঁধাই—মূল্য ১।০ মাত্র।

Amrita Bazar Patrika—"It furnishes delightful and stimulating reading. A distinct acquisition to the Bengalee literature."

Bengalee—"Every Bengalee who wants to serve his mother land ought to carefully read and reread it."

বাঙ্গালী—"নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর'কে আমাদেরই 'কর্ম্মবীর' বলিয়া মনে হয়। * * * আমাদের দেশে এখন এই শ্রেণীর জীবন-চরিত যত বেশী পঠিত হয়, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।"

নায়ক—"অনুবাদ প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দরভাবে হইয়াছে।"

সাহিত্য—"কোনও বাঙ্গালী যেন 'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' পড়িতে না ভুলেন।"

রায় শ্রীযুক্ত যসময় মিত্র এম, এ বাহাদুর বলেন—"নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' সময়োপযোগী হইয়াছে ও ইহার উদ্দেশ্যও অতি সাধু। অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতা শত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া সঙ্কল্পসিদ্ধি লাভ করে, এই গ্রন্থবর্ণিত মহাপুরুষ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"

উক্তগ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

বর্ত্তমান জগৎ—বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব ও অভিনব ভ্রমণ-কাহিনী। সুবৃহৎ পাঁচটি খণ্ডে সমাপ্ত। বিদেশে অনেকেই গিয়াছেন, এবং ভ্রমণ-কাহিনী অনেকেই লেখেন কিন্তু বিনয়বাবুর মত এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেশকে দেখিয়া ও বুঝিয়া তাহার কাহিনী কেহই এ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমাদের দেশের সহিত তুলনা করিয়া অন্যান্য দেশের প্রত্যেক খুটিনাটি বিষয়টির আলোচনা পর্য্যন্ত ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এই ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য জগতের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস, সমাজ-চিন্তা, শিক্ষা-সমস্যা, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির কথা জানিতে পারিবেন। এক কথায় দেশকে ভিতর ও বাহির দিয়া জানিতে হইলে, যাহা জানিবার প্রয়োজন হয় তাহা এই গ্রন্থে আছে।

৭। প্রথম ভাগ—মিশর (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

ইহাতে মিশরের পুরাকাহিনী, আচার ব্যবহার, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। বহু ছবি সমন্বিত সুন্দর বাধাই—মূল্য ২৲।

৮। দ্বিতীয় ভাগ—ইংরাজের জন্মভূমি (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

ইহাতে ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড ও আয়র্লণ্ডের কথা আছে। আর আছে গ্রেটব্রিটনের

ধীমান পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষত্বমূলক আলোচনাসমূহ, ইংরাজের দেশের কথা, তাঁহাদের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও সমাজতত্ত্বের কথা, তাঁহাদের গবেষণামূলক আবিষ্কারের বার্ত্তা—এক কথায় যাহা জানিলে দেশ ও জাতিকে জানা যায়—বর্ত্তমানে তাহাই সুন্দর সংযতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাগজ সচিত্র, মনোরঞ্জন বাঁধাই, প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠা—মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

৯। তৃতীয় ভাগ—বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের এরূপ বিস্তৃত আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম। ইহার প্রতি পত্রে লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইবেন; গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদে অনেক ভাবিবার কথা আছে। লেখক যুদ্ধকালে বিলাতে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১২৫ পৃষ্ঠা। ৮ খানি হাফটোন চিত্র সম্বলিত সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৲ টাকা।

১০। চতুর্থ ভাগ—ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ।

বহুজ্ঞাতব্যতথ্যে পরিপূর্ণ। ইহাতে আমেরিকার আদিম অধিবাসী 'রেড্ ইণ্ডিয়ান'দের কথা, উপনিবেশিকদের পূর্ব্বাপর ইতিহাস, বর্ত্তমান যুক্তরাষ্ট্রের গঠন, সামাজিক আচার ব্যবহার, রাষ্ট্রনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ আছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, শিল্প বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির পন্থা দেখাইয়া দেওয়া আছে। এমন তুলনামূলক শিক্ষাপ্রদ ইতিহাস এদেশে এই প্রথম। বহু চিত্র সুশোভিত ৮৫০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ পুস্তক। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ৬৲ টাকা।

১১। পঞ্চম ভাগ—নবীন এশিয়ার জন্মদাতা—জাপান।

কবি হেমচন্দ্রের 'অসভ্য' জাপান কেমন করিয়া বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে স্বীয় চেষ্টায় দুনিয়ার রাষ্ট্রজগতে 'ফাষ্ট ক্লাশ' পাওয়ার পরিগণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাহার পূর্ব্বাপর সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষী ভাষায় লিখিত। বহু চিত্র সুশোভিত, ৫০০ পৃষ্ঠার পুস্তক। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত

১২। কুল-পুরোহিত—ইহাতে কুল-পুরোহিত, একঘরে, বারবেলা, সঙ্গিহারা

ব্লাকাপড়ের মূল্য প্রভৃতি ১৫টি গল্প আছে। ইহা অধুনাতন বিলাতী গল্পের অনুবাদ বা বিলাতী চিত্র নয়। বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী সমাজের প্রাণের কথা, সুখ দুঃখের কথা, সংসারের বাস্তব ছবি। খাঁটি দেশী চিত্র। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১।৹।

১৩। পরাজয়—এদেশে একটা প্রবাদ আছে—"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।" কিন্তু স্নেহ বা ভালবাসার কাছে এ প্রবাদ যে সম্পূর্ণ নিস্ফল এই উপন্যাসে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা একখানি খাঁটি গার্হস্থ্য-জীবনের চিত্র। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১।৹।

১৪। পরাধীন—পরান্ন-পালিত যুবক ক্ষেত্রনাথের প্রতিপালক দাদামহাশয়ের স্নেহপাশ ছেদনের চেষ্টা, বৃদ্ধ ঘোষাল মহাশয়ের বাহ্য কঠোরতার অন্তরালে স্নেহমন্দাকিনীর স্বচ্ছধারা, দুর্গাদেবীর মাতৃস্নেহ, মনোরমার গভীর আত্মত্যাগ—যেন স্বর্গ রাজ্যের ঘটনা, পড়িতে পড়িতে হৃদয় উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে, অশ্রুভারে দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া আইসে। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

১৫। মতিভ্রম—নূতন ধরণের সামাজিক উপন্যাস। ভালবাসার আদর্শ, মনুষ্যত্বের আদর্শ, বন্ধুত্বের আদর্শ—প্রিয়জনকে উপহার দিবার, পড়িবার,—পড়াইবার উপযুক্ত উপন্যাস। মনোরম বাঁধাই মূল্য ১।৹ মাত্র।

১৬। নিষ্পত্তি—আধুনিক রুচি অনুযায়ী উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহার ভাব ভাষা ঘটনা আগাগোড়া নূতন। উপহার দেওয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১॥৹ মাত্র।

১৭। সাগরের ডাক—সুকবি শ্রীকুমুদ নাথ লাহিড়ী প্রণীত। ইহা অধ্যাত্ম ভাবপূর্ণ একখানি মনোরম নাটক। সুন্দর কাগজে মনোরম ছাপা। মূল্য ।৶ ছয় আনা।

১৮। চান্দেলী—স্বাধীন বঙ্গের প্রাণোন্মাদক চিত্র। বাঙ্গালার স্বনামধন্য নরপতি মহারাজ বল্লাল সেনের জীবনের ঘটনাপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস। তৎকালীন সমাজের নিখুঁৎ চিত্র। আধুনিক পাশ্চাত্যভাব-বর্জ্জিত অভিনব উপন্যাস। মূল্য ৸৹।

১৯। সোনার দেশ—ছেলেমেয়েদের জন্য সচিত্র গল্পের বই। ইহাতে ভূতপেত্নি, রাক্ষসখোক্কস, গন্ধর্ব্বপরী প্রভৃতির আজগুবি গল্প নাই; যাহাতে

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা শৈশব হইতেই পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদির সুমধুর কাহিনীর সহিত পরিচিত হয়, তাহাদের হৃদয়ে শৈশব হইতেই ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

২০। বিসূচিকা-দর্পণ

সুবিখ্যাত বহুদর্শী চিকিৎসক—ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম, ডি প্রণীত চিকিৎসক ও ছাত্রদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় পুস্তক।

বিলাতী পুস্তকের ন্যায় সুন্দর ছাপা ও বাঁধা মূল্য—২॥০ টাকা

গৃহস্থ পাবলিসিং হাউস্

২৪ মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা

পরিগ্রহণ সংখ্যা
পরিগ্রহণের তারিখ

THE BAGBAZAR READING LIBRARY
ESTD. 1883.
CALCUTTA